কয়োমতরে ভয়াবহতা ও তারপর আব্দুল মালকে আল-কুলাইব

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ কেয়ািমত দবিস, কয়ািমতরে দৃশ্যাবল ও ভয়াবহতা, কয়ািমতপ্রবর্তী শঙ্কাবদিূর

ঘটনাসমূহ বশ্লিষ্ট আকার েআলাচেতি

হয়ছে।ে

https://islamhouse.com/マセマのもも

- কিয়ামতরে ভয়াবহতা ও তারপর
 - 。 <u>অনুবাদকরে কথা</u>
 - 。 <u>ভুমকি</u>া
 - 。 <u>প্রথম অধ্যায়</u>

- বর্ষখরে শাস্তি ও সুখ
- মৃত্যুকালীন অবস্থা
 সম্পর্ক আল োচনা
- <u>এ আয়াত থকে আমরা যা</u>

 শখিত পেলোম:
- এ আয়াত থকে আয়রা য়া
 শখিত পেলোম:
- এ হাদীস থকে আমরা যা জানত পোরলাম:
- দুই. ফরিশিতার প্রশ্নপর্ব
- এ হাদীস থকে আমরা যা
 জানত পোরলাম:
- মুনকার ও নাকীর প্রসঙ্গ
- বর্ষখা শাস্তরি কছি দৃশ্য

- <u>হাদীসটি থকে আমরা যা</u>

 শ্থিত পোরলাম:
- কবররে আযাব সম্পর্কে
 ইমামদরে বক্তব্য
- 。 <u>দ্বতীয় অধ্যায়</u>
 - কয়ািমত সংঘটন

 - শঙ্গায় ফুঁৎকার প্রসঙ্গে
 - <u>এ আয়াতসমূহ থকেে</u> আমরা যা শখিত েপারলাম:
 - হাদীসটি থকে আমরা যা শখিত পোরলাম:
- 。 <u>তৃতীয় অধ্যায়</u>

- কয়ািমতরে ভয়াবহতা
- <u>আকাশমণ্ডলী ও</u>
 পৃথবীসমূহ মুষ্ঠবিদ্ধ করা
- <u> হাশররে ময়দানরে অবস্থা</u>
- কাফরেরা অন্ধ ও চহোরার উপর ভর করে উপস্থতি <u>হবে</u>
- যারা সে দেনি আল্লাহ
 তা'আলার ছায়াত আশ্রয়
 পাবে
- ক্য়ামতরে দনি যাকে
 প্রথম ডাকা হবে, তনি
 হলনে আদম আলাইহসি
 সালাম

- হাদীস দুটো থকে শেক্ষা,
 মাসায়লে ও জ্ঞাতব্য:
- যাকাত পরতি্যাগকারীর শাস্ত্রি
- আয়াত দুটো থকে শেক্ষা
 এ মাসায়লে:
- এ হাদীসটি থকে আমরা যা শখিত পোরলাম:

- এ হাদীসটি থকে আমরা যা শখিত পোরলাম:
- উম্মত েমুহাম্মাদীর হসিাব
 হব েসর্বপ্রথম

- এ হাদীসটি থকে আমরা যা শখিত পোরলাম:
- হসাব-নকিাশরে প্রকৃতি
- অনুসারীরা নতোদরে প্রত্যাখ্যান করবে
- ফরিশিতাগণ মুশরকিদরে
 থকে দোয়মুক্তরি ঘোষণা
 দবি
- মূর্তগুলে । অক্ষমতা প্রকাশ করব
- হিসাব নকিশি যভোবে শুরু
- এমনভিবি আজ ভুলে
 যাওয়া হবে
- <u>এ হাদীসটি থকে আমরা</u>
 <u>যা শখিত পোরলাম:</u>

- এ হাদীসটি থকে আমরা যা শখিত পোরলাম:
- এ হাদীসটি থকে আমরা
 যা শখিত পোরলাম:
- সহজ হসাব
- এ হাদীস দুটো থকেে
 আমরা যা শখিত পোরলাম:
- তাওহীদরে মূল্যায়ন
- তাওহীদবাদী গুনাহগারদরে
 জাহান্নাম থকে েমুক্ত
 করা
- 。 <u>চতুর্থ অধ্যায়</u>
 - জাহান্নাম ও তার অধবাসীদরে ববিরণ

- অনুসারীদরে থকেে
 শয়তানরে দায়মুক্তরি
 চয়ে্টা
- জাহান্নামবাসীদরে আফস∙োস ও অনুতাপ
- <u>জাহান্নামরে শাস্তা হবে</u> <u>চরিস্থায়ী</u>
- জাহান্নামরে শকিল ও আলকাতরা
- <u>জাহান্নামরে যাক্কুম</u> <u>বৃক্ষ</u>
- জাহান্নামে সবচয়ে

 নিম্নমানরে শাস্তরি ধরন
- জাহান্নাম শাস্তরি
 বভিন্ন স্তর

- নারীরা অধকিহারে
 জাহান্নামে যাবে
- কনে নারীরা পুরুষদরে
 তুলনায় অধকিহারে
 জাহান্নামে যোবং?
- 。 <u>পঞ্চম অধ্যায়</u>
 - জান্নাত ও তার অধবাসীদরে ববিরণ
 - প্রথম যারা জান্নাতে
 প্রবশে করবে
 - হাদীসটি থকে আমরা যা জানত পোরি:
 - · <u>জান্নাত েসর্বনমি্ন ও</u> <u>সর্ব√োচ্চ মর্যাদা</u>
 - <u>জান্নাতরে গটেরে</u> <u>আল∙োচনা</u>

- জান্নাতরে বভিন্ন স্তর
- জান্নাত উচ্চ মর্যাদা
 সম্পর্ক কেয়কেট হাদীস
- এ হাদীস থকে আমরা যা শখিত পার
- · <u>জান্নাতরে সুউচ্চ</u> <u>কক্ষসমূহ</u>
- <u>জান্নাতবাসীদরে খাবার-</u> <u>দাবার</u>
- <u>এ হাদীসটি থকে আমরা</u>
 <u>জানত পোরলাম:</u>
- <u>জান্নাতরে তাবু</u>
- <u>- জান্নাতরে বাজার</u>
- এ হাদীসটি থকে আমরা যা জানত পোরলাম:

জান্নাতবাসীরা প্থবীর
 অবশ্বাসী সাথীদরে
 অবস্থা দখেত পোব

কয়ািমতরে ভয়াবহতা ও তারপর

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

আব্দুল মালকে আলী আল-কুলাইব

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারয়াি

﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ٤٦﴾ [القمر: ٤٦]

"বরং কয়িামত তাদরে প্রতশ্রুত সময়, আর কয়িামত অত ভিয়ঙ্কর ও তক্তিতর।"

[সুরা আল-কামার, আয়াত: ৪৬]

<u>অনুবাদকরে কথা</u>

সকল বিষয় যোবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনরে জন্য নবিদেতি। যনি জীবন ও মৃত্যুর আবর্তন ঘটান, যাত তেনি পিরীক্ষা করত পোরনে, ক ভোল ো কাজ কর আর ক কের মন্দ কাজ। তাঁর আর ো প্রশংসা কর এ জন্য যে, তিনি যুগ যুগ নেবী ও গ্রন্থ পাঠিয়ি মোনবসন্তানদরেক জোন্নাতরে দকি আহবান করছেনে আর জাহান্নাম থকে সতর্ক করছেনে।

কিয়ামত পর্যন্ত আমাদরে পক্ষ থকে সোলাত ও সালাম নবিদেতি হেণক আমাদরে রাসূল, আল্লাহর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে প্রতি। যনি আজীবন মানুষক অন্ধকার থকে আলণের পথ নিয় আসত লেড়াই-সংগ্রাম করছেনে। তাঁর পরবার পরজিন, সাহাবীদরে প্রতিও সালাত ও বরকত নাযলি হণক মহান রাব্বুল আলামীনরে পক্ষ থকে।

কিয়ামতরে আলামত, কবররে আযাব,
মরনরে পর ইত্যাদি নাম অনকে বইপুস্তক বাজার পোওয়া যায়; কন্তু
কোনোটিই যনে কুরআন ও সহীহ
সুন্নাহর মানদণ্ড একশত ভাগ উন্নীত
বল দোবী করত পোরছ না। সখোন

যমেন আছে দূর্বল হাদীসরে ছড়াছড়ি, তমেন আছে সেনদ-সুত্রবহীন কথার ফুলঝুড় িআর সপ্নরে বর্ণনা ও অলীক কল্প-কাহনী। আহওয়ালুল কয়ািমাহ নামক আরবী বইটি বিশে অনকে আগইে হাত এসছে। পাঠ শষে নেয়িত করলাম অনুবাদ কর ফেলেব ো। চষ্টো করলাম মাত্র। আল্লাহ যদি স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় এ শ্রমটুকু কবুল করনে তাহলে তার দীন প্রচার েঅংশ নওেয়ার সওয়াব পাব∙ো। আর যারা বইটি পড়বনে ও অন্যক েউপকৃত করবনে তারা ক মাহরুম হবনে? না, কখনে। নয়। কনেনা আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যাপক।

বইটরি আল•োচ্য বষিয় সম্পর্ক কয়কেট কিথা: এক. বইট িশুরু করা হয়ছে কেয়ামত দয়ি। তাই কয়ামতরে আলামতরে ব্যায়গুলণে আলণেচনা করা হয় ন।

দুই. কণেনণে একটি বিষয়ে একাধকি আয়াত ও হাদীস থাকা সত্বওে একটি আয়াত বা একটি হাদীস উল্লখে করা হয়ছে।ে এ কারণ পোঠক যনে এ কথা বুঝনো ননে য়ে, এ ব্যষ্য় এর বাহরি কোনণ আয়াত বা হাদীস নই।

তনি. অনুবাদরে ক্ষত্রে সেকল আয়াত ও হাদীসরে আরবী টক্সেট দওেয়া হয়ছে।ে যাত সেম্মানতি, ইমাম, খতীব, ওয়ায়জীন কেরোম, দাওয়াত-কর্মী ভাইয়রো সাধারণ পাঠকরে চয়ে বেশে উপকৃত হত পোরনে। এবং এ ব্যিয় এ বইটি যনে তাদরে জন্য একটি সংগ্রহ হসিবে গেণ্য হয়।

চার. অনুবাদ করার সাথা সাথা কুরআনরে আয়াত ও হাদীসরে ব্যাখ্যা আমা নিজি সংয়েজন করছো। এটা মুল গ্রন্থাকাররে নয়। গ্রন্থকার শুধু শরিনোমরে অধীন আয়াত ও হাদীস উল্লখে করছেনে। কনেনা ব্যাখ্যা প্রদান করনে না। যহেতেু তনি বইটা আরবীভাষীদরে জন্য লখিছেনে তাই ব্যাখ্যা দওেয়া প্রয়োজন মন কেরনে না।

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান ২০ জলিহজ, ১৪৩০ হজিরী

ভূমিকা

হ আল্লাহর বান্দাগণ! কয়ািমত আসবইে। স্পষ্টভাবইে আসব।ে আসব সময় মত; কন্তু মানুষ কঞি জন্য উপদশে গ্রহণ করছ?ে নচ্ছি ক কনেননে প্রস্তুত? আচ্ছা কয়িামত না হয় আমরা দখেত পোচ্ছ িনা এখন, কন্তু প্রতদিনি আমাদরে আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী, প্রতবিশৌর মৃত্যু ত ো আমরা প্রত্যক্ষ করছ। এটাত ো অস্বীকার করত পোর িনা কংবা এত সন্দহে করত পোর িনা। তা সত্বওে এর জন্য আমরা কী প্রস্তুত নিচ্ছ? কী উপদশে ও শকিষা গ্রহণ করছ?

আসল আপনার সত্যকাির বন্ধু স,ে য আপনাক এগুল োর কথা স্মরণ করিয় দয়ে। আর আপনার সত্যকাির শত্রু স,ে য আপনাক দুনিয়ার ল োভ লালসার পথ দখােয়। আখিরাত সম্পর্ক আপনাক কের বভ্রান্ত ও সন্দহেপ্রবণ।

আমাদরে ভুল গেলে চলব নো এ পৃথবী একদনি ধ্বংস হয় যোব। আমাদরে সকলরে উপস্থতি হত হেব মেহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর কাছ। এরপর হয়ত আমরা যাব ো জান্নাত অথবা জাহান্নাম, যখোনরে বসবাস হব স্থায়ী। যখোন নেই কোনো আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّ نَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّ نَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٥ إِنَّ ٱلشَّيَطُنَ لَكُمْ عَدُوًّ أَ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ عَدُوًّ أَ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصَمَحُبِ ٱلسَّعِيرِ ٦﴾ [فاطر: ٥، ٦]

''হে মানুষ, নশ্চিয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব দুনয়াির জীবন যনে ত েমাদরেক কেছিতইে প্রতারতি না কর;ে আর বড় প্রতারক(শয়তান) যনে তণেমাদরেক েআল্লাহর ব্যাপার প্রতারণা না কর।ে নশ্চিয় শয়তান ত েমাদরে শত্রু, অতএব তাক েশত্রু হসিবে গেণ্য কর। সে তার দলক কেবেল এজন্যই ডাক েযাত েতারা জ্বলন্ত আগ্নরে অধবাসী হয়''। [স্রা আল-ফাতরি, আয়াত: ৫-৬]

আল্লাহ তা'আলা আরেণে বলনে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلْآَئِمَ إِلَى ٱلْأَرۡضِ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلۡأَخِرَةِ إِلَّا مِنَ ٱلۡاَّنِيَا فِي ٱلۡأَخِرَةِ إِلَّا عَلَىٰ ٱلۡأَخِرَةِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهُ الْأَخِرَةِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"হে সেমানদারগণ, তেনমাদরে কী হলনে, যখন তেনমাদরে বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বরে হ, তখন তনেমরা যমীনরে প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কে তিনেমরা আখরিাতরে পরবির্তি দুনিয়ার জীবনরে সন্তুষ্ট হলং? অথচ দুনিয়ার জীবনরে ভনোগ-সামগ্রী আখরিাতরে তুলনায় একবোরইে নগণ্য"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৮]

আল্লাহ তা'আলা আরণে বলনে,

﴿ وَفَرِحُواْ بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلۡأَخِرَةِ إِلَّا مَتَٰعً ٢٦ ﴾ [الرعد: ٢٦]

"আর তারা দুনিয়ার জীবন নয়িে উৎফুল্লতায় আছে, অথচ আখরািতরে তুলনায় দুনিয়ার জীবন খুবই নগণ্য"। [সূরা আর-রাদ, <mark>আয়াত:</mark> ২৬]।

আবূ হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ، وَ عَبْدُ الدِّرْ هَمِ ، وَ عَبْدُ الخَمِيصَةِ ، إِنْ أَعْطِي رَضِي ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، الْخَمِيصَةِ ، إِنْ أَعْطِي رَضِي ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، ثَعِسَ وَانْتَكَسَ ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِدٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ ، أَخِد بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ ، كَانَ فِي الحِرَاسَةِ ، كَانَ فِي الحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنِ السَّاقَةِ ، إِن السَّاقَةِ ، إِنْ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

''টাকা-পয়সার দাস ধ্বংস হ৸েক, রশেম কাপড়রে দাস ধ্বংস হোক, ধ্বংস হেনক পেশোকরে দাস। এদরে অবস্থা হল ো, তাদরেক প্রদান করা হল খুশী হয় আর না দলি েঅসন্তুষ্ট হয়। ধ্বংস হোক! অবনত হোক! (তাদরে পায়) কাঁটা বদ্ধ হলতো কউে তুল দেবিনো, তব েসৌভাগ্যবান আল্লাহর ঐ বান্দা য েআল্লাহর পথ ঘেন্টোর লাগাম ধরছে,ে মাথার চুল এল েমলে াে করছে ও পদদ্বয় ধুলায় ধুসরতি করছে। যদ তাক পোহারার দায়ত্বি দওেয়া তব েস পাহারার দায়তি্ব পালন কর।ে যদি তাকে বাহনীর পছিন দোয়তি্ব দওেয়া হয় তব তা পালন কর।ে যদি সিনেতোর সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমত িচায় তব েতাক

অনুমত দিওেয়া হয় না। যদ সি কোরণে জন্য সুপারশি কর তেব তোর সুপারশি গ্রহণ করা হয় না।"[১]

আমার কত বন্ধু-ইচ্ছ কেরল আমা তাদরে নাম বলত পোর-ি কুপ্রবৃত্ত চরতার্থ করায় লপিত রয়ছে, পাপাচাররে জলেখানায় বন্দ হিয় আছ, কন্তু তারা মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী হিসাব-নকাশ সম্পর্ক একবোর বে-খবর।

আর আল্লাহ যখন আমাক হেদায়াত দিয়িছেনে, তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক দিয়িছেনে তখন আমার কাজ হল ো তাদরে নসীহত করা এবং সত্যস্ঠিক পথ যেতে সোহায্য করা।

চন্তা কর দেখে আজ যদ আমার মৃত্যু এস যেতে তাহল আমা কিছুক্ষণ পর মাটরি নচি চেল যোবনো। আমার পাপগুলনো লখিতি থাকতনো, সগুলোই আমার সঙ্গী হতনো। এ কথা চন্তা করল নেজিরে কুপ্রবৃত্ত দিমন হয় যতে। পাপাচাররে উপকরণগুলনো আমার থকে দূর চেল যেতে।

হ আল্লাহর বান্দা! আল্লাহক ভেয় করুন। পৃথবীর এ সুখ-শান্ত চিল যোচ্ছ,ে আর আখরিাত ক্রমইে এগয়ি আসছ।ে

মৃত্যুর সময়রে কথা একটু চন্তা করুন। তখন যদি আমার পাপরে বণেঝা ভারী হয় স**ৎ**কর্মরে চয়ে েতাহল েকত বড় সর্বনাশ হয় েযাব।ে

এক কবচিমৎকার বলছেনে,

فَلَوْ أَنَّ إِذَا مِتْنَا تُرِكْنَا + لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حيٍ وَ لَكِنَّا إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا + وَنُسْأَلُ بَعْدَهُ عَنْ كُلِّ شَيءٍ

"যদ এমন হত আমরা মর যোবনো আর আমাদরে ছড়ে দেওয়া হব,ে তাহল মৃত্যু হত সকল প্রাণীর জন্য শান্তরি বার্তা। কন্তু কথা হলনো আমরা যখন মর যোবনো তখন আমাদরে হাজরি করা হব,ে আর এরপর প্রশ্ন করা হব সেকল বিষয় সম্পর্ক"।

হ েআল্লাহর বান্দা! আম িএ গ্রন্থ বেরযখরে অবস্থা, প্রাণ বরে হয় যাওয়ার পররে অবস্থা, জান্নাত ও জাহান্নামরে ইত্যাদরি বর্ণনা আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসরে ভত্তিতি দেওয়ার চষ্টা করছে। জীবনরে প্রতি দীর্ঘ লণেভ ও ভণেগ-বলাসতার আশা পরত্যাগ করুন, আর মৃত্যু পরবর্তী সময়রে জন্য প্রস্তুত নিনি।

মহান আল্লাহর কাছ প্রার্থনা, তনি যিনে এ পুস্তকটি দিয়ি পোঠকদরে, সর্বেণপরি সকলক উপকৃত হওয়ার তাওফীক দনি। জান্নাত লাভ আগ্রহীদরে জন্য এটাক সোহায্যকারী হিসাবি কেবুল করন।

আল্লাহ তা'আলার কাছইে আমার সব ব্যায় উপস্থাপতি। সব ব্যায় আমি তার উপর তাওয়াক্কুল করা। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য যথষ্ট। তনি সর্বোত্তম কর্ম-বিধায়ক। মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সামর্থ ছাড়া কউে খারাপ কাজ থকে ফেরি থোকত পোর নো। আর তার তাওফীক ব্যতীত কউে নকে আমল করত পোর নো।

আব্দুল মালকে আল কুলাইব, কুয়তে

৪ জমাদিউস সানী ১৩৯৯ হজিরী

<u>প্রথম অধ্যায়</u>

বর্যখরে শাস্ত ওি সুখ

হ আল্লাহর বান্দা! মৃত্যুর পর থকে নেয়ি কেয়ািমত পর্যন্ত সময়টাক বেলা হয় বরযখ।

আর আপন িঅবশ্যই জাননে যে, আখরিাতরে প্রথম মন্যলি হলে। কবর। মৃত্যুর পরপরই মৃত ব্যক্তরি ওপর ছে∙াট কয়িামত কায়মে হয় েযায়। মৃত ব্যক্তকি েকবরস্থ করার পর প্রত সকাল েও প্রত বিকাল েতাক তোর ঠিকানা দখোন ে। হয়। যদি স জাহান্নামী হয় তব জোহান্নাম দখোনণে হয়। যদি জান্নাতী হয়, তাহল জোন্নাত দখোনে হয়। ঈমানদাররে কবরক প্রশস্ত করে দেওেয়া হয়। উত্থান দবিস পর্যন্ত তাক েএভাব েতাক সুখ-শান্ততিরোখা হয়। আর যকোফরি তার

কবরক সেংকুচতি কর দেওয়া হয়। হাতুরী দয়ি পেটান ো হয়। কবর থকে উত্থতি না হওয়া পর্যন্ত এ সময়টা হল ো বর্যখী জীবন।

<u>মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্পর্কে</u> <u>আল·োচনা</u>

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ٩٩ لَعَلَّيْ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكَتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَ أَوْمِن وَرَآئِهِم بَرْزَحٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ هُوَ قَائِلُهَ أَوْمِن وَرَآئِهِم بَرْزَحٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ هُو ١٠٠٠ ﴾ [المؤمنون: ٩٩، ٠٠٠]

"অবশ্যে যেখন তাদরে কারণে মৃত্যু আস,ে সবেল,ে হে আমার রব, আমাক ফরেত পাঠান, যনে আমি সিৎকাজ করত পোরি যা আমি ছিড়ে দেয়িছেলাম।' কখন ে নয়, এট িএকট িবাক্য যা সেবলব। যদেনি তাদরেক পেনরুত্থতি করা হব সেদেনি পর্যন্ত তাদরে সামন থাকব বেরযখ।" [সূরা আল-মুমনূন, আয়াত: ১৯-১০০]

<u>এ আয়াত থকে আমরা যা শখিত</u> প্রেম:

- ১- যখন মৃত্যু উপস্থতি হব তেখন মানুষরে চণেখ খুল যোব।ে স তেখন ভালণে কাজ সম্পাদন করার জন্য আরণে সময় কামনা করব।ে কন্তু তাক আর সময় দওেয়া হব নো।
- ২- মৃত্যুর সময় এ ধরনরে প্রার্থনা অনর্থক। এত েকণেনণে ফল বয় েআন নো।

৩- বরযখ এর প্রমাণ পাওয়া গলে।

৪- বরযখী জীবন শুরু হয় মৃত্যু থকে আর শষে হবে পুনরুত্থান দবিস।ে

আল্লাহ তা'আলা আরেণে বলনে,

﴿فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ٥٤ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٤٦﴾ [غافر: ٥٤، ٤٦]

"অতঃপর তাদরে ষড়যন্ত্ররে অশুভ পরণাম থকে আল্লাহ তাক রেক্ষা করলনে আর ফরিআউনরে অনুসারীদরেক ঘেরি ফেলেল কঠনি আযাব। আগুন, তাদরেক সেকাল-সন্ধ্যায় তার সামন উপস্থতি করা হয়, আর যদেনি কয়ািমত সংঘটতি হব (সদেনি ঘণেষণা করা হবং), ফরিআউনরে অনুসারীদরেক কঠণেরতম আযাব প্রবশে করাও।" [সূরা আল-গাফরি, আয়াত: ৪৫-৪৬]।

<u>এ আয়াত থকে আমরা যা শখিত প্রেম:</u>

- ১- মুসা আলাইহসি সালাম ও তার অনুসারীদরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফরি'আউনরে ষড়যন্ত্র থকে রেক্ষা করছেনে।
- ২- ফরেআউনরে অনুসারীদরে পতন হল∙ো।
- ৩- প্রতদিনি সকাল সন্ধ্যায় তাদরে দোেযখ দখােনাে হয়। এ কথা দয়ি

বরযখ ও তার শাস্তরি বষিয়ট িআবারও প্রমাণতি হল**ো**।

৪- কয়িামতের পর অপরাধীদরে য শাস্ত হিব সেটো বরযখরে শাস্তরি চয়ে কঠণেরতম হব।

এ প্রসঙ্গ েহাদীস এেসছে: বারা ইবন আযবে রাদয়িাল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, তনি বিলনে,

«خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِهِ عُودُ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " اسْتَعِيذُوا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ تَلَاثًا، "، ثُمَّ قَالَ: " إِللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ تَلَاثًا، "، ثُمَّ قَالَ: " وَإِقْبَالٍ مِنَ الْأَخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةً مِنَ السَّمَاءِ وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةً مِنَ السَّمَاءِ وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةً مِنَ السَّمَاءِ

بيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنُ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطٍ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصِيرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرضْوَان ". قَالَ: " فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِّهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَن، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأُطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكِ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ " قَالَ: " فَيَصِعْدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ، يَعْنِي بِهَا، عَلَى مَلَإِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّو حُ الطَّبِّبُ؟ فَيَقُو لُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَان، بِأَحْسَن أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلْيِّينَ، وَأُعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا

أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارِزةً أُخْرَى ". قَالَ: " فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَان، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَان لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولَانَ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَ أَتُ كِتَابَ اللهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صندَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلَى الْجَنَّةِ ". قَالَ: " فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصرِهِ ". قَالَ: " وَيَأْتِيهِ رَ جُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طُيّبُ الرّيح، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنَّتَ تُو عَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِم السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، وَمَالِي ". قَالَ: " وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَ إِقْبَالِ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةُ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَعَضَبِ ". قَالَ: " فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّقُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّقُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَيَاخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ

عَيْنِ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوح، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتُنِ رِيح جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ اَلْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُو ا: مَا هَذَا الرُّو حُ الْخَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يُنْتَهِي بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَلَا يُفْتَحُ لَهُ "، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ: {لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: ٤٠] فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: " اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينِ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَي، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ". ثُمَّ قَرَأً: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ

تُهْوِي بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانِ سِجِيقٍ} [الحج: ٣١] " فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلْكَان، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُو لَانِ لَهُ: مَا دِيثُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَان لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ، فَافْرِ شُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا، وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لَّا تُقِمِ السَّاعَةَ "

"এক আনসারী ব্যক্তরি দাফন-কাফনরে জন্য আমরা একদনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামরে সাথবেরে হলাম। আমরা

কবররে কাছে পেশেছ গেলোম তখনও কবর খেশেঁড়া শষে হয় ন।ি রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম সখোন বেসলনে। আমরা তাঁর চার পাশ এমনভাব েবস গেলোম যনে আমাদরে মাথার উপর পাখি বিসছে।ে আর তাঁর হাত ছেলি চন্দন কাঠ যা দয়িতেনি মাটরি উপর মৃদু পটিাচ্ছলিনে। তনি তখন মাথা জাগালনে আর বললনে, ত েমরা কবররে শাস্ত থিকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কথাটি তিনি দু'বার কংবা তনি বার বললনে। এরপর তনি আরে। বললনে, যখন কণেনণে ঈমানদার বান্দা পৃথবী থকে বেদায় নয়ি আখরিতরে দকি েযাত্রা কর েতখন আকাশ থকে

তার কাছ েফরিশিতা আস।ে তাদরে চহোরা থাকব েসূর্যরে মত উজ্জল। তাদরে সাথ েথাকব জোন্নাতরে কাফন ও সুগন্ধ।ি তারা তার চ∙োখ বন্ধ করা পর্যন্ত তার কাছে বেস েথাকব।ে মৃত্যুর ফরিশিতা এস েতার মাথার কাছ েবসব। সবেলবং, হং সুন্দর আত্মা! তুম আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও তার সন্তুষ্টরি দকিবেরেয়ি এসে। আত্মা বরেয়ি েআসব েযমেন বড়েয়ি েআসে পান-পাত্র থকেে পানরি ফ∙োটা। সে আত্মাক েগ্রহণ কর েএক মুহুর্তরে জন্যওে ছাড়বনে। তাক সেইে জান্নাতরে কাফন পরাব েও সুগন্ধ লাগাব।ে পৃথবিতি েয মেশিক আছ সে তার চয়েবেশে সুগন্ধ ছিড়াব।ে তাক

নয়ি েতারা আসমানরে দকি েযতে থাকব।ে আর ফরিশিতাদরে প্রতটি দিল বলবে, কে এই পবত্রি আত্মা? তাদরে প্রশ্নরে উত্তর েতারা তার সুন্দর নাম নয়িবেলবযে, অমুক অমুকরে ছলে।ে এমনভািব প্রথম আসমান চেল যােব। তার জন্য প্রথম আসমানরে দরজাগুল ে। খুল দেওেয়া হব। এমন কর প্রতটি আসমান অতক্রম কর যখন সপ্তম আসমান েযাব েতখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলবনে, আমার বান্দা আমলনামাটা ইল্লয়ীন লখি দোও। আর আত্মাটা দুনয়ািত তার দহেরে কাছ পোঠয়ি দোও। এরপর কবর প্রশ্নে তৃত্ররে জন্য দুজন ফরিশিতা আসব।ে তারা প্রশ্ন করব,ে তে।মার

প্রভূ ক?ে সবেলব আমার প্রভূ আল্লাহ। তারা প্রশ্ন করবে, তে।মার দীন ক? সে উত্তর দবিরে, আমার দীন ইসলাম। তারা প্রশ্ন করব েএই ব্যক্তকি েচনে, যাক েতে নােদরে কাছ পাঠান∙ো হয়ছে?ে সে উত্তর বেলব,ে স আল্লাহর রাসূল। তারা বলব,ে তুম কীভাব জোনল?ে স েউত্তর বেলব,ে আম িআল্লাহর কতািব পাঠ করছে। তার প্রত বিশ্বাস স্থাপন করছে। তাক সত্য বল েস্বীকার করছে। তখন আসমান থকে েএকজন আহ্বানকারী বলব,ে আমার বান্দা অবশ্যই সত্য বলছে। তাক জোন্নাতরে বছিানা বছিয়ি দাও। তার কবর থকে জোন্নাতরে একট দরজা খুল দোও। জান্নাতরে সুঘ্রাণ ও

বাতাস আসত েথাকব।ে যতদূর চে।খ যায় ততদূর কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হব।ে তার কাছ েসুন্দর চহোরার সুন্দর পোশাক পরহিতি সুগন্ধ ছিড়য়ি এেক ব্যক্ত আসব।ে স েতাক বেলব,ে তুম সুসংবাদ নাও। সুখ েথাকে।ে। দুনয়ািত এ দনিরে ওয়াদা দওেয়া হচ্ছলি তে।মাক। মৃত ব্যক্ত সুসংবাদ দাতা এ ব্যক্তকি স জেজ্ঞসে করব,ে তুম কি?ে স উত্তর বেলব,ে আমি তিনেমার নকে আমল (সৎকর্ম)। তখন সবেলবরে, হ আমার রব! কয়ািমত সংঘটতি করুন! হ আমার রব! কয়িামত সংঘটতি করুন!! যনে আম িআমার সম্পদ ও পরবািররে কাছ ফেরিথেতে পোর। আর যখন কণেনণে কাফরি দুনয়াি থকে বেদায়

হয়ে আখরিাত পান েযাত্রা কর েতখন তার কাছ েকাল ো চহোরার ফরিশিতা আগমন কর।ে তার সাথে থাক েচুল দ্বারা তরৈ িকষ্ট দায়ক কাপর। তারা চে∙োখ বুজ েযাওয়া পর্যন্ত তার কাছে বসং থাক।ে এরপর আসং মৃত্যুর ফরিশিতা। তার মাথার কাছবেসবেলরে, হ েদুর্বতি্ত পাপষ্টি আত্মা বরে হয়ে আল্লাহর ক্রোধ ও গজবরে দকি চল∙ো। তখন তার দহে েপ্রচন্ড কম্পন শুরু হয়। তার আত্মা টনেবেরে করা হয়, যমেন আদ্র রশেমরে ভতির থকে লে।হার ব্রাশ বরে করা হয়। যখন আত্মা বরে করা হয় তখন এক মুহুর্তরে জন্যও ফরিশিতা তাক ছেড়ে দয়ে না। সইে কষ্টদায়ক কাপড় দয়ি

তাক পেচেয়ি ধের। তার লাশটি পৃথবীত পেড় থাক। আত্মাটি নিয়ি যেখন উপর উঠ তেখন ফরিশিতারা বলত থোক কে এই পাপষ্ট আত্মা? তাদরে উত্তর তার নাম উল্লখে কর বেলা হয় অমুক, অমুকরে ছলে। প্রথম আসমান গলে তার জন্য দরজা খোলার অনুর োধ করা হল দেরজা খোলা হয় না। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলনে:

﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُولِ السَّمَآءِ وَ لَا يَدَخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ • ٤ ﴾ [الاعراف: • ٤]

"তাদরে জন্য আসমানরে দরজাসমূহ খেণলা হবনো এবং তারা জান্নাত প্রবশে করবনো, যতক্ষণ না উট সূঁচরে ছদ্রিত েপ্রবশে কর"। [সূরা আল-আরাফ, <mark>আয়াত:</mark> ৪০]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবনে, তার আমলনামা সজ্জীন লেখি দোও যা সর্ব নম্ন স্তর। এরপর তার আত্মাক পথবীত নেক্ষপে করা হব।

এ কথা বলরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করনে:

﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ٣١ ﴾ [الحج: ٣١]

"আর যথে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সযেনে আকাশ থকে পেড়ল। অতঃপর পাখি তাক ছেণোঁ মরে নেয়ি গেলে কংিবা বাতাস তাক দূেররে কণেনণে জায়গায় নক্ষপে করল"। [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৩১]।

এরপর তার দহে েতার আত্মা চল আসব।ে দু'ফরিশিতা আসব।ে তাক বসাব। এরপর তাক জেজ্ঞসে করব, ত∙োমার প্রভূ ক?ে সবেলব,ে হায়! হায়!! আম জান িনা। তারা তাক েআবার জজ্ঞিসে করব,ে তোমার ধর্ম ক?ি স বলব,ে হায়! হায়!! আম জোন না। তারপর জজ্ঞিসে করবরে, এ ব্যক্ত কি যাক তেনেমাদরে মধ্য পোঠাননে হয়ছেলি? সে উত্তর দবিরে, হায়! হায়!! আমি জানি না। তখন আসমান থকে এক আহ্বানকারী বলবরে, সমেথ্যা বলছে। তাক জোহান্নামরে বছিানা বছিয়ি দোও।

জাহান্নামরে একটি দিরজা তার জন্য খুল দোও। জাহান্নামরে তাপ ও বিষাক্ততা তার কাছ েআসত থোকব। তার জন্য কবরক েএমন সঙ্কুচতি কর দওেয়া হব েযাত তোর হাড্ডগুলে া আলাদা হয় েযাব।ে তার কাছ েএক ব্যক্ত আসব েযার চহোর বদিঘূটে, পেশাক নকিষ্ট ও দুর্গন্ধময়। স তাক বেলব,ে যদেনিরে খারাপ পরণিত সম্পর্ক তেনেমাক বেলা হয়ছেলিনে তা আজ উপভােগ করাে। সে এই বদিঘুটা চহোরার ল েকটকি জেজ্ঞসে করব, তুম কি?ে সবেলবরে, আমতিনোমার অসৎকর্ম। এরপর সবেলবরে, হরেপ্রভূ! আপন যিনে কয়িামত সংঘটতি না করনে"।[২]

<u>এ হাদীস থকে আমরা যা জানত</u>ে পারলাম:

- ১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গী সাথদিরে নয়ি
 ে
 অন্যরে দাফন-কাফন অংশ গ্রহণ
 করতনে।
- ২- কবররে শাস্তরি বিষয়ট একট সত্য বিষয়। এট বিশ্বাস করা ঈমানরে অংশ।
- ৩- কবররে শাস্ত িথকে আল্লাহ তা'আলার কাছ আশ্রয় চাওয়া সুন্নত।
- ৪- ঈমানদার ও বঈেমানরে মৃত্যুর মধ্য পোর্থক্য।

৫- কবর যোওয়ার পর ঈমানদার তার পুরস্কার ও প্রতদান পাওয়ার জন্য কিয়ামত তাড়াতাড়ি কামনা করব।ে আর বসেমান মন কেরব কেয়ািমত কায়মে হল তোদরে জাহান্নামরে আযাব শুরু হয় যোব।ে তাই তারা কিয়ামত কামনা করব না।

৬- ওয়াজ ও নসীহতরে সময় কুরআনরে আয়াত তলিওয়াত করছেনে ও কুরআন থকে উদ্ধৃতি দিয়িছে রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৭- কবর েফরিশিতাদরে প্রশ্ন ও তার উত্তর দওেয়া একটি সত্য বষিয়। এর প্রতবিশ্বাস রাখা ঈমানরে অংশ। ৮- ইল্লয়ি্যীন ও সজ্জিনিরে পরচিয় জানা গলে। এ দুটা জান্নাত ও জাহান্নামরে অংশ বশিষে।

৯- বরযখী জীবনরে সত্যতা এ হাদীস দয়িওে প্রমাণতি হল∙ো।

১০- হে আমার রব! কয়ািমত সংঘটতি করুন!! যনে আমি আমার সম্পদ ও পরবািররে কাছ ফেরি যেতে পোর।ি এ কথা দ্বারা ঈমানদার ব্যক্ত সম্পদ বলত তোর নকে আমলরে সওয়াব ও পুরস্কার বুঝয়িছেনে। আর ঈমানদার ব্যক্ত জান্নাত তোর পরবাির পরজিনরে সাথ মেলিতি হবনে। যদি তার পরবািরবর্গ ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হয়। যমেন আল্লাহ তা আলা বলনে,

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتَهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنِ أَلْحَقَنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنِ أَلْحَقَنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتُهُمۡ وَمَاۤ أَلَتَنَهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءَ ۚ كُلُّ ٱمۡرِيۡ ِ فَرَيَّ اللَّهُ مَا كَسَبَ رَهِينٌ ٢٦﴾ [الطور: ٢٠]

"আর যারা ঈমান আন এবং তাদরে সন্তান-সন্তত ঈমানরে সাথ তোদরে অনুসরণ কর,ে আমরা তাদরে সাথ তোদরে সন্তানদরে মলিন ঘটাব এবং তাদরে কর্মরে কণোনণে অংশই কমাব না। প্রত্যকে ব্যক্ত িতার কামাইয়রে ব্যাপার দোয়ী থাকব"। [সূরা আত-তুর, আয়াত: ২১]

১১- বর্যখী জীবনরে সুখ ও তার শাস্তরি কছুি বর্ণনা এ হাদীসরে মাধ্যম জোনা গলে। ১২- হাদীসজোন কবচকারী ফরিশিতাকরে মালাকুল মউত বলা হয়ছে। এর অর্থ মৃত্যুর ফরিশিতা। তার নাম কি, তা কুরআন বো কণেনণে সহীহ হাদীসবেলা হয় নি। আমরা যথে ফরিশিতার নাম দিয়িছে আজরাঈল এটা কুরআন বা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণতি নয়। সম্ভব এটা ইয়াহূদীদরে থকে এসছে। তাই এ নামটি ব্যবহার করা উচতি নয়।

দুই. ফরিশিতার প্রশ্নপর্ব

হাদীস এেসছে: আনাস ইবন মালকে রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে, ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُو لأن: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ، فَيرَ اهُمَا جَمِيعًا - قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا: أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنسِ - قَالَ: وَأَمَّا المُنَافِقُ وَ الْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ بَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْن »

"মানুষক যেখন তার কবর রোখা হয় আর তার সাথরো চল যোয়, তখন মৃত ব্যক্ত তাদরে জুতার আওয়ায শুনত পোয়। এমন সময় দু'জন ফরিশিতা এস

তাক বেসায়। তারা তাক জেজ্ঞিসে কর, এই ব্যক্ত সিম্পর্ক তেম িকী ধারনা রাখত?ে তখন ব্যক্ত যিদ সিমানদার হয়, সে উত্তর দবি,ে আমি সাক্ষ্য দচ্ছি যি,ে তনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তাকে বেলা হব জোহান্নাম তণেমার যখোন অবস্থান ছলি সদেকি তাকাও। আল্লাহ জাহান্নামরে এ অবস্থানক তেনেমার জন্য জান্নাত দয়ি পেরবির্তন করছেনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ িহয়াসাল্লাম বলনে,ে সে উভয় অবস্থানকইে দখেব।ে আর ব্যক্ত িযদ মুনাফকে বা কাফরি হয়, যখন তাকে প্রশ্ন করা হবে, এই ব্যক্ত সিম্পর্ক েতুম িকী ধারনা রাখত?ে তখন উত্তর েস বেলব,ে আম

জানি না। মানুষ যা বলত আমি তাই বলতাম। তাক ফেরিশিতাদ্বয় বলব, তুমি জানলনো ও তাক অনুসরণ করল না। তখন তাক লে াহার হাতুরী দয়ি প্রচন্ড আঘাত করা হয়। ফল এেমন চিংকার দয়ে যা মানুষ ও জনি ব্যতীত সকল প্রাণী শুনত পোয়।" [৩]

<u>এ হাদীস থকে আমরা যা জানত ে</u> পারলাম:

১- মৃত ব্যক্তকি কেবরস্থ করার সাথ সোথ তোর আত্মাক তোর দহে ফেরিয়ি আনা হয় প্রশ্নেত্তর পর্ব সম্পন্ন করার জন্য।

২- কণেনণে কণেন হাদীস একটি প্রশ্নরে কথা উল্লখে করা হয়ছে। বর্ণনাকারী নজি বর্ণনা সংক্ষপে
করার জন্য এটা করছেনে। এটা তার
অধকাররে মধ্য গেণ্য। আসল প্রশ্ন
করা হব তেনিট বিষয় সম্পর্ক।ে একটি
বিষয় উল্লখে করার অর্থ বাকী দুটণে
বিষয় অস্বীকার করা নয়।

৩- তনিটি প্রশ্নরে মধ্য রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চনো ও তার অনুসরণ সম্পর্ক প্রশ্নটি সিবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, য ব্যক্ত রোসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ক আল্লাহর রাসূল বল স্বাক্ষ্য দয়িছে, স প্রভূ হিসাব আল্লাহ ও ধর্ম হিসাব ইসলামক স্বীকার কর নেয়িছে। তাই য এ একটি

প্রশ্নরে উত্তর দবি েএর মধ্য বোকী দুট∙োর উত্তর এমনতিইে এস যোব।ে

৪- মৃত্যুর পর ঈমানদারক জোহান্নাম দখোন∙ো হব।ে সে যে কত বড় বপিদ থকে বেচৈ গেছে এটি তাক বুঝাবার জন্য।

৫- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম-ক গেভীরভাব জোনত হেব।
কাফরি ও মুনাফকিরা রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ক
যথাযথভাব জোন না ও জানত চোয় না।

মুনকার ও নাকীর প্রসঙ্গ

হাদীস এেসছে: আবু হুরায়রা রাদয়িাল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি

বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿إِذَا قُبِرَ الْمَيِّثُ، أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ، أَتَاهُ مَلَكَان أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَلِلآخَر: النَّكِيرُ ، فَيَقُو لأَنْ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُ: مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُو لِاَنَ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، نَمْ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأَخْبِرُ هُمْ، فَيَقُولاَن: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لاَ يُوقِظُهُ إلاَّ أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثُهُ اللَّهُ مِنْ مَصْجَعِهِ ذَلْكَ، وَ إِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُو لُو نَ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لاَ أَدْرِي، فَيَقُولان: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِلأَرْضِ: التَئِمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلْفُ فِيهَا أَضْلاَعُهُ، فَلاَ يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ».

"যখন তণেমাদরে মধ্য কেনেণে মৃত ব্যক্তকি েকবর দওেয়া হয় তখন কালণে ও নীল বর্ণরে দু'জন ফরিশিতা আগমন কর।ে একজনরে নাম মুনকার অন্যজনরে নাম হল ে। নাকীর। তারা তাক জেজ্ঞসে কর,ে এই ব্যক্ত সম্পর্ক তেনেমরা কী বলত?ে স বেলব, স েআল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আম স্বাক্ষ্য দচ্ছি যি,ে আল্লাহ ব্যতীত কেনেনে ইলাহ নইে এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তখন ফরিশিতাদ্বয় বলব,ে আমরা আগইে জানতাম তুম িএ উত্তরই দবি।ে এরপর তার কবরক সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেওেয়া হয়। সখোন আল োর ব্যবস্থা করা হয়। এরপর তাকে বেলা হয়, এখন তুম নিদ্রা

যাও। সবেলবরে, আমি আমার পরবািররে কাছ ফেরি যোব ো, তাদরেক (আমার অবস্থা সম্পর্কে() এ সংবাদ দবে। তখন ফরিশিতাদ্বয় তাক বেল,ে তুমি ঘুমাও সইে নব বধুর মত যাক েতার প্রয়িজন ব্যতীত কউে জাগ্রত করনে।। এমনভাবে একদনি আল্লাহ তাকে জাগ্রত করবনে। আর যদি সি ব্যক্ত মুনাফকে হয়, সে উত্তর দবি েআম িতাঁর (রাসূলুল্লাহ) সম্পর্ক েমানুষক েযা বলত েশুনছে িতাই বলতাম। বাস্তব অবস্থা আমা জানা না। তাকে ফরেশ্তোদ্বয় বলব,ে আমরা জানতাম, তুম এই উত্তরই দবি।ে তখন মাটকি বলা হব েতার উপর চাপ সৃষ্ট িকরে।। মাট িএমন চাপ সৃষ্ট িকরব েয,ে তার

হাড্ডগুলেণে আলাদা হয়ে যাব।ে কয়িামত সংঘটনরে সময় তার উত্থান পর্যন্ত এ শাস্ত িঅব্যাহত থাকবে''।[8]

<u>হাদীসটি থকে আমরা যা শখিত</u> পারলাম:

- ১- কবর েপ্রশ্নকারী ফরিশিতাদরে নাম ও তাদরে বর্ণ আলণেচনা হলণে।
- ২- ঈমানদারদরে জন্য কবর প্রশস্ত করা হব।ে কবররে অন্ধকার দূর করত আলনের ব্যবস্থা করা হব।ে
- ৩- ঈমানদার কবররে প্রশ্নে।ত্তর পর্বরে পর পরবািররে কাছ ফেরি আসত চোব তোর নজিরে সফলতার সুসংবাদ শুনানাের জন্য ও পরবািররে

ল•োকরো যনে এ সফলতা অর্জনরে জন্য স\$কর্ম কর েসবে্যাপার উ\$সাহতি করার জন্য।

8- ঈমানদার ব্যক্ত বিরযখরে জীবন সুখ-নিদ্রায় বভিনোর থাকব।ে যখন কয়িামত সংঘটতি হবতেখন তার নিদ্রা ভঙ্গে যোব ফেল সে অনকেটা বরিক্তরি স্বর বেলব:

﴿ قَالُواْ يُولِيَلْنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرَقَدِنَا ۖ هَٰذَا مَا وَعَدَ اللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ مَا وَعَدَ اللَّهُ مَن وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ٢٥ ﴾ [بس: ٢٥]

"হায়! কে আমাদরে নিদ্রাস্থল থকে উঠালণে? (তাদরে বলা হব)ে এটা তণে তা যার ওয়াদা পরম করুণাময় করছেলিনে এবং রাসূলগণ সত্য বলছেলিনে"। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৫২] ৫- কাফরি ও মুনাফকিরা কবর েশাস্তি ভণেগ করব।ে

বরযখে শাস্তরি কছিু দৃশ্য

হাদীস এসছে: সামুরা ইবন জুনদুব রাদয়িাল্লাহু 'আনহু বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনকে সময় তোঁর সাহাবীগণক বেলতনে,

«هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا» قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: «إِنَّهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالاً لِي أَنَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالاً لِي انْطَلَقْ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ انْطَلَقْ مُعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهُوي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَتْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ يَهُوي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَتْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْحَجَرُ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مَثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى» قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا:

سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَان؟ " قَالَ: " قَالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ " قَالَ: " فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْق لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّىٰ وَجْهِهِ فَيُشَرْ شِرْ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ - " قَالَ: ﴿ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَّهِ ، الجَانِبِ الآخرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأوَّل، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولِيِي قَالَ: " قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَان؟ " قَالَ: " قَالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأْتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَ أَصْوَاتُ " قَالَ: ﴿فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْ إِي قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلاَءِ؟ " قَالَ: " قَالاً لِي: انْطَلِق انْطَلَقْ " قَالَ: ﴿فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرِ - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلُ سَابِحُ بَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَر رَجُلُ قَدْ

جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا ﴾ قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَان؟ " قَالَ: " قَالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ " قَالَ: ﴿فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءِ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ﴾ قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ " قَالَ: " قَالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلُّ طُويِلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السِّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ ولْدَان رَأَيْتُهُمْ قَطَّ " قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا مَا هَؤُلاَءِ؟ " قَالَ: " قَالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ " قَالَ: ﴿فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةِ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا ٓ أَحْسَنَ» قَالَ: " قَالاً لِي: ارْقَ فِيهَا " قَالَ: ﴿فَارْ تَقَيْنَا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا،

فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهمْ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ﴾ قَالَ: " قَالاً لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلَكَ النَّهَرِ " قَالَ: ﴿وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصِنارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ >> قَالَ: " قَالاً لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْن وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ " قَالَ: ﴿فَسَمَا بَصِرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصِرْ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضِنَاءِ » قَالَ: " قَالاً لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ " قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَّا ذَرَ انِي فَأَدْخُلَهُ، قَالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ " قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَ أَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَ أَيْتُ؟ " قَالَ: " قَالاً لِي: أَمَا إِنَّا سِنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أْتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْ آنَ فَيَرْ فُضُّهُ وَيَنَامُ عَن الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّ جُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ، يُشَرُّ شَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، فَيَكْذِبُ الكَذَّبَةَ تَبْلُغُ الأَفَاقَ، وَأَمَّا الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ،

فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرّبَا، وَأُمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطّويلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْ لُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ " قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْ لاَدُ المُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَ سُنُو لُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ: ﴿وَ أَوْ لَأَدُ المُشْركِينَ، وَأُمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحًا، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا، تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ»

"ত। সাদরে কটে কি কোন। স্বপ্ন দখেছে? তখন কটে কহে তাদরে দখো স্বপ্নরে ববিরণ দতিনে। একদনি সকাল তেনি আমাদরে বললনে, গত রাত আমার কাছ দু'জন আগন্তুক

আসলে। তারা আমাক জোগালে। আর বলল, চলনে। আমি তাদরে সাথ েচললাম। আমরা এক ব্যক্তরি কাছ েআসলাম, দখেলাম সশ্য়ে আছ েআর তার কাছ এক ব্যক্ত পাথর নয়িব দাড়য়িবে আছে। সপেথর দয়িতোর মাথায় আঘাত করছে ফলতোর মাথা চূর্ণ-বচির্ণ হয়ে যাচ্ছ।ে একটু পর তার মাথা ভাল∙ো হয়ে যাচ্ছ।ে আবার সপোথরটি নিয়িতোর মাথায় আঘাত করছ।ে তার মাথা পূর্বরে অবস্থায় ফরি েযাচ্ছ েআবার আঘাত করছ। এভাবইে চলছ। আম িতাদরে বললাম, সুবহানাল্লাহ! এ দু'ব্যক্ত ক?ে তারা আমাক বেলল, সামন চেলুন। আমরা চলত থোকলাম। অতঃপর এক ব্যক্তরি কাছ েআসলাম, দখেলাম স

চি হয় শুয় আছ। আরকে ব্যক্ত তার মাথার কাছ েকুঠার নয়ি দোড়য়ি আছ।ে তাক েউলট পালট কর েতার শরীর চরিছ।ে একবার চৎি করছে আরকেবার উপুর করছ।ে যখন পঠিরে দকিটা এ রকম করছে তেখন সামনরে দকিটা ভাল ে। হয় যোচ্ছ। আবার যখন সামনরে দকিটায় এমন করছে তেখন পঠিরে দকিটা ভাল ে। হয় যোচ্ছ। আম দখেবেললাম, সুবহানাল্লাহ! এ দু'ব্যক্ত কি?ে তারা বলল, আপন সামন চলুন। আমি তাদরে সাথ চেলত থাকলাম। এসে বেশাল চুলার মত একটি গর্তরে কাছে পেনেঁছলাম। তার মধ্য শুনলাম চৎিকার। ভতিররে দকি তাকালাম। দখেলাম তার মধ্য কেছি

উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। তাদরে নীচ থকে আগুন শেখা তাদরে উপর আছর পেড়। তারা চিৎকার দয়িটেঠ। আম জজ্ঞিসে করলাম, এরা কারা? তারা আমাক বেলল, সামন চেলুন! সামন চলুন!! আম চলত েথাকলাম। আম একট নিদীর কাছ আসলাম। নদীটরি পান রিক্তরে মত লাল। দখেলাম এক ব্যক্ত নিদীটরি মধ্য সোতার কাটছ। নদীর তীর েএক ব্যক্ত দিড়ান ে আছ। তার কাছ েঅনকেগুল ে পাথর জমান ে। যখন সে তীররে দকি আসে তেখন তার মুখ খুল েযায়। মুখ েএকট িপাথর নক্ষপে করা হয় আর সতো গলি ফলে।ে আবার সাতার কাটত েশুরু কর।ে আবার তার প্রতি পাথর নক্ষিপে করা

হয়। যখনই সে তীর ফেরি আস তেখনই তার প্রতি পাথর নক্ষিপে কর েআর স তা গলি ফেলে আবার সাতার কাটত থাক।ে আমি তাদরে প্রশ্ন করলাম, কারা এ দু'ব্যক্ত?ি তারা আমাক বেলল, সামন চেলুন। আমরা সামন চেললাম। এমন ব্যক্তরি কাছ েআসলাম যাক দখেত খুবই খারাপ। তার মত ে। খারাপ চহোরা লেকে তুম কিখনে দেখেনে। তার কাছ েআগুন আছ েআর স েতাত অনবরত ফুক দয়ি জোলয়ি রোখার চষ্টা করছ।ে আমি তাদরে জজ্ঞিসে করলাম, কে এই ব্যক্ত? তারা আমাক বলল, সামন চেলুন। আমরা সামন চললাম। এরপর আমরা একট িএকট উদ্যান আসলাম, যখোন আছবেশাল

বশাল গাছ। আর আছে প্রত্যকে প্রকাররে বসন্তকালীন ফুল। দখেলাম সইে উদ্যান একজন দীর্ঘকায় মানুষ। আমতার মত দীর্ঘ মানুষ দখেনি। তার চতুর্পাশ দেখেলাম বহু সংখ্যক শশ্-কশিরে। আমা আমার সঙ্গীদরে জজ্ঞিসে করলাম, এরা কারা? তারা আমাকবেলল, সামনচেলুন! সামন চলুন!! আমরা চলত েথাকলাম। এস পনেঁছলাম এমন একটি সুন্দর উদ্যান যার মত সুন্দর উদ্যান আম কিখনে দখেন। আমাক বেলল, উপররে দকি উঠন। আম উঠলাম। এস পেণেঁছলাম এমন একট শিহর েযার বাড়ীঘরগুল ো স্বর্ণ ও রৌেপ্যরে ইট দ্বারা নরি্মতি। আমরা শহররে গটে এস পেট্ছলাম।

দরজা খণেলার জন্য বললাম। দরজা খুল দেওেয়া হল।ে। দখেলাম সখোন কছি মানুষ আছে যাদরে শরীর অর্ধকে অংশ অত্যন্ত সুন্দর আর অর্ধকে অত কিৎসতি। আমার সঙ্গীদ্বয় তাদরে বলল, তে।মরা ঐ নদীত েযাও। নদীর পান িঅত্যন্ত স্বচ্ছ। তারা নদীত েঝাপ দয়ি ফেরি আসল। দখো গলে তাদরে পুর∙ো শরীর সুন্দর হয়ে গছে। সঙ্গীদ্বয় আমাক বেলল, এটা হল ো জান্নাত আদন। আর ঐগুল ে। হল ে। আপনার বাসস্থান। আমার দৃষ্ট িউপর উঠ েগলে। আম ি দখেলাম সাদা মঘেরে মত ো শুভ্র একটি প্রাসাদ। আমাক বলল, এটা আপনার ঘর। এরপর আম তাদরে উভয়ক বেললাম, আল্লাহ

ত োমাদরে বরকত দনি, আমাক েএকটু সুয়ে। গ দাও আম প্রবশে কর। তারা আমাক বেলল, এখন ত ো সম্ভব নয়। তব আপন তি ে সখোন প্রবশে করবনে। এরপর আমি তাদরে উভয়কে বললাম, রাত থকে েশুরু কর েআমি আশ্চর্যজনক অনকে ব্যিয় দখেলাম। যা দখেলাম তা কী? তারা বলল, আমরা আপনাক এখনই বলছ। তা হল।ে: যার মাথায় আপন পাথর দয়ি মোথায় আঘাত করত দেখেছেনে সহেলে ো এমন ব্যক্তি য েআল কুরআন গ্রহণ করছেলিো কন্তু পরতো ছড়ে দেয়িছে ও ফর্য সালাত রখে ঘুময়ি থেকেছে। আর যার মাথায় কুঠার দয়িে আঘাত করত দখেছেনে, সহেল ো এমন ব্যক্ত যি

সকাল বলো ঘর থকেে বরে হত আর মথ্যা ছড়য়ি েবড়োত েব পৃথবীর বভিন্ন স্থান।ে আর যচেুল∙োর মধ্যটেলঙ্গ নারী ও পুরুষ দখেছেনে তারা হল ে ব্যভচারী নর নারী। আর যাকে দখেছেনে রক্ত নদীত সোতার কাটছ সে হল ে সুদখ ের। আর যাক েআগুন ফুকত দেখেছেনে সহেলণে জাহান্নামরে রক্ষী। আর উদ্যান েয েদীর্ঘকায় মানুষটকি দেখেছেনে, তনি হলনে, ইবরাহীম আলাইহসি সালাম, আর তার চারদিকিরে শশু-কশিণেররা হলণে, যারা স্বভাব ধর্মরে ওপর শশু অবস্থায় মারা গছে।ে এ কথা বলার সময় অনকে প্রশ্ন করল, ইয়া রাস্লাল্লাহ! মুশরকিদরে শশি সন্তাদরেও কিএ

অবস্থা হবং? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললনে, মুশরকিদরে শশু সন্তানদরেও এ অবস্থা হব। আর যা সকল মানুষকা দখেছেনে যা, তাদরে কছু অংশ কুৎসতি আর কছু অংশ সুন্দর, তারা হলণো এমন মানুষ যারা সৎকর্ম করছে আবার পাপাচারওে লপ্ত হয়ছে। আল্লাহ তাদরে ক্ষমা করা দলিনে"। [৫]

বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় এসছে,

﴿أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ القُرْآنَ، فَيَرْفِضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ»

"যাক েকুঠার দয়ি মোথায় আঘাত করা হচ্ছ সে হেল ো এমন ব্যক্ত যি মেথ্যা রচনা করত আর তা বভিন্নি প্রান্ত ছড়িয়ি দেতি। কয়িামত পর্যন্ত তাক এভাবে শাস্ত দিওয়া হব।ে আর যার মাথায় কুঠার দিয়ি আঘাত করা হচ্ছ সে হলণে এমন ব্যক্ত যি আল কুরআন শখিছে আর রাত নিদ্রায় কাটিয়িছে এবং দনি কুরআন অনুযায়ী আমল কর নি"।[৬]

কয়িামত পর্যন্ত তাকে এভাব েশাস্তি দওেয়া হব।ে

<u>হাদীসটি থকে আমরা যা শখিত পারলাম:</u>

১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামরে একটি স্বপ্নরে ববিরণ
হলণে এ হাদীস। আমরা জান নিবী ও
রাসূলদরে স্বপ্ন আমাদরে স্বপ্নরে

মত নয়। তাদরে স্বপ্ন এক ধরনরে অহী বা আল্লাহর পক্ষ থকেনেরি্দশে।

২- কিয়ামত পর্যন্ত তাক েএভাব শাস্ত দিওয়া হব,ে হাদীসরে এ বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হল ে। য,ে এ শাস্তটি বর্যথ জীবনরে শাস্ত। কিয়ামতরে পর হিসাব নকাশ ও বিচাররে পর তার চুরান্ত গন্তব্য স্থরি করা হব।

৩- আল কুরআন ধারন কর আবার তা ত্যাগ করার শাস্ত জানা গলে। আল কুরআন অধ্যায়ন কর সেমেণিতাবকে জীবন পরিচালনা না করার পরিণাম জানত পোরলাম।

৪- যবে্যক্ত মিথি্যা খবর প্রচার করে তার শাস্তরি কথা জানত পোরলাম। ৫- ব্যাভচারী নারী ও পুরুষরে শাস্তরি চত্রি আমরা অনুভব করলাম।

৬- সুদ খাওয়া ও সুদী লনেদনে করার শাস্তরি একটি চিত্র আমরা অবগত হলাম।

৬- যে সকল শশু -কশিনের বয়:প্রাপ্ত হওয়ার আগইে মুত্যুবরণ কর তোরা জান্নাত থোকব। তারা কাফরি পতিা-মাতা সন্তান হলওে। কারণ প্রতটি শিশু স্বভাবধর্ম ইসলাম নয়ি জেন্ম গ্রহণ কর। পতিা-মাতা তাক ইয়াহূদী বানায়। খৃষ্টান বানায় বা পনৌত্তলকি হত পথ দখোয়।

৭- যে সকল মুসলমি পাপাচার করে ও সৎকরম করে তারা একদনি না একদনি অবশ্যই জাহান্নাম থকে েমুক্ত লাভ কর জোন্নাত েপ্রবশে করব।ে কউ আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভ কর শোস্ত ভিণেগ ব্যতীত মুক্ত িপাব।ে কউ শাস্ত ভিণেগ কর মুক্ত িপাব।

হাদীস এেসছে: আনাস ইবন মালকে রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿لَمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصندُورَهُمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ »

''যখন আমার রব আমাক েউর্ধ্ব আর∙োহণ (মি'রাজ গেমন) করালনে তখন আম এমন একদল মানুষ দখেলাম যাদরে হাত তোমার বড় বড় নখ। এ নখ দিয়ি তোরা তাদরে মুখমণ্ডল ও বক্ষ খামচাচ্ছ।ে আম জিজ্ঞসে করলাম, হ জেবিরীল! এরা কারা? সবেলল, এরা হল ে ঐ সকল মানুষ যারা মানুষরে গণেশত খতে, তাদরে সম্মানহানী ঘটাত ে।"।[9]

<u>হাদীসটি থকে আমরা যা শখিত পারলাম:</u>

১- মি'রাজরে সময়ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ক বরযখ, জাহান্নামরে শাস্তি ও জান্নাতরে কছিু চত্রি দখোনণে হয়ছে। ২- মানুষরে গণেশত খাওয়ার অর্থ হলণে তাদরে দণেষ চর্চা করা, গীবত করা, তাদরে দণেষ প্রচার করে সমাজ তোদরে কহেয়ে প্রতপিন্ন বা মানহানী করা। যমেন আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيۡتًا فَكَرِ هَتُمُوهُ ٢١﴾ [الحجرات: ٢٢]

"তেনেমরা এক অেপররে গীবত করনো না। তেনাদেরে মধ্য কউে কি নিজি মৃত ভাইয়রে গনোশত খতে পেছন্দ করবং? তেনেমরাতনো তা অপছন্দই কর থাকনো"। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২]

এ আয়াত অপররে দে ােষ চর্চাক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নজি মৃত

ভাইয়রে গণেশত খাওয়ার সাথ তুলনা করছেনে। যারা এটা কর েতারা মূলতঃ নজি মৃত ভাইয়রে গণেশত খাওয়ার মত নকিষ্ট কাজ কর।ে এটা এমন একট অপরাধ যা আল্লাহ নজি েক্ষমা করবনে না। যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়ছে সে তোক ক্ষমা না কর।ে এটা ইসলামী বধািন একটি মানবাধিকার। যারা গীবত করে, অপররে দে•াষ চর্চা কর সেমাজ তোক অপমান কর তেতারা এ মানবাধকাির লঙ্ঘনরে অপরাধ অপরাধী। আল্লাহ তাদরে ক্ষমা করবনে না। যার গীবত করা হয়ছে, যাক অপমান করা হয়ছে তোর কাছ থকে কেষমা চয়ে নেতি হেব অথবা

তাক যেথাযথ ক্ষতপুরণ দয়ি দোয়মুক্ত হত হেব।ে

৩- অপর মানুষরে মান সম্মান রক্ষা করা মুমনিদরে দায়তিব। অন্যরে মান সম্মান আঘাত করা ইসলাম হোরাম করা হয়ছে। অপররে গণেপন দণেষ প্রচার করা, মথি্যা অপবাদ দওেয়া ইত্যাদি হারাম। তব যেথাযথ কর্তৃপক্ষ বা আদালতরে কাছ সংশণেধনরে উদ্দশ্যে অপরাধীর বরিদ্ধ অভযিণোগ বা সত্য স্বাক্ষ্য প্রদান করা নিষধে নয়।

<u>কবররে আযাব সম্পর্ক েইমামদরে</u> <u>বক্তব্য</u> শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইময়াি রহ. বলনে, সালাফ েসালহীন ইমামদরে মতামত হলনে, যখন কনেননে ব্যক্ত মারা যায় তখন সে সুখ েথাক েঅথবা শাস্ত ভি∙োগ করত েথাক।ে আর এ সুখ বা শাস্ত িতার আত্মা ও দহে উভয়ে ভেণেগ কর েথাক।ে কখনণে আত্মা দহে আস।ে তখন দহে ও আত্মা উভয়ে একসাথে সুখ বা শাস্ত ভি∙োগ কর।ে অতঃপর কয়িামতরে দনি আত্মা শরীররে সাথে একত্র হয়ে কেবর থকে উত্থতি হব।ে (মজমু আল ফাতাওয়া)

ইমাম নাওয়াবী রহ. বলনে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতরে অনুসারীরা বশ্বাস করনে যে কেবররে শাস্ত একটি সত্য বষিয়। আর এ বষিয়ে কুরআন ও হাদীসরে বহু সংখ্যক প্রমাণ রয়ছে। যমেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলনে, ﴿النَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴿٤٦ } [غافر: [٤٦]

"আগুন, তাদরেক সেকাল-সন্ধ্যায় তার সামন উপস্থতি করা হয়"। [সূরা গাফরি, <mark>আয়াত:</mark> ৪৬]

এ বিষয় যেথষ্ঠ পরিমাণ হোদীস বর্ণতি হয়ছে। আর আকল-বুদ্ধ এটাক অসম্ভব মন কের নো। যদ কারণে আকল বা জ্ঞান এটাক অসম্ভব মন কের তেব তোক বুঝত হব,ে এ বিষয় যেখন কুরআন ও হাদীসরে সদ্ধান্ত এস গছে তেখন এটা মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। এটা আমাদরে জ্ঞানরে পরধিরি ভতির হেনেক বা বাহরি, তাত কেছি আস যোয় না।

আসল কথা হলে।, কবররে শাস্তরি বশ্বাসট আহল সুন্নাতরে আকীদা-বশ্বাসরে অন্তর্গত।

খারজৌ, অধকািংশ মুতাযালা ও মুরজয়িাদরে একটা দল কবররে শাস্তরি ব্যায়টা অস্বীকার কর।

তনি ি আরণে বলনে, যদি মৃত ব্যক্তরি শরীর ছন্ন-বচ্ছিন্ন হয় যোয় বা পুড় ছোই হয় যোয় কংবা কণেনণে জীব-জন্তুর পটে চেল যোয় তাহলওে কবররে শাস্ত ভিণেগ করা সম্ভব। যদি বিলা হয়, আমরা দখে িমৃত ব্যক্তকি কেবর যেভোব রোখা হয়ছে সভোবইে আছ।ে কখন তাক বেসানণে হলণে আর কীভাব তোক শোস্ত দিওয়া হলণে?

এর উত্তর বেলা যায়, আমরা অনুভব না করলওে এটা ঘটা সম্ভব। যমেন আমাদরে পাশ কেনেনে ব্যক্ত নিদ্রায় থাক আর স স্বপ্ন কেত খারাপ অবস্থা ভনেগ করত থোক বো কত সুখ ভনেগ করত থোক। অথচ আমরা তার পাশ থেকেওে তার কনেনে না। এমনভিবি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছ জেবিরীল অহী নয়ি আসত ো। আর রাসূল কষ্ট কর সে অহী ধারন করতনে কন্তু পাশ উপস্থতি সাহাবীগণ তা টরে পতেনে না। (শরহু মুসলমি)

দ্বতীয় অধ্যায়

ক্য়ামত সংঘটন

যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনরে
নরিধারতি সময় চল আসব তেখন
কয়ািমত সংঘটতি হব। তনি কিয়ািমত
সংঘটনরে দায়তিবশীল ফরিশিতাক
শংগায় ফুৎকার দতি নেরি্দশে দবিনে।
স একট ফুৎকার দবি। ফল যেমীন ও
পর্বতমালা সরিয়ি নেওেয়া হব। এক

আঘাত সেব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যোব। আর আকাশ বিদীর্ণ হয় যোব। গ্রহনক্ষত্র খস পেড়ব। আল ো চল যোব।
সমুদ্রগুল ো অগ্নিউত্তাল হয় যোব।
দুষ্ট মানুষগুল ো তখন মর যোব।
কিয়ামত যখন কায়মে হব তখন
পৃথবীত শুধু খারাপ মানুষরে বসবাস
থাকব।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলনে,

"হে মানুষ, তেনেমরা তেনেমাদরে রবকে ভয় কর। নশ্চিয় কয়িামতরে প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যদেনি তনেমরা তা দখেব সেদেনি প্রত্যকে স্তন্য দানকারনী আপন দুগ্ধপণেষ্য শশুক ভুল যোব এবং প্রত্যকে গর্ভধারণী তার গর্ভপাত কর ফলেব, তুম দিখেব মানুষক মোতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়। তব আল্লাহর আযাবই কঠনি"। [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ১-২]

(فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفَحَةً وَحِدَةً ١٣ وَحُمِلَتِ
ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَحِدَةً ١٤ فَيَوْمَئِذٖ
وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٥ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٖ
وَاهِيَةً ١٦ وَٱلْمَلَكُ عَلَى ٓ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرِّشَ
رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ ثَمَٰنِيَةً ١٧ يَوْمَئِذ تُعْرَضُونَ لَا
تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةً ١٨ ﴾ [الحاقة: ١٢ ، ١٨]

"অতঃপর যখন শংিগায় ফুঁক দওেয়া হব-ে একটি মাত্র ফুঁক। আর যমীন ও পর্বতমালাক েসর্য়ি নেওেয়া হব েএবং মাত্র একট িআঘাত এগুল ে চূর্ণ-বচির্ণ হয়ে যোবাে ফলা সে দেনি মহাঘটনা সংঘটতি হব।ে আর আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাব।ে ফল সেদেনি তা হয় যাব দুর্বল বক্ষিপ্ত। ফরিশিতাগণ আসমানরে বভিন্নি প্রান্ত েথাকব। সদেনি তণেমার রবরে আরশক েআটজন ফরিশিতা তাদরে উর্ধ্ব েবহন করব। সদেনি ত•োমাদরেক েউপস্থতি করা হব। তেনমাদরে কনেননে গনেপনীয়তাই গেপেন থাকবেনো"। [সূরা আল-হাককাহ, আয়াত: ১৩-১৮]

﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ١ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتُ ٢ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنتَثَرَتُ ٢ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَثِرَتُ ٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَّرَتُ ٥﴾ [الانفطار: ١، ٥]

"যখন আসমান বিদীর্ণ হব।ে আর যখন নক্ষত্রগুলণে ঝর পেড়ব।ে আর যখন সমুদ্রগুলণেক একাকার করা হব।ে আর যখন কবরগুলণে উন্মণেচতি হব।ে তখন প্রত্যকে জোনত পোরব,ে স যো আগ পোঠয়িছে এবং যা পছিন রেখে গছে"। [সূরা ইনফতার, আয়াত: ১-৫]

﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ٧ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتَ ٨ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتَ ٨ وَإِذَا ٱلْجَبَالُ نُسِفَتَ ١٠ وَإِذَا ٱلْجَبَالُ نُسِفَتَ ١٠ وَإِذَا ٱلْجَبَالُ نُسِفَتَ ١٠ وَإِذَا ٱلْجَلَتُ ٢١ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ٱلرُّسُلُ أُقِيَّتَ ١١ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتُ ٢١ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٥ وَيَلٌ يَوْمَئِذِ ٢٣ وَمَلَ يَوْمَ أَلْفَصْلُ ٤١ وَيَلٌ يَوْمَئِذِ لَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِلْ ٤١ وَيَلٌ يَوْمَئِذِ لِللَّهُ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِلْ ٤١ وَيَلٌ يَوْمَئِذِ لَا اللَّهُ لَكُذِبِينَ ١٥ ﴾ [المرسلات: ٧، ١٥]

"ত∙োমাদরেক েযা কছির ওয়াদা দওেয়া হয়ছে তো অবশ্যই ঘটব।ে যখন তারকারাজি আলে।েহীন হব,ে আর আকাশ বদীর্ণ হবরে, আর যখন পাহাড়গুল চূর্ণবচির্ণ হবে, আর যখন রাসূলদরেক েনরিধারতি সময় উপস্থতি করা হবং; কান দনিরে জন্য এসব স্থগতি করা হয়ছেলি? বচাির দনিরে জন্য। আর কসি েতে∙োমাক জোনাব বচার দবিস ক?ি মথ্যারেণপকারীদরে জন্য সদেনিরে দুর্ভণেগ!" [সূরা আল-মুরসালাত: ৭-১৫]

﴿ وَيَسَّلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا ٥٠٠ فَيَذَرُ هَا قَاعًا صَنَفًا ٢٠٠ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ٢٠٠ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ أَ

وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْنُواتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسُا الْحَارِينَ الْعَالِمُ الْعَلَى الْ

"আর তারা ত∙োমাক েপাহাড় সম্পর্ক জজিঞাসা কর।ে বল, আমার রব এগুল েকে সমূল উৎপাটন কর বক্ষপ্ত কর েদবিনে, তারপর তনি তাক মেসুণ সমতলভূম কির দেবিনে তাত েতুম কিনেনে বক্রতা ও উচ্চতা দখেবনো। সদনি তারা আহ্বানকারীর (ফরেশেতার) অনুসরণ করব।ে এর কণেনণে এদকি সদেকি হবনো এবং পরম কর্ণাময়রে সামন সেকল আওয়াজ নচি হয় যোব।ে তাই মৃদু আওয়াজ ছাড়া তুম কিছুই শুনত েপাব নো"। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১০৫-১০৮]

﴿ يَوْمَ تَرَجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا ﴾ [المزمل: ١٤] ﴿ المزمل: ١٤] والمزمل: ١٤] ﴿ المزمل: ١٤ ﴾ والمزمل: ١٤] পর্বতমালা প্রকম্পতি হবে এবং পাহাড়গুলণো চলমান বালুকারাশতি পরণিত হবে"। [সূরা আল-মুয্যাম্মমলি, আয়াত: ১৪]

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَعُرِضُواْ عَلَىٰ وَحَشَرَنَهُمْ فَلَمْ فَكَمْ أَحَدًا ٤٧ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةُ إِلَىٰ مَرَّةُ بَلَ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةُ إِلَّا مَرَّةُ أَلَّا لَكُم مَّوْعِدًا ٤٨ وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُويَلَتَنَا فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُويَلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَنغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا أَولَا كَبِيرَةً إِلَّا مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا أَولَا يَظَلِمُ رَبُكَ أَحَدًا ٤٤ ﴾ [الكهف: ٤٧، ٤٤]

"আর যদেনি আমি পাহাড়ক চেলমান করব এবং তুমি যমীনক দেখেত পোব

দৃশ্যমান, আর আমি তাদরেক েএকত্র করব। অতঃপর তাদরে কাউকইে ছাড়ব না। আর তাদরেক তেনেমার রবরে সামন উপস্থতি করা হব েকাতারবদ্ধ কর। (আল্লাহ তা'আলা বলবনে) ত েমরা আমার কাছ েএসছে তমেনভাব,ে যমেন আম তিনেমাদরেক প্রথমবার সৃষ্ট িকরছেলাম; বরং তণেমরা তণে ভবেছেলি আমা তিনেমাদরে জন্য কোনা প্রতশ্রুত মুহূর্ত রাখানি। আর আমলনামা রাখা হব।ে তখন তুম অপরাধীদরেক দেখেত পোব ভৌত, তাত যা রয়ছে তোর কারণ।ে আর তারা বলব,ে হায় ধ্বংস আমাদরে! কী হলণে এ কতািবরে! তা ছে∙াট-বড় কছিুই ছাড় েনা, শুধু সংরক্ষণ কর েএবং তারা যা

করছে, তা হাজরি পাব।ে আর তণেমার রব কারণে প্রতি যুলম করনে না। [সূরা আল-কাহাফ, <mark>আয়াত:</mark> ৪৭-৪৯]

হাদীস এেসছে, আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, তনি বিলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ - لَا أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اتْنَيْنِ عَدَاوَةُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اتْنَيْنِ عَدَاوَةُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قَبَلِ الشَّأْمِ، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَارِدَةً مِنْ قَبِلِ الشَّأْمِ، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَكَدُ فِي قَلْبِهِ مِتْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا فَبَصَى ثَهُ، حَتَى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ فَبَعِ مَنْ فَيْ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ فَبَعَنَ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ فَبَكِ مَنْ فَيْ كَبِدِ جَبَلٍ فَيَعَنْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ فَبَعَلَا مَنَ فَيْ كَبِدِ جَبَلٍ فَيَكُونَ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ فَي كَبِدِ جَبَلٍ فَي كَبِدِ جَبَلٍ فَي كَبِدِ جَبَلٍ فَي كَبِدِ جَبَلٍ

لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّى تَقْبِضِنَهُ " قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطِّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرِ فُونَ مَعْرُ وِفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُ نَا؟ فَيَأْمُرُ هُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِ زِ قُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إبلِهِ، قَالَ: فَيَصنْعَقُ، وَ يَصِعْقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ - أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللهُ -مَطَرًا كَأَنَّهُ الطِّلُّ أَوِ الظِّلُّ - نُعْمَانُ الشَّاكُّ - فَتَنْبُثُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، نَثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُ وِنَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُو هُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَنْفِ تِسْعَمِائَةِ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، قَالَ فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ»

"আমার উম্মতরে মধ্য দোজ্জালরে আবরিভাব হব।ে সে চেল্লশি-আম জান না চল্লশি দবিস, না মাস, না বছর-অবস্থান করব।ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈসা ইবন মারইয়াম আলাইহসি সালামক পোঠাবনে। তাক দখেত েউরওয়া ইবন মাসউদরে মত মন হব। তনি দাজ্জাল-কথে । জ করবনে ও হত্যা করবনে। এরপর মানুষ সাত বছর এমনভাব েকাটাব েয েদুজন মানুষরে মধ্য েকনেন ে শত্রুতা থাকব না। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উত্তর দকি থকে হেমিলে বায়ু প্ররেণ করবনে। যাদরে অন্তর েঅনু পরমািণ ঈমান রয়ছে েতারা সকল এত মৃত্যু বরণ করব।ে ঈমানদার ও ভাল।ে

মানুষরে কউে বঁচে থাকব নো। যদ ত েমাদরে কউে পাহাড়রে সুরক্ষতি গুহায় প্রবশে কর েতাকওে এ বাতাস পয়েবেসব।ে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওিয়াসাল্লাম থকে আরেণে শুনছে যি,ে দুরাচারী মানুষগুল ো অবশষ্ট থাকব পোখরি মত দ্রুত আর বাঘরে মত হংিস্র। তারা ভাল∙োক ভাল ে হিসাব জোনব েনা আর মন্দক মন্দ মন েকরব েনা। শয়তান মানুষরে আকৃততি েতাদরে কাছ এেস বেলব তণেমরা ভালণে কাজ সোড়া কনে দাও না? তারা বলব েতুমি আমাদরে কী করত বল•ো? সতোদরে মুর্তরি উপাসনা করত আদশে করব। তারা সুন্দর জীবনেপকরণ নয়ি জীবন যাপন

করব।ে অতঃপর একদনি শংগায় ফুঁক দওেয়া হব।ে (তখন সব কছি ধ্বংস হয়ে যাবে) এরপর একদনি প্রচন্ড বৃষ্টি বর্ষতি হব।ে এ বৃষ্টরি কারণে মানুষরে দহেগুল ে। উদ্ভদিরে মত উত্থতি হব। এরপর আবার শংিগায় ফুঁক দওেয়া হব তখন মানুষরো দাড়য়ি েযাব ওে এদকি সদেকি তাকাত েথাকব।ে তারপর বলা হব হেমোনব সকল! তােমাদরে রবরে দকি আসে। তামরা দাড়িয় যোও, ত।েমাদরে জজ্ঞাসাবাদ করা হব। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবনে, জাহান্নামীদরে বরে কর আনে।। জজ্ঞাসা করা হব েকত জন থকে েকত জন বরে কর েআনবণে? উত্তর দওেয়া হব,ে প্রত্যকে হাজার থকেনেয় শত

নরানব্বই জনক বেরে কর নোও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে, সটেই এমন দনি যা শশুদেরে বৃদ্ধ কর দেবি।ে আর এ দনিটতি আল্লাহ তা'আলা নজি পায়রে গোছা উম্মুক্ত করবনে"।[৮]

<u>হাদীসটি থিকে আমরা যা শখিত</u> পারলাম:

- ১- কয়িামতরে বড় আলামতরে একটি হল∙ো দাজ্জালরে আবরি্ভাব।
- ২- কয়ািমতরে বড় আলামতরে একটি হলণে ঈসা আলাইহসি সালামরে আগমন।
- ৩- ঈসা আলাইহসি সালাম দাজ্জালকে শেষে কর দেবিনে। এরপর সুখ শান্তরি

রাজত্ব কায়মে হব েযা সাত বছর স্থায়ী হব।ে

৪-রহমতরে বায়ু প্ররেণ করে কয়িামতরে পূর্ব আল্লাহ ঈমানদারদরে মৃত্যু ঘটাবনে। এটওি কয়িামতরে একটি বড় আলামত।

৫- কয়ািমতরে পূর্বক্ষণ পৃথবীিত কোনাে ভালাে মানুষ থাকবাে না। হাংস্র, দুর্বতি্ত, দূরাচার ব্যক্তদিরে উপর কয়ািমত সংঘটতি হব।

৬- কয়িামতরে পূর্ব সের্বত্র শয়তানরে তৎপরতায় পৌত্তলকিতা বা মুর্তি পুজার ব্যাপক প্রচলন ঘটব।ে তখন মানুষ সচ্ছলতার সাথে সুন্দর জীবনণেপকরণসহ জীবন যাপন করব।

৭- মানুষরে উন্নত জীবন-যাপন দখে
 বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ নইে। এটা
 তাদরে সত্যতা, সত্যবাদতাি বা
 গ্রহণযোগ্যতার আলামত নয়।

৮- প্রথম শংগায় ফুঁৎকার পৃথবীর সবকছু ধ্বংস হয় যোব।ে আর দ্বতীয় ফুঁৎকার মানুষ জীবন ফরি পোব।ে

৯- মুষলধারে বৃষ্টরি মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষক পূেনর্জীবতি করবনে।

১০- জাহান্নামীদরে সংখ্যা অনকে বশে হব।ে প্রত হাজার মানুষ একজন বাদ সকল জোহান্নাম যোব।ে ১১- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কয়ামতরে পর নজিরে পায়রে গণছা উম্মুক্ত করবনে। যমেন তনি বিলনে, كَنْ مَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْ عَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتُطِيعُونَ ٢٤٦﴾ [القلم: ٢٤٦]

"সদেনি পায়রে গণেছা উম্মুক্ত করা হব।ে আর তাদকে সেজিদা করার জন্য আহবান জানানণে হব,ে কন্তু তারা সক্ষম হবনো"। [সূরা আল-কলম: ৪২]

১২- আল্লাহ রাব্বুল আলামীনরে পা রয়ছে,ে তব তো তাঁর মহান সত্ত্বার জন্য যমেন উপয়োগী তমেনই।

শঙ্গায় ফুঁ পকার প্রসঙ্গ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গ বলনে,

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيامٌ يَنظُرُونَ ١٨ وَأَشۡرَقَتِ ٱلْأَرۡضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِثَٰبُ وَجَايَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ وَوُضِعَ ٱلْكِثَٰبُ وَجَايَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ وَوُضِعَ الْكِثَٰبُ وَجَائِيَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٩ ﴾ [الزمر: ١٧، مَنْهُم بِٱلْحَقِ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٩ ﴾ [الزمر: ١٧،

"আর শঙ্গায় ফুঁক দওেয়া হব। ফলে আল্লাহ যাদরেক ইচ্ছা করনে তারা ছাড়া আসমানসমূহ যোরা আছ এবং পৃথবীত যোরা আছ সকলইে বহুঁশ হয় পড়ব। তারপর আবার শঙ্গায় ফুঁক দওেয়া হব, তখন তারা দাঁড়য়ি তোকাত থোকব। আর যমীন তার রবরে নূর আল োকতি হব, আমলনামা উপস্থতি করা হবে এবং নবী ও সাক্ষীগণক আনা হবে, তাদরে মধ্য েন্যায়বিচার করা হব। এমতাবস্থায় য,ে তাদরে প্রতি যুলম করা হবে না"। [সূরা আয-যুমার. আয়াত: ৬৮-৬৯]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গ আরণে বলনে,

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمَ يَنسِلُونَ ٥٩ ﴾ [يس: ٥١]

"আর শঙ্গায় ফুঁক দওেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা কবর থকে েতাদরে রবরে দকি ছেট েআসব"। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৫১] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গ আরণে বলনে,

﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ دَاخِرِينَ ﴾

"আর যদেনি শঙ্গায় ফুঁক দওেয়া হবং, সদেনি আসমানসমূহ ও যমীন যোরা আছ সেবাই ভীত হবং; তব আেল্লাহ যাদরেক চোইবনে তারা ছাড়া। আর সবাই তাঁর কাছ হীন অবস্থায় উপস্থতি হব"। [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৮৭]

<u>এ আয়াতসমূহ থকে আমরা যা শখিত</u> পারলাম: ১- প্রথম শঙ্গা ফুৎকারে

আকাশমণ্ডলী ও পৃথবীত যোরা থাকব সকলইে বহেশ হয় যোব। তব আল্লাহ যাদরে রক্ষা করবনে তারা বহেশ হব না।

২- দ্বতীয় বার শঙ্গা ফুঁক দলি সকলইে জীবতি হয় উঠব।ে

৩- দুই বার শঙ্গা ফুকরে বষিয়টি প্রমাণতি হল**ো**।

৪- দ্বতীয় বার শঙ্গায় ফু**ৎ**কাররে পর পৃথবী আল∙োকতি হব।ে

হসাব-নকাশ শুরু হব।

৫- দ্বতীয় আয়াত েয শঙ্গা ফুৎকাররে কথা এসছে সেটো দ্বতীয় ও শষে ফুঁৎকার।

৬- তৃতীয় আয়াত েয ফুৎকাররে কথা আলনোচতি হয়ছে েসটো হলনে প্রথম ফুৎকার।

৭- শুধু পৃথবীর অধবাসীরা নয়। আকাশরে অধবাসীরাও কয়ািমতরে ভয়াবহতায় কম্পতি হব।ে

হাদীস এেসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে, «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: ﴿ وَثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنب، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ» عَجْبُ الذَّنب، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ»

"দুই শঙ্গায় ফুৎকাররে মধ্য সেময় হল ো চল্লশি। ল োকরো প্রশ্ন করল, হে আবু হুরায়রা উহা কি চল্লশি দিনি? আমি (আবু হুরায়রা) না বললাম। তারা জজ্ঞিসে করল, তাহল কে চল্লশি মাস? আমি বললাম, না। তারা জজ্ঞিসে করল তাহল কে চল্লশি বছর? আমি বললাম, না। রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে, এরপর আল্লাহ তা'আলা আকাশ থকে পোন বর্ষণ করবনে। তখন মানুষরো জগে উঠব েযমেন উদ্ভদি উদগত হয়। মানুষরে দহেরে কছুই অবশিষ্ট থাকব না। থাকব শুধু মরেুদন্ডরে একটি হাড্ডাি আর এটি দিয়িইে কয়িামতরে দনি সৃষ্টজীবক আবার তরৈ কিরা হব"।

<u>হাদীসটথিকে আমরা যা শখিত</u> পারলাম:

১- কিয়ামত সংঘটন দুে বার শঙ্গায়
ফুঁক দওেয়া হব। সহীহ বুখারী ও
মুসলমি বর্ণতি এ হাদীসটি থিকে আমরা
তা জানত পোরলাম। অবশ্য বশে কছু
আলমি তনি বার বা চার বার শঙ্গা
ফুকরে কথা বলছেনে। কন্তু আল
কুরআনরে আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা

প্রমাণতি দু বার শঙ্গা ফুকরে বষিয়টি অধকিতম বশিদ্ধ।

২- দু ফুৎকাররে মাঝা সময় চল্লশি দনি
না মাস না বছর? কানেটি আসলা
উদ্দশ্যে? বভিন্নি হাদীসা চল্লশি
বছররে কথা বলা হয়ছে।ে কন্তু সা
হাদীসগুলা দুর্বল সুত্ররে। আসল কথা
হলা বিষয়টি অস্পষ্ট রাখা হয়ছে।

৩- কয়িামতরে সময় কবর মানুষরে দহেরে কণেনণে কছু অবশষ্ট থাকব না। শুধু একট মিরুেদন্ডরে হাড় আল্লাহ তা'আলা অক্ষত রাখবনে। সটে দিয়ি মানুষক আবার সৃষ্ট কিরবনে।

তৃতীয় অধ্যায়

কয়ািমতরে ভয়াবহতা

যখন মানুষ কবর থকে উঠে দোড়াব তাদরে বলা হব,ে তামেরা আসণে তথামাদরে প্রতিপালকরে কাছ,ে আর থামণে, তথামাদরে জজ্ঞাসাবাদ করা হব তখন সকল মানুষ হতাশায় আতঙ্কতি হয় পেড়ব।ে পরাক্রমশালী এক অদ্বতীয় প্রভুর সামন সকল মাথা নত কর দেবি।ে তারা সদেনি এ আহবান সোড়া দতি দেশেড়াদেশৈড় আরম্ভ কর দেবি।ে

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ يَوْمَئِذِ يَنَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۗ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ١٠٨﴾ [طه: ١٠٨]

"সদেনি তারা আহ্বানকারীর (ফরিশিতার) অনুসরণ করব।ে এর কোনো এদকি সদেকি হবনো এবং পরম করুণাময়রে সামনসেকল আওয়াজ নিচু হয় যোব।ে তাই মৃদু আওয়াজ ছাড়া তুমি কিছুই শুনতপোবনো"। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১০৮]

﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومَ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصُّلِحُتِ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَا مَنَ ٱلصُّلِحُتِ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ١١٢﴾ [طه: ١١١،

"আর চরিঞ্জীব, চরিপ্রতিষ্ঠিতি সত্তার সামন সেকলইে অবনত হব।ে আর সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে যে যুলুম বহন করব।ে এবং যা মুমনি অবস্থায় ভালাে কাজ করবা সে কোনাে যুলুম বা ক্ষতরি আশংকা করবনে।"। [সূরা ত্বাহা আয়াত: ১১১-১১২]

﴿فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَٰقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُب يُوفِضُونَ ٣٤ خُشِعَةً أَبْصَلُ هُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةً ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ٤٤﴾ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةً ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ٤٤﴾ [المعارج: ٤٤، ٤٤]

"অতএব তাদরেক ছেড়ে দোও, তারা (বহুদা কথায়) মত্ত থাকুক আর খলেতামাশা করুক যতক্ষণ না তারা দখো পায় সদেনিরে, যার প্রতশ্রুতি
তাদরেক দেওেয়া হয়ছে।ে যদেনি
দ্রুতবগে তোরা কবর থকে বেরে হয়
আসব,ে যনে তারা কোনো লক্ষ্যরে
দকি ছেটছ অবনত চণেখা লাঞ্ছনা
তাদরেক আচ্ছন্ন করব!ে এটই সদেনি

যার ওয়াদা তাদরেক দেওেয়া হয়ছেলি"।
[সূরা আল-মা'আরজি, আয়াত: ৪২-৪৪]

পরকাল অস্বীকারকারীদরে দুর্দনি

আমাদরে মানব সমাজ বেহু মানুষ আছে যারা পরকালক অস্বীকার কর থাক। তারা বল থোক দুনিয়ার জীবনই জীবন। যা দখে না তা বশ্বাস কর না। পরকাল অস্বীকার করার ফল তোরা য পরকালরে শকার হব না তা কন্তু নয়। কউে আগুনরে দাহ্য শক্ত অস্বীকার করলওে আগুন তাক পলে দেগ্ধ করবই।

আল্লাহ তা'আলা এদরে সম্পর্কে বলনে: ﴿ وَيَلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ١١ وَمَا يُكُذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٢ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَلِطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٣ كَلَّا بَلُّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٤ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٤ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٤ كَلَّا إِنَّهُمْ مَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذِ لَّمَحَجُوبُونَ ١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ الْجَجِيمِ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ ١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ الْجَجِيمِ لَا عُلَىٰ اللَّهُ اللَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ١٧ ﴾ [المطففين: ١٠ ١٠]

"সদেনি ধ্বংস অস্বীকারকারীদরে জন্য। যারা প্রতদািন দবিসক
ে অস্বীকার কর।ে আর সকল
সীমালঙ্ঘনকারী পাপাচারী ছাড়া কউে তা অস্বীকার করেনা। যখন তার কাছ
ে আমার আয়াতসমূহ তলিওয়াত করা হয়
তখন সবেল,ে পূর্ববর্তীদরে রূপকথা।
কখনণা নয়, বরং তারা যা অর্জন করত
তা-ই তাদরে অন্তরসমূহকতেকে
দিয়িছে।ে কখনণা নয়, নিশ্চয় সদেনি

তারা তাদরে রব থকে পের্দার আড়াল থোকব। তারপর নশ্চিয় তারা প্রজ্জ্বলতি আগুন প্রবশে করব। তারপর বলা হব,ে এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে। [সূরা আল-মুতাফফফিনি, আয়াত: ১০-১৭]

﴿ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ١٥ قَالُوا لَيُويَلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هُذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصِدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٢٥ إِن كَانَتُ مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصِدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٢٥ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ إِلَّا مَا ٣٥ فَٱلْيَوْمَ لَا تُخْرَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٥ ﴾ [يس: ١٥، ٤٥]

"আর শঙ্গায় ফুঁক দওেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা কবর থকে তোদরে রবরে দকি ছেট আসব।ে তারা বলব, হায় আমাদরে দুর্ভণেগ! ক আমাদরেক আেমাদরে নিদ্রাস্থল থকে উঠালেণে? (তাদরেক বেলা হব)ে এটা তণে তা যার ওয়াদা পরম কর্নাময় করছেলিনে এবং রাসুলগণ সত্য বলছেলিনে। তা ছলি শুধুই একটা বিকিট আওয়াজ, ফলতে ৎক্ষণাৎ তাদরে সকলক আমার সামন উপস্থতি করা হব।ে সুতরাং আজ কাউকইে কে।েন।ে যুলম করা হবনো এবং তণেমরা যা আমল করছলি েশুধু তারই প্রতদািন তে। সুরা ইয়াসীন, আয়াত: ৫১-৫৪]

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْؤَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ٦٠ ﴾ [الزمر: ٥٩] "আর যারা আল্লাহর প্রতি
মথ্যারেণেপ কর কেয়ািমতরে দনি তুমি
তাদরে চহােরাগুলণে কালণে দখেত পাব। অহঙ্কারীদরে বাসস্থান জাহান্নামরে মধ্য নেয় কি?" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬০]

﴿ وَقَالُواْ إِنَ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٢٩ وَلَوْ تَرَى إِذَ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِاللَّحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٠ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى تَكُفُرُونَ ٣٠ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى لَا اللَّهِ حَتَّى اللَّهُ عَلَىٰ مَا إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةٌ قَالُواْ يَحَسِرَ تَنَا عَلَىٰ مَا فَرَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِ هِمْ فَرَّطُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِ هِمْ فَرَالَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِ هِمْ فَرَالَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِ هِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ٣١ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَرَارُ أَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَا تَعْقِلُونَ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ الْمُعْلَالُهُ الْمُعْلَى الْكُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْمَ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

"আর তারা বলছেলি, আমাদরে এ দুনয়ার জীবন ছাড়া কছি নইে এবং আমরা পুনরুজ্জীবতি হব না। আর যদ তুম দিখেত যেখন তাদরেক দোঁড় করান ে হব েতাদরে রবরে সামন এবং তনি বিলবনে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলব,ে হ্যাঁ, আমাদরে রবরে কসম! তনি বলবনে, সুতরাং ত োমরা য েকুফুরী করত তোর কারণ আেযাব আস্বাদন কর। যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকার করছে তোরা অবশ্যই ক্ষতগ্রস্ত হয়ছে,ে এমনকি যিখন হঠাৎ তাদরে কাছে কেয়ামত এস েযাব, তারা বলব,ে হায় আফসণেস! সখোন আমরা যতেরুটি করছে িতার উপর। তারা তাদরে পাপসমূহ তাদরে পঠি বেহন

করবং; সাবধান! তারা যা বহন করবে তা কত নকৃষ্ট! আর দুনিয়ার জীবন খলোধুলা ও তামাশা ছাড়া কছিু না। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদরে জন্য আখরিাতরে আবাস উত্তম। অতএব তোমরা কি বুঝবে না?" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ২৯-৩২]

﴿ وَيَلَ يَوْمَئِذِ لِّلْمُكَدِّبِينَ ٢٨ ٱنطَلِقُوۤ اللَّٰ مَا كُنتُم بِهِ ثَكَدِّبُونَ ٢٩ ٱنطَلِقُوۤ اللَّٰ اللَّلَٰ اللَّٰ اللَّلَٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّٰ اللَّلِّ اللَّلِ اللَّلِيْ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلِ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّالَٰ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ الللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلِيلُ اللَّلْ الللَّلِيلُ اللَّلْ اللْ اللَّلْ اللَّلِ اللَّلْ الْمُلْلِلْ اللَّلِيلُ اللْلِلْ اللَّلْ اللَّلْ الْمُلْلِلْ اللَّلِيلُ اللْلِلْ اللَّلْ الْمُلْلِلْ اللَّلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ اللَّلِيلُولُ اللَّلْ الْمُلْلِلْ اللْلِلْ الْمُلْلِلْ اللَّلِيلِيلُ الللِّلِيلِيلُ الللِّلِيلُولِ اللللْلِلْ الللَّلِيلُولُ اللَّلْ الْمُلْلِلْ الللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولِ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِلْ ا

"মথ্যারেণেপকারীদরে জন্য সদেনিরে দুর্ভণোগ! (তাদরেক বেলা হব), তণেমরা যা অস্বীকার করত সদেকি গমন কর। যাও তনি শাখা বশিষ্ট

আগুনরে ছায়ায়, যা ছায়াদানকারী নয় এবং তা জাহান্নামরে জ্বলন্ত অগ্নশিখার মেনকাবলোয় কনোননো কাজওে আসবনো। নশ্চিয় তা (জাহান্নাম) ছড়াবে প্রাসাদসম স্ফুলঙ্গ। তা যনে হলুদ উষ্ট্রী। মথ্যারেনেপকারীদরে জন্য সদেনিরে দুর্ভনোগ!" [সূরা আল-মুরসালাত, আয়াত: ২৮-৩৪]

<u>আকাশমণ্ডলী ও পৃথবীসমূহ</u> <u>মুষ্ঠবিদ্ধ করা</u>

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা এরপর আকাশসমূহক ডোন হাত আর পৃথবীগুল োক অন্য হাত মুষ্ঠবিদ্ধ করবনে। অতঃপর বলবনে, কণেথায় শক্তধির স্বরোচারীরা? কণেথায় অহংকারীরা?

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গ েবলনে,

﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهَ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيْمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطُويَّتُ بِيَمِينِةٍ سُبْحَٰنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٧﴾ [الزمر: ٦٦]

"আর তারা আল্লাহ-ক যেথায়ে। স্য মর্যাদা দয়েন। অথচ কয়ি।মতরে দনি গেটো পৃথবীই থাকব তোঁর মুষ্ঠতি এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাত ভোঁজ করা থাকব। তনি পিবত্রি, তারা যাদরেক শেরীক কর তেনি তাদরে উর্ধ্ব"। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭] ﴿ يَوْمَ نَطُويِ ٱلسَّمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقٍ ثُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا أَإِنَّا كُنَّا فُعِلِينَ ٤٠٠﴾ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فُعِلِينَ ٤٠٠﴾ [الانبياء: ٤٠٠]

"সদেনি আমরা আসমানসমূহক গুটিয়ি নেবে, যভোব গুটিয়ি রোখা হয় লখিতি দলীল-পত্রাদা। যভোব আমা প্রথম সৃষ্টরি সূচনা করছেলাম সভোবই পুনরায় সৃষ্টি করব। ওয়াদা পালন করা আমার কর্তব্য। নশ্চিয় আমা তা পালন করব"। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৪]

হাদীস এসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে, «يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ، وَيَطُوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ »

"আল্লাহ তা'আলা পৃথবী মুষ্ঠবিদ্ধ করবনে আর আকাশক নেজি ডান হাত ভাজ কর ধেরবনে অতঃপর বলবনে, আমহি বাদশাহ। কণেথায় আজ পৃথবীর রাজা-বাদশাগণ?"[১০]

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদয়িাল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বিলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿يَطْوِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ. ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِينَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِرُونَ؟ ﴾

"কয়িমতরে দনি আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহক ভোঁজ কর ফেলেবনে। অতঃপর তা ডান হাত ধারণ করবনে আর বলবনে, আমা বাদশা। কণেথায় আজ স্বরোচরীরা? কণেথায় আজ তহংকারীরা? এরপর পৃথবীগুলণেক বোম হাত ভোঁজ কর ধেরবনে। অতঃপর বলবনে, কণেথায় আজ স্বরোচরীরা? কণেথায় আজ কণেথায় আজ তহংকারীরা?

হাশররে ময়দানরে অবস্থা

হাদীস এেসছে: সাহল ইবন সা'আদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে, ﴿يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ»

"কয়িামতরে দবিস মানুষক সোদা পণেড়ামাট রিংয়রে উদ্ভদিহীন একটি যমীন একত্র করা হব।ে যখোন কোরণে জন্য কণেনণে আলামত থাকব না"।[১২]

আয়শো রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি তনি বিলনে, আমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক বলত শুনছে তিনি বিলতনে:

﴿ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ﴾ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ »

"কয়ািমতরে দনি মানুষক েউলঙ্গ, খাল পায়ে ও খতনাবহীন অবস্থায় একত্র করা হব।ে আমা বিললাম, ইয়া রাস্লাল্লাহ! পুরুষ ও নারী সকলক একত্র করা হব েআর একজন অপর জনরে দকি েতাকাব?ে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম বললনে: হ েআয়শো! সদেনি অবস্থা এমন ভয়াবহ হবে যে একজন অপর জনরে দকি েতাকান োর ফুরসত পাব না"।[১৩]

<u>কাফরেরা অন্ধ ও চহোরার উপর ভর</u> <u>কর উপস্থতি হব</u>

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ أَعْمَىٰ ١٢٤ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْ تَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ١٢٥ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتَكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ ٱلۡيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦ ﴾ [طه: ١٢٤، ١٢٤]

"আর য েআমার স্মরণ থকে মুখ ফরিয়িনেবেনে, তার জন্য হবনেশি্চয় এক সংকুচতি জীবন এবং আমা তাকে কয়ামত দবিস েউঠাবণে অন্ধ অবস্থায়। সে বলবরে, হে আমার রব, কনে আপন িআমাক েঅন্ধ অবস্থায় উঠালনে? অথচ আমা তিণে ছলািম দৃষ্টশিক্ত সিম্পন্ন? তনি বিলবনে, এমনভাবইে তণেমার নকিট আমার নদির্শনাবলী এসছেলি, কন্তু তুমি তা ভুল েগয়িছেলি এবং সভোবইে আজ

তে। মাকভেুল যোওয়া হলে। সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪-১২৬]

তনি আরণে বলনে,

﴿ وَنَحۡشُرُ هُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيۡمَةِ عَلَىٰ وُجُو هِهِمۡ عُمۡیًا وَبُكُمٗا وَصُمُّاۤ مَّاۡوَلَهُمۡ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنَهُمۡ سَعِیرٗا ۹۷ ﴾ [الاسراء: ۹۷]

"আর আমরা কয়িামতরে দনি তোদরেক একত্র করব উপুড় কর,ে অন্ধ, মূক ও বধরি অবস্থায়। তাদরে আশ্রয়স্থল জাহান্নাম; যখনই তা নস্তিজে হব তখনই আমি তাদরে জন্য আগুন বাড়য়ি দেবে"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৯৭]

হাদীস এসছে: আনাস রাদয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, ﴿أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: ﴿أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا﴾

"এক ব্যক্ত জিজ্ঞসে করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কয়িামতরে দনি কাফরিদরে কীভাব চেহোরার উপর উপর কর উঠান হবং? তনি বিললনে: যা মহান সত্ত্বা দুনয়িাত দু'পা দয়ি চলাচল করয়িছেনে, তনি কি কিয়ামতরে দনি মুখ-মন্ডল দয়ি চেলাচল করাত পারবনে না? কাতাদা বললনে: অবশ্যই তনি পারবনে, মহান রবরে সম্মানরে কসম কর বলছি"।[১৪]

আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ ﴾ الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ ﴾

"কয়িামতরে দনি মানুষ ঘর্মাক্ত হব। এমনক যিমীনরে সত্তর হাত ঘামে ডুব যোব।ে তাদরে ঘামে তোরা কান পর্যন্ত ডুব যোব"।[১৫]

মকিদাদ ইবন আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বিলনে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামক বেলত শুনছে,

﴿ تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ ﴾ - قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَاللهِ مَا

أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ؟ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ، أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ - قَالَ: «فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرْقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رَكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رَكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا» يَكُونُ إلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا» قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلْكِيهِ فَلِيهِ فَسَلَّمَ بِيَدِهِ

"কিয়ামত দ্বিস সূর্য মানুষরে খুব নকিটবর্তী হব। এমনক এর দুরত্ব এক মাইল পরিমাণ হব। এ সম্পর্ক সুলাইম ইবন আমরে বলনে, আল্লাহর শপথ! মাইল বলত এখান কোনা মাইল তনি বুঝিয়িছেনে আমি তা জানি না। জমরি দূরত্ব পরিমাপরে মাইল বুঝিয়িছেনে, না সুরমা দানরি মাইল (শলাকা) বুঝিয়িছেনে? মানুষ তার আমল অনুযায়ী ঘামরে মধ্য থোকব। কারণে ঘাম হবে পায়রে গরিা বরাবর। কারণে ঘামরে পরিমাণ হবে হাটু বরাবর। কারণে ঘামরে পরিমাণ হবে কোমর বরাবর। আবার কারণে ঘামরে পরিমাণ হবে তার মুখ বরাবর"।[১৬]

হ আেল্লাহর বান্দা! আপন এভাব চন্তা কর দেখেত পোরনে, আমার অবস্থা তখন কমেন হব?ে আমি কি সদেনি সৌভাগ্যবান হবণে না দুর্ভাগা? আমার জীবনরে অধকািংশ কাজ কি সৎ কাজ হয়ছেনো পাপাচার বশে হিয়ছেং? আম কি মিদ, ব্যভচার, জুয়া, প্রতারণা, মথ্যা কথা, দুর্নীত,ি আমানতরে খয়োনত, অপররে সম্পদ আত্নসাৎ, অপররে মানহান,ি অপররে দেথেষ চর্চা, অপবাদ, মথি্যা মামলা-মুকাদ্দামা, সূদী

কারবার, ঘুষ লনেদনে, খাবার েভজোল, ওয়াদা খলোফী, ঋণ খলোফী, ইসলামরে শত্রুদরে সাথে বন্ধুত্ব, ইসলাম অনুসারীদরে নয়িে উপহাস তামাশা ইত্যাদ অনতৈকি কাজগুল ে পরহাির কর চেলত পেরেছে,ি না এগুলণে ছলিণে আমার জীবনরে নতি্য দনিরে সঙ্গী? কাজইে কয়িামতরে এ কঠনি দনিরে মুখনেমুখী হওয়ার ব্যাপার েআল্লাহ-ক ভয় করুন। সকল ব্ষিয় েআল্লাহ-ক েভয় কর সোবধানতার সাথ পেথ চলুন। দুন্যার জীবন একবার ব্যর্থ হল েতা কাটয়ি উঠা যায়। কন্তু কয়িামতরে সময়রে ব্যর্থতার কনোননে প্রতকাির নইে। কাজইে এখন থকেইে নজিরে আমলরে হসাব নজি কেরত থোকুন।

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكُّا دَكُّا ١٦ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ٢٢ وَجِاْيَءَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ٢٣ يَقُولُ يَلْيَتَنِي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ٢٣ يَقُولُ يَلْيَتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ٢٤﴾ [الفجر: ٢١، ٢٤]

"কখনণে নয়, যখন পৃথবীক চূর্ণ-বচূর্ণ করা হব পেরপূর্ণভাব। আর তথামার রব ও ফরিশিতাগণ উপস্থতি হবনে সারবিদ্ধভাব। আর সদেনি জাহান্নামক উপস্থতি করা হব, সদেনি মানুষ স্মরণ করব, কন্তু সইে স্মরণ তার কী উপকার আসব? স বলব, হায়! যদি আমি কিছু আগ পোঠাতাম আমার এ জীবনরে জন্য!" [সূরা আল-ফাজর, আয়াত: ২১-২৪]

<u>যারা সদেনি আল্লাহ তা'আলার</u> ছায়াত আশ্রয় পাব

আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿ إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ﴿ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، الْيَوْمَ أُظِلَّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي»

"আল্লাহ তা'আলা কয়ািমতরে দনি বলবনে, যারা আমারই জন্য পরস্পরক ভালনেবসেছে তোরা আজ কণেথায়? আজ আমি তািদরেক আমার ছায়ায় ছায়া দান করবণাে। আজ এমন দনি আমার ছায়া ব্যতীত আর কণেনণে ছায়া নইে"।[১৭] আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু হত বর্ণতি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿ ﴿ سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ:
الإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلُ
قُلْبُهُ مُعَلَّقُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ
اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ
مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّه ، وَرَجُلُ
مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّه ، وَرَجُلُ
مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّه ، وَرَجُلُ
تَصِيدَقَ ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُه ،
وَرَجُلُ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضِتْ عَيْنَاهُ ﴾

''কয়ািমত দবিস সোত ব্যক্তকি আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আরশরে ছায়াতল আশ্রয় দবিনে, যদেনি তার ছায়া ব্যতীত ভন্ন কণেনণে ছায়া থাকব নো- ন্যায়পরায়ন বাদশাহ, এমন যুবক যতোর যৌবন ব্যয় করছে আল্লাহর ইবাদত,ে ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় সর্বদা সংশষ্টি থাক েমসজদিরে সাথ,ে এমন দু ব্যক্ত িযারা আল্লাহর জন্য এক অপরক ভোল োবসেছে এবং বচ্ছন্ন হয়ছে েতারই জন্য, এমন ব্যক্ত যাকে কেনেনে সুন্দরী নতেস্থানীয়া এক রমণী আহ্বান করল অশ্লীল কর্মরে প্রত্যি, কন্তু প্রত্যাখ্যান কর েসবেলল, আমি আল্লাহক ভেয় করা, এমন ব্যক্তা, য এরূপ গণেপনদোন কর েয,ে তার বাম হাত ডান হাতরে দান সম্পর্ক েঅবগত হয় না। আর এমন ব্যক্ত,ি নরিজন েয আল্লাহকে স্মরণ কর েএবং তার দু-চে∙োখ বয়ে বেয় যোয় অশ্র্ধারা"।[১৮]

আবু ইয়াসার কা'আব ইবন আমর রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ»

"যা কেনেনে ঋণগ্রস্ত বা অভাবী ব্যক্তকি সুয়োগ দবি অথবা তাক ঋণ আদায় থকে অব্যাহত দিবি আল্লাহ তা 'আলা তাক নেজি ছায়ায় আশ্রয় দবিনে"।[১৯]

কয়ামতরে দনি যাক প্রথম ডাকা হব,ে তনি হলনে আদম আলাইহসি সালাম আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ، فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ، فَيُقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: يَا فَيَقُولُ: يَا فَيَقُولُ: يَا خُرِجْ بَعْتَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجْ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ، فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا؟ قَالَ: ﴿إِنَّ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ، فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا؟ قَالَ: ﴿إِنَّ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ، فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا؟ قَالَ: ﴿إِنَّ مُا لَا يَعْدَرُهُ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَمْمِ كَالْشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَمْمِ كَالْشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ

"কয়ািমতরে দনি যাক প্রথম ডাকা হব তনি হিলনে আদম আলাইহসি সালাম। তনি তার সন্তানদরে দখেবনে। বলা হব এে হল ো তামাদরে পতাি আদম। তনি তখন বলবনে, উপস্থতি হয়ছে হি রব! আপনার কাছইে কল্যাণ। আল্লাহ তা'আলা তাক বেলবনে, তামোর সন্তানদরে মধ্য জোহান্নামবাসীদরে নয়ি আসে । আদম বলবনে, হরেব, কত জনকে নেয়ি আসব ে া? আল্লাহ বলবনে, শত করা নরিানব্বই জনকে নয়ি আসে। এ কথা শুন সোহাবায় করোম বললনে, ইয়া রাস্লাল্লাহ! যখন আমাদরে একশ জনরে মধ্য হত নরানব্বই জনক জোহান্নাম নেয়ি যাওয়া হব েতাহল বোকী থাকব কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললনে অন্যান্য উম্মতরে সংখ্যার তুলনায় আমার উম্মত হব এমন অল্প যমেন একটি কালণে ষাড়রে গায় সোদা পশম থাকথে।[২০]

আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বিলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

<يَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسِعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ: يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ (وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) " فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُو ا: يَا رَ سُنُو لَ اللَّه، أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّ جُلُ؟ قَالَ: ﴿أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْ بَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ » ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾ قَالَ: فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ، إِنِّي لَإَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الأَمَمِ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثُّورِ الأَسْوَدِ، أَو الْرَّقْمَةِ فِي ذِرَاع الحِمَارِ»

"আল্লাহ বলবনে হ আেদম! তখন আদম বলবনে, হপেরভূ আম উপস্থতি। আপনার হাতইে সৌভাগ্য ও সকল কল্যাণ। আল্লাহ বলবনে, জাহান্নামীদরে আমার কাছ েউপস্থতি করণে। আদম বলবনে, কত জন জাহান্নামী? আল্লাহ বলবনে প্রত হাজারে নয় শত নরিানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললনে এটা হলণে সইে সময় যখন ভয়াবহ অবস্থার কারণ বাচ্চারাও বুড়ে∙ো হয়ে যাব।ে প্রসব কারীনরাি প্রসব কর দেবি।ে আর তুম মানুষক দেখেব নেশোগ্রস্ত অথচ তারা নশোগ্রস্ত নয়। কন্তু আল্লাহর শাস্ত অত্যন্ত কঠনি। সাহাবায়রে

করোমরে কাছ বেষিয়টা কঠনি মন হল∙ো। তারা বললনে, ইয়া রাস্লাল্লাহ! তাহল আমাদরে মধ্য কেনেনে ব্যক্ত সি,ে যমেক্ত পাবং? রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম বললনে: যার হাত েআমার প্রাণ তার শপথ করে বলছ,ি আমি আশা কর জান্নাতীদরে চার ভাগরে একভাগ হব ত েমরা। এ কথা শুন েআমরা আলহামদুললিলাহ বললাম ও আল্লাহ আকবর বললাম। তনি বিললনে, যার হাত আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছা, আমা আশা করা জান্নাতীদরে তনি ভাগরে একভাগ হব েতে।মরা। এ কথা শুন েআমরা আলহামদুললি্লাহ বললাম ও আল্লাহ আকবর বললাম।

তনি বিললনে, যার হাত আেমার প্রাণ তার শপথ কর বেলছ, আমি আশা কর জান্নাতীদরে অর্ধকে হব তেনেমরা। এ কথা শুন আেমরা আলহামদুলল্লাহ বললাম ও আল্লাহ আকবর বললাম। তনি বিললনে, অন্যান্য জাতরি তুলনায় তানোদরে সংখ্যা হব এমন যনে একটি কালণা ষাড়রে গায় কেছু সাদা লণেম থাক। অথবা গাধার পায়রে গণেছার সাদা অংশরে মতণোঁ।[২১]

হাদীস দুট**ো থকে শেক্ষা, মাসায়লে ও** জ্ঞাতব্য:

এক. দখো গলে এক হাদীস েশতকরা নরিানব্বই জন জাহান্নামী হব েবলা হয়ছে।ে আবার অন্য হাদীসটতি এক হাজার েনয়শত নরিানব্বই জনরে কথা বলা হয়ছে।ে আসল েকনেটি সিঠকি।

এর উত্তর হল ো দুটােই সঠকি। যখোন একশ জন েবরানব্বই জনরে কথা বলা হয়ছে সেখোন েউম্মত মুহাম্মাদী উদ্দশ্যে হব।ে অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামরে আগমনরে পর েয সেকল মানুষ জন্ম গ্রহণ করছে েতাদরে একশজনরে একজন জাহান্নাম থকে মুক্ত পাব।ে আর যখোন এক হাজার নয়শত নরিানব্বই জনরে কথা বলা হয়ছে সেখোন পৃথবীর শুরু থকে শেষে পর্যন্ত যত মানুষ জন্ম নয়িছে েতাদরে হাজার একজন মুক্ত িপাব।

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম জান্নাতীদরে চার ভাগরে
এক ভাগ, তনি ভাগরে এক ভাগ
সর্বশ্যে অর্ধকে হব তোর
অনুসারীদরে মধ্য থকে যে কথা
বলছেনে সটো হলণে তার আশাআকাংখা। আর আল্লাহ রাব্বুল
আলামীন তার এ আশা পূরণ করবনে
বল হোদীস এেসছে।

তনি. উম্মত েমুহাম্মাদীর ফযীলত ও শ্রষ্ঠেত্ব প্রমাণতি হল ে। এ হাদীস দিয়ি।ে মে।টে জনসংখ্যার আনুপাতকি হার েতারা জান্নাত বাসীদরে মধ্য সংখ্যায় অনকে বশে হিব।ে চার. যখন জাহান্নামী আর জান্নাতীদরে বাছাই করা হবে তখনকার অবস্থার ভয়াবহতার একটি চিত্র এ হাদীসে তুল ধরা হয়ছে।

আল্লাহ নজি েএ সম্পর্ক বেলছেনে,

﴿ وَ اَمۡتُرُواْ الَّيَوۡمَ أَيُّهَا الْمُجۡرِمُونَ ٥٩ ۞ أَلَمۡ أَعۡهَدُ الْمَكُمۡ يَٰبَنِيۤ ءَادَمَ أَن لَا تَعۡبُدُواْ الشَّيۡطُنَّ إِنَّهُ لَكُمۡ عَدُوَّ الْمَيۡكُمۡ يَٰبَنِيۤ ءَادَمَ أَن لَا تَعۡبُدُواْ الشَّيۡطُنَّ إِنَّهُ لَكُمۡ عَدُوَّ مُعۡدَا صِرَٰ طَّ مُّسۡتَقِيمٌ ٦٦ مُبِينٌ ١٠ وَأَنِ اعۡبُدُونِيۤ هَٰذَا صِرَٰ طَّ مُّسۡتَقِيمٌ ٦٦ وَأَنِ اعۡبُدُونِيۤ هَٰذَا صِرَٰ طَ مُّسَتَقِيمٌ ٦٦ وَأَنِ اعۡبُدُونَ عَدُونَ ٦٢ هُوعَدُونَ ٦٢ اصْلَوَهَا الْيَوۡمَ بِمَا كُنتُمۡ تَكُونُونَ ٦٤﴾ [يس: ٥٩، ٦٤] الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمۡ تَكُفُرُونَ ٦٤﴾ [يس: ٥٩، ٦٤]

"আর (বলা হবা) হ অপরাধীরা, আজ তোমরা পৃথক হয় যোও। হ বেনী আদম, আমি কি তিনোমাদরেক এে মর্ম নের্দশে দইেন যি, তোমরা শয়তানরে উপাসনা করনো না। নিঃসন্দহে সে তোমাদরে

প্রকাশ্য শত্রু? আর আমারই ইবাদাত কর। এটাই সরল পথ। আর অবশ্যই শয়তান তোমাদরে বহু দলক পেথভ্রষ্ট করছে। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করন? এটা সেই জাহান্নাম, যার সম্পর্ক তোমরা ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়ছেলি। তোমরা যা কুফুরী করত সে কারণ আজ তোমরা এত প্রবশে কর"। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৫৯-৬৪]

পাঁচ. ভালণে কণেনণে কছিু শুনল আলহামদুললি্লাহ বলা ও আল্লাহু আকবর বলা সুন্নাত।

যাকাত পরতি্যাগকারীর শাস্ত

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ وَ لَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَاۤ ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصۡلِهِ هُوَ خَيۡرًا لَّهُمُ اللَّهُ مُو شَرَّ لَّهُمُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَٰتُ ٱلسَّمَٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ ١٨٠﴾ [ال عمران: ١٨٠]

"আর আল্লাহ যাদরেক েতাঁর অনুগ্রহ থকে যো দান করছেনে তা নয়ি েযারা ক্পণতা কর েতারা যনে ধারণা না কর য,ে তা তাদরে জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদরে জন্য অকল্যাণকর। যা নয়ি তারা ক্পণতা করছেলি, কয়িামত দবিস তা দয়িতোদরে বড়ে পিরান ে। হব। আর আসমানসমূহ ও যমীনরে উত্তরাধকাির আল্লাহরই জন্য। আর তণেমরা যা আমল কর সবে্যাপার আেল্লাহ সম্যক জ্ঞাত"। [সূরা আল েইমরান, আয়াত: 560]

"এবং যারা সেনাে। ও রূপা (টাকা-পয়সা)
পুঞ্জীভূত করে রাখা, আর তা
আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি
তাদরে বদেনাদায়ক আযাবরে সুসংবাদ
দাও। যদেনি জাহান্নামরে আগুনতা
গরম করা হবা, অতঃপর তা দ্বারা
তাদরে কপালা, পার্শ্বে এবং পঠি সেকৈ
দওেয়া হবাে (আর বলা হবাে) এটা তা-ই
যা তােমরা নজিদরে জন্য জমা করে
রখেছেলি, সুতরাং তােমরা যা জমা

করছেলি েতার স্বাদ উপভ•োগ কর"। [সূরা আত তাওবা, <mark>আয়াত:</mark> ৩৪-৩৫]

<u>আয়াত দুটণে থকে েশক্ষা ও মাসায়লে:</u>

এক. কৃপণতা একটি নিন্দনীয় কাজ। ______

দুই. কৃপণতা কখনণে কল্যাণ বয় আন না।

তনি. ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলারই দান।

চার. কৃপণতা করে সঞ্চতি ধন-সম্পদ কয়োমত েশাস্তরি কারণ হব।ে

পাঁচ. টাকা পয়সা ধন-সম্পদ েগরবিদরে য অধকার আছ েতা যাকাত দানরে মাধ্যমে আদায় না করলে কয়োমতে এগুলেণে শাস্তরি মাধ্যম হব।ে

ছয়. এ অপরাধ েকি ধরনরে শাস্তি দওেয়া হব েতা বর্ণনা করা হয়ছে।ে

হাদীস এসছে: আবু হুরায়রা রাদয়িাল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَأْخُذُ لِلْجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَأْخُذُ لِلْهِزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَالُكَ أَنَا كَانُزُكَ " ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَنْزُكَ " ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِكِ ﴾ [ال عمران: يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِكِ ﴾ [ال عمران: الآيةِ إلى آخِرِ الآيةِ إلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

"যাক আেল্লাহ তা আলা সম্পদ দলিনে, কন্তু সং যাকাত আদায় করলণে না তার সম্পদক বেষিধর চুলওয়ালা সাপ পরণিত করা হব।ে যার শংয়েরে মত দুটনো বিষাক্ত দাঁত থাকব।ে কয়িামতরে দনি এ সাপ তার গলায় পচৈয়ি দেওেয়া হব।ে এ দয়িসে তাক দেংশন করত থাকব েআর বলব,ে আম িতে মোর সম্পদ, আমতিোমার সঞ্চয়। এ কথা বলার পর রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহ িওয়াসাল্লাম এ আয়াতট িশ্যে পর্যন্ত পাঠ করলনে:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهَ هُوَ خَيْرًا لَّهُمَ بَلَ هُوَ شَرَّ لَّهُمَ سَيُطُوَّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ ﴾ [ال عمران: ١٨٠] "আর আল্লাহ যাদরেক তোঁর অনুগ্রহ থকে যো দান করছেনে তা নয়ি যোরা কৃপণতা কর তোরা যনে ধারণা না কর যে, তা তাদরে জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদরে জন্য অকল্যাণকর। যা নয়ি তোরা কৃপণতা করছেলি, কয়িমত দবিস তো দয়ি তোদরে বড়ে পিরানণে হব"।
[সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৮][২২]

হাদীস এেসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে একটি দীর্ঘ হাদীস বের্ণতি, তনি বিলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ، فَيُكُوَى بِهَا مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ، فَيُكُوَى بِهَا

جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَثَى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى الْنَّارِ»

"যমেকল স্বর্ণ রৌেপ্য (টাকা পয়সা) সঞ্চয়কারী সম্পদরে হক (যাকাত) আদায় করনেরি, সগেল েকি কেয়ািমতরে দনি আগুন দেয়িপোত বানান । হব। জাহান্নামরে আগুন েতা গরম করা হব। অতঃপর তা দয়িতোর পার্শদশে, কপাল ও পঠি দোগ দওেয়া হব।ে যখনই তা ঠান্ডা হব েআবার গরম করা হব।ে স দনিটরি সময়রে পরমািণ হব হাজার। এ শাস্ত হিব েমানুষরে মধ্য বেচার ফয়সালার পূর্ব।ে এরপর জান্নাতীরা

জান্নাত েযাব আর জাহান্নামীরা যাব জোহান্নাম''।[২৩]

<u>এ হাদীসটি থকে আমরা যা শখিত</u> পারলাম:

এক. দরদি্র মানুষরে অধকাির যাকাত আদায় না করে সম্পদ সঞ্চয় কর রাখা অন্যায়

দুই. সঞ্চয়কৃত সম্পদ দয়িইে সম্পদরে মালকিক শোস্ত দিওয়া হব।ে

তনি. হসিাব নকিাশ ও জান্নাত জাহান্নামরে ফয়সালা হওয়ার পূর্ব েএ শাস্ত দিওেয়া হব।ে চার. পৃথবীর সময়রে হসািব কেয়ািমত দবিসরে সময়রে পরিমািণ হব হাজার বছর।

হাদীস এেসছে: জাবরে রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণতি, তনি বিলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿ وَلَا صَاحِبِ كَنْ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيَّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ " فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ "

''যে সঞ্চতি সম্পদরে মালকি তার পাওনা (যাকাত) আদায় করে নে,

কয়ািমতরে দনি সইে সম্পদ একটি বষিধর সাপ হয়ে আসব।ে সাপটি মুখ হা কর তোক ধোওয়া করত থোকব আর সপোলাত চেষ্টা করব। আল্লাহ তা'আলা তাক ডোক দয়িবেলবনে, তণেমার সম্পদ গ্রহণ করণে, যা তুম সঞ্চয় করছেলি।ে আমতি।েমার সম্পদরে মুখাপকে্ষী নই। যখন স দখেব েযা সাপটি থিকে বোঁচা সম্ভব নয় তখন সনেজিইে তার মুখ হোত ডুকয়ি দবি।ে সাপট িএমনভাব তোর হাত গ্রাস করব েযমেন উট ঘাস মুখনেয়ে"।[২৪]

কয়িামতরে দনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামরে হাউজ কাউসার কিয়ামতরে দনি মুসলমিগণ নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে
হাউজ কোউসার পোন পানরে জন্য
সমবতে হব। এর পান দুধরে চয়ে সোদা,
মশেকরে চয়ে এর সুঘ্রাণ তীব্র আর
তার পাত্রগুলণে আকাশরে নক্ষত্ররে
মত। যথে থকে একবার পান পান
করব সে আর কখনণে পিপাসতি হব
না।

হাদীস এসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ» قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَعْرِ فُنَا؟ قَالَ: " نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ

غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، وَلَيُصِدَّنَ عَنِي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُونَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ هَوُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِي. فَيُجِيبُنِي مَلَكُ، فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟ "
فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟ "

"হাউজ কোউসার আমার উম্মত সমবতে হব।ে আমি অনকে মানুষকে এমনভাব েতাড়য়ি দেবে যমেন একজনরে উট অন্য জনরে উটরে পাল থকে তাড়য়িদেওেয়া হয়। সাহাবীগণ জজ্ঞিসে করলনে, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আপন িক আমাদরে তখন চনিবনে? রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম বললনে, হ্যা, তণেমাদরে এমন কছি আলামত আছে যা অন্যদরে নইে। ত∙োমরা আমার কাছ েউপস্থতি হব আর তণেমাদরে অজুর স্থানগুলণে

চকমক করত থোকব। তানাদরে একটি দিলক আমার থকে দূর সেরিয়ি দেওয়া হব, তারা হাউজরে কাছ পৌছত পোরব না। সে সময় আমি বিলব, হ আমার প্রভূ এরা আমার অনুসারী। তখন এক ফরিশিতা উত্তর দবি,ে আপন কি জাননে আপনার পর তোরা কি

<u>এ হাদীসটি থিকে আমরা যা শখিত</u> পারলাম:

এক. উম্মতরে সকল মানুষ হাউজে কাউসার পোন পোনরে জন্য ভীর করব।

দুই. অজুর আলামত দখে মুসলমিদরে চনো যাব।

তনি. অজুর ফ্যীলত।

চার. মুসলমিদরে একটি অংশক হোউজ কোউসার থকে তোড়িয়ি দেওেয়া হব। কারণ, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গত হওয়ার পর ইসলাম নতুন ব্যষ্যরে প্রচলন করছে বা তাত লেপ্ত হয়ছে।

পাঁচ. ইসলামে বেদি'আত প্রচলন ও তার অনুসরণ একটি মহা-পাপ।

হাদীস এেসছে: আসমা বনিত আবু বকর রাদিয়ািল্লাহু 'আনহুমা থকে বর্ণতি, তনি বিলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওিয়াসাল্লাম বলছেনে, » نِي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُوْخَذُ نَاسُ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مِنِي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ »

"আমি হাউজ কোউসার থোকব আর দখেব ত োমাদরে ক কে আসছ। কন্তু কছু মানুষক আমার অনুমত ব্যতীত নিয় যোওয়া হব। তখন আমি বলব, হ রব! এরা আমার অনুসারী, আমার উম্মতরে অংশ। আমাক বেলা হব, আপন কি জাননে, আপনার পর এরা কি কাজ করছে? আল্লাহর শপথ! তারা পছিন ফেরি যোব"। [২৬]

হাউজ েকাউসার মুসলমি উম্মাহ কখন সমবতে হব?ে এ ব্যায় উলামাদরে মধ্য মতভদে রয়ছে।ে অনকে বেলছেনে, এটা পুলসরিাতরে পূর্ব েহব। আবার কউে কহে বলছেনে এটা হসািব-কতািব, মিযািন ও পুলসরিাতরে পর েহব।ে

আমি মিন কের প্রথম মতট অধকিতর সঠক। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদরে সাক্ষাতরে ওয়াদা করছেনে হাউজ কোউসার কোছ। যমেন, হাদীস এসছে: আব্দুল্লাহ ইবন যায়দে ইবন আসমে রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম আনসারদরে উদ্দশ্যে বলছেনে,

﴿إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ»

"আমার পর তেনেমরা অধকার ভনোগরে ক্ষতে্র শোসকদরে অগ্রাধকার দখেত পোব। তনেমরা তখন ধরৈ্য ধারণ করব হাউজ কোউসার আমার কাছ সোক্ষাত লাভ পর্যন্ত"।[২৭]

হাদীস এেসছে: আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا»

"আমার হাউজরে প্রশস্ততা হব এক মাসরে সমান দূরত্ব। তার পান দুধরে চয়েওে সাদা, সুঘ্রান মশেকরে চয়ে উত্তম। আর তার পাত্রগুলণে আকাশরে নক্ষত্ররে মতণে। যতো থকে পোন করব কেখনণে পপাসতি হবনো"।[২৮]

এ হাদীসটি দিয়িবেঝা যায় কয়িামত সংঘটনরে পর পরই জান্নাত জাহান্নাম নরিধারণ হওয়ার আগ হোউজ কাউসার সেমবতে হওয়ার বিষয়টি চল আসব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি <u>ওয়াসাল্লামরে শাফা'আত</u>

কিয়ামতরে পর জান্নাতক ঈমানদারদরে নকিট নেয়ি আসা হব। তারা তাত প্রবশে করার জন্য অস্থরি হয় যোব। অপরদকি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিচার, হিসাব নকািশ দেরী করবনে। তখন মানুষরো নবী ও রাসূলদরে কাছ েযাব েআল্লাহর কাছ সুপারশি করার জন্য। তখন প্রত্যকে নবীই বলব,ে আমি আমার জন্য চন্তিতি তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছ যোও।

জান্নাত ঈমানদারদরে নকিটবর্তী করা সম্পর্ক েআল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ وَأُزْ لِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ٣١ ﴾ [ق: ٣١]

"আর জান্নাতক মুত্তাকীদরে অদূরে কাছইে আনা হব"ে। [সূরা কাফ, <mark>আয়াত:</mark> ৩১]

তনি আরণে বলনে,

﴿ وَإِذَا ٱلۡجَنَّةُ أُزۡلِفَتۡ ١٣﴾ [التكوير: ١٣]

"আর যখন জান্নাতক েনকিটকর্তী করা হব"ে। [সূরা আত তাকবীর, <mark>আয়াত:</mark> ১৩]

একটি দীর্ঘ হাদীস এসছে: আবু হুরায়রা ও হুজাইফা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহুমা থকে বের্ণতি, তারা বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى ثُرْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا، اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، الْهُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، الْهُ فَهُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ....»

"আল্লাহ তা'আলা যখন সকল মানুষকে একত্র করবনে তখন ঈমানদারগণ দাঁড়য়ি েযাব জোন্নাত প্রবশে করার জন্য। তারা আদম আলাইহসি সালামরে কাছ েএস বেলব,ে হ আমাদরে পতা! আমাদরে জন্য জান্নাত খুল দেওেয়ার জন্য আবদেন করুন। আদম আলাইহসি সালাম উত্তর বেলবনে, তণেমরা ক জান না, তণেমাদরে পতাি আদমরে ভুলরে কারণ তেথমাদরে জান্নাত থকে বেরে কর দেওেয়া হয়ছে?ে আমার আবদেন করার অধকাির নইে। বরং তােমরা ইবারহীম খলীলুল্লাহর কাছে যাও....."৷<u>[২৯]</u>

হাদীস েএ বিষয় বেস্তারতি এভাব এসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বিলনে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِلَحْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً، ثُمَّ قَالَ: " أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصِيرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقُو لُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بِلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أُوَّلُ الرُّسِّئلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا

شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَ اهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَ اهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَ اهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذِبَاتِ - فَذَكَرَ هُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ - نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ، مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَضَّلَكَ اللَّهُ برسَالْتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ،

فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّه، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضبًا لَمْ يَغْضَب قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطٌّ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا، لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ، وَالثَّفَعُ تُشَفَّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِى يَا رَبِّ، أُمَّتِى يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَن مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصنارِيعِ الجَنَّةِ، كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى - " بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى - "

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামরে কাছ েএকদনি বকরীর ডানার গণেশত পরবিশেন করা হলণে। তনি এটা পছন্দ করতনে। তনি এটা দাতরে কনািরা দয়ি চেবািত লোগলনে। তখন তনি বিললনে, কয়ািমতরে দনি আমহিব সকল মানুষরে নতো। তে।মরা কজিান এটা কীভাব েহব?ে কয়িামতরে দনি আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্র করবনে একটি প্রান্তর।ে তারা সকলক েশুনব ওে দখেব। সূর্য মানুষরে নকিটবর্তী হব।ে মানুষরো এমন দুঃচনিতা অস্থরিতায় বন্দ হিবরে, যা

তারা সহ্য করত েপারব েনা আবার এর থকে বোঁচতওে পারব েনা। তখন মানুষরো এক েঅপরক েবলব ে, দখেছ ে আমরা ক দুরবস্থায় পততি হয়ছে? আমাদরে জন্য আমাদরে প্রতপালকরে কাছে কে সুপারশি করব েআমরা কি সি সেম্পর্ক চনিতা-ভাবনা করবণে না? চলণে আমরা আদম আলাইহসি সালামরে কাছ েযাই। তারা আদম আলাইহসি সালামরে কাছে এসবেলবরে, হরে আদম! আপনি মানুষরে পতি। আল্লাহ আপনাক েনজি হাত সৃষ্ট িকরছেনে। তনি নিজি আপনার মধ্য আত্মা ফুক দেয়িছেনে। তনি আপনাক সোজদাহ করার জন্য ফরিশিতাদরে নরিদশে দয়িছেনে। আপন আমাদরে জন্য আমাদরে প্রতিপালকরে

কাছে শুপরশি করুন। আপন িক দিখেছনে না আমরা কি দুরাবস্থায় আছ?ি আপন ক দিখেছনে না আমরা ক বিপিদ পেততি হয়ছে? আদম আলাইহসি সালাম বলবনে, আমার প্রতিপালক আজ এমন রাগ করছেনে যা পূর্বে কখনে করনে ন। এরপরওে এ রকম রাগ করবনে না। তনি তিণে আমাক সেইে গাছরে কাছ যতে নেষিধে করছেলিনে, কন্তু আম িতা অমান্য করছে।ি তে।মরা অন্যরে কাছে যাও। নৃহরে কাছে যোও। তারা নূহ আলাইহসি সালামরে কাছ েএস বেলব হন্েহ! আপনি পৃথবীত েপ্রথম রাসূল। আল্লাহ আপনাক কৃতজ্ঞ বান্দা বল অভহিতি করছেনে। আপন আমাদরে জন্য সুপারশি করুন। আপন িক দিখেছনে

না আমরা কবিপিদ পেড়ছে? তনি বলবনে, আমার প্রতিপালক আজ এমন রাগ করছেনে যা পূর্বে কখনে করনে ন। এরপরওে এ রকম রাগ করবনে না। আম আমার জাতরি বরিদ্ধ দেনে আ করছেলাম। আমা আমার চনিতা করছ।। ত েমরা ইবরাহীম আলাইহসি সালামরে কাছ েযাও। তারা ইবরাহীম আলাইহসি সালামরে কাছ আসব। তারা বলব, আপন আল্লাহর নবী ও পৃথবী বাসীর মধ্য েতার খলীল (বন্ধু)। আপন আমাদরে জন্য সুপারশি করুন। আপন ক দিখেছনে না আমরা ক বিপিদ পড়ছে? তনি বিলবনে, আমার রব আজ এমন রাগ করছেনে যা পূর্বে কখনো করনে ন। এরপরওে এ রকম রাগ

করবনে না। আম কিছু মথি্যা বলছেলাম। তাই আমা আমার চনিতা করছ।ি ত•োমরা অন্যরে কাছে যোও। ত েমরা মৃসা আলাইহসি সালামরে কাছ যাও। তারা মূসা আলাইহসি সালামরে কাছ েএস বেলব,ে হ মেছা আপন আল্লাহ তা'আলার রাসূল। আল্লাহ আপনার সাথে কেথা বল েআপনাক েধন্য করছেনে। আপন আমাদরে জন্য সুপারশি করুন। আপন িক দিখেছনে না আমরা কবিপিদ েপড়ছে? তনিবিলবনে, আমার রব আজ এমন রাগ করছেনে যা পূর্বে কখন । করনে ন। এরপরওে এ রকম রাগ করবনে না। আম একজন মানুষক হেত্যা করছেলাম। অথচ আম এ ব্যাপার আদষ্টি ছলাম না। এখন

আমার চন্তা আম িকরছ। তে।মরা ঈসা আলাইহসি সালামরে কাছ েযাও। তারা ঈসা আলাইহসি সালামরে কাছ এেস বলব হে ঈসা! আপন আল্লাহর রাসূল, আপন দিশেলনাত থোকাকালইে মানুষরে সাথ কেথা বলছেনে। আপনাক আল্লাহর বাক্য ও তার পক্ষ থকেরেহ বল েআখ্যায়তি করা হয়ছে।ে যা মারইয়ামরে কাছ পোঠান ে হয়ছে। আপন আমাদরে জন্য সুপারশি করুন। আপন কি দিখেছনে না আমরা কি বিপিদ পড়ছে? তনি বিলবনে, আমার প্রতপালক আজ এমন রাগ করছেনে যা পূর্বে কখনে। করনে ন। আমার চন্তা আম কিরছ। তে।মরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লামরে

কাছ যোও। তারা আমার কাছ এেস বলবরে, হমেহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িত্য়াসাল্লাম আপন িআল্লাহ রাসূল ও সর্বশ্যে নবী। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বরে ও পররে সকল পাপ ক্ষমা করছেনে। আপন আমাদরে জন্য সুপারশি করুন। আপন ক দিখেছনে না আমরা ক বিপিদ পড়ছে? আম চল আসবণে তখন 'আরশরে নচি।ে আর আমার রবরে জন্য সাজদাহ করবে।ে। তখন আল্লাহ আমার জন্য তার রহমত উম্মুক্ত করবনে। আমাকরে এমন প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনার বাণী অন্তর েগথে দেবিনে যা আমার পূর্বে কাউকে দেওেয়া হয় ন। অতঃপর আমাক বেলা হব,ে হ

মুহাম্মাদ! ত∙োমার মাথা উঠাও। তুম প্রার্থনা করণে, তণেমার প্রার্থনা কবুল করা হব।ে তুম সুপারশি করে। ত।েমার সুপারশি কবুল করা হব।ে তখন আম বিলবণে, হরেব! আমার উম্মত নয়ি আম চিন্ততি! আমার উম্মত নয়ি আম চিন্ততি! আমার উম্মত নয়ি আম চিন্ততি!! তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তণেমার উম্মতদরে জান্নাত প্রবশে করাও। তব েতাদরেক েযাদরে কেনেনে। হসাব-নকিশ হবনে। তাদরে জান্নাতরে ডান পাশরে দরজা দয়ি প্রবশে করাও। অবশ্য অন্যসব দরজা দয়িওে তারা প্রবশে করত পোরব।ে যার হাত েমুহাম্মাদরে জীবন তার শপথ, জান্নাতরে গটেরে দু পাটরে মধ্য

প্রশস্ততা হব েমক্কা ও বসরার মধ্য দূরত্বরে সমান"। [৩০]

<u>এ হাদীসটি থিকে আমরা যা শখিত</u> পারলাম:

এক. হাদীসদেখা যায় নবীগণ সদেনি প্রত্যকে নেজিদেরে অন্যায়গুলাবে কথা মন কেরবনে। আসল নেবীগণ সকল অন্যায় ও পাপাচার থকে মুক্ত ছলিনে। তব তোরা যপোপরে কথা বলবনে তা হলাবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদরে বনিয় ও পরপূর্ণ আত্ন-সমর্পনরে প্রকাশ।

দুই. ইবারহীম আলাইহসি সালাম য মথ্যা বলছেলিনে এ সম্পর্ক হোদীস এসছে যে, ইবারহীম আলাইহসি সালাম

তনিট মিথ্যা কথা বলছেলিনে। প্রথমট হল ো, তাক যেখন মূর্ত পূজার উৎসব যতে বেলা হল ো, তখন তনি বিলছেলিনে আম অসুস্থ। দ্বতিয়ট হলে।, যখন তনি মূর্তগুল ে ভঙ্গে বড় মূর্তটি রখে দেয়িছেলিনে আর ল েকরা জজ্ঞিস করল এটা কে কেরছে? তখন তনি বলছেলিনে, বড় মূর্তটি এ কাজ করছে। তৃতীয়ট হলে।, যখন তনি নিজি স্ত্রী সারাক েনয়ি সেফর করছলিনে তখন এক অত্যাচারী লোকরে থকেনেজিকে বাচান ের জন্য স্ত্রী সম্পর্ক বলছেলিনে, এ আমার বে।ন।

আসল েএগুল ে। ইবরাহীমরে দৃষ্টভিংগতি মেথ্যা ছলি না। কন্তু কনোননো কনেন শ্রনোতার কাছ েএগুলনো

মথ্যার মত মন হেয়ছে।ে আর এগুল∙ো মথ্যা হলওে নন্দনীয় মথ্যা নয়। এগুল ে। নন্দতি মথি্যা। নবী ইবরাহীম আলাইহসি সালাম কয়ািমতরে সময় য বলবনে আম মিথ্যা বলছে সিটো আল্লাহর কাছ েচরম বনিয় ও পূর্ণ আত্নসমর্পনরে বহ:প্রকাশ হসািবই বলবনে। সদেনি ভয়াবহতা এমন হব েয আল্লাহর নকৈট্যপ্রাপ্ত বান্দাগনও তাদরে অনকে ভাল ে কাজক েখারাপ বল েধারনা করত থোকব।

তনি. সকল নবী ও রাসূলগণরে ওপর আমাদরে রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে শ্রষ্ঠত্ব প্রমাণতি হল**ো**। চার. আল্লাহ তা'আলার কাছ দেনে'আ-প্রার্থনার সুন্নত তরকা হলনে, দেনে'আর শুরুত তোর গুণগান, প্রশংসা ও হামদ-সানা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সইে ভয়াবহ সময়ওে আল্লাহ তা'আলার হামদ-প্রশংসার সুন্দর এ আদর্শটি ভুল যোবনে না।

<u>উম্মত েমুহাম্মাদীর হসািব হবং</u> <u>সর্বপ্রথম</u>

কিয়ামতরে এ দনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অনুসারী মুসলমিদরে বশিষেভাব সেম্মানতি করবনে। সকল পূর্ববর্তী জাতগুলোক দাঁড় করিয়ে রেখে মুসলমি জাতরি হসািবনিকাশ বিচার ফয়সালা কর দেবিনে।
যদিও মুসলমি জাত দুনিয়াত
আভরিভাবরে দকি দিয় অন্যান্য
জাতগিলোর পর এসছে কেন্তু
কিয়ামতরে দনি তাদরে নিষ্পত্ত আগবেকরা হব। এট উম্মত এক বিশাল
সম্মান ও পুরস্কার।

হাদীস এসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ»

"আমরা শষে এসছে কিন্তু কয়িামতরে দনি সকলরে আগ েথাকব ে। যদিও অন্য সকল জাতগিলনে (ইয়াহ্দী ও খৃষ্টান) কে গ্রন্থ দওেয়া হয়ছে আমাদরে পূর্ব,ে আমাদরে গ্রন্থ দওেয়া হয়ছে তোদরে পর। অতঃপর জনে রাখণে এই (জুমু'আর) দনিট িআল্লাহ আমাদরে দান করছেনে। তনি এ ব্যাপার আমাদরে সঠকি পথ দেশা দয়িছেনে। আর অন্য ল েকরো এ ব্যাপার আমাদরে পছিন আছ। ইয়াহদীরা জুমার পররে দনি (শনবার) উদযাপন কর েআর খৃষ্টানরো তার পররে দনি (রববার) উদযাপন কর''। <u>৩১</u>

<u>এ হাদীসটি থিকে আমরা যা শখিত</u> পারলাম:

এক. মুসলমি জাতরি মর্যাদা। ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদরে চয়ে মুসলমানদরে মর্যাদা আল্লাহর কাছ অনকে বশে। ইসলামরে বর্তমান ইয়াহূদী খৃষ্টানরো তাে কাফরি বা অবশ্বাসী। তাদরে চয়ে মুসলমি উম্মাহ শ্রষ্ঠে এত কোনাে সন্দহে নই। আর ইসলামপূর্ব যুগরে ইয়াহূদী খৃষ্টানরো যারা কাফরি ছলি না, তাদরে চয়েওে মুসলমি উম্মাহ শ্রষ্ঠ। এটি এ হাদীস দয়িওে প্রমাণতি হলাে।

দুই. জুমার দনিরে ফযীলত জানা গলে। মুলত হাদীসটি জুমার দনি ফেযীলত সম্পর্কতি। উদ্দশ্যে হল**ে**। সাপ্তাহকি প্রার্থনার দনি নরিবাচন ইয়াহূদী ও
খৃষ্টানরো যমেন আমাদরে পছিন পেড়
গছে তেমেন কিয়ািমত দবিসওে তারা
আমাদরে পছিন থাকব। ইয়াহূদীরা
শুক্রবাররে পররে দনি সাপ্তাহকি
প্রার্থনা কর থোক। আর খৃষ্টানরে
শুক্রবাররে দু'দনি পর সাপ্তাহকি
প্রার্থনা পালন কর থোক।

আবু হুরায়রা ও হুযাইফা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে আরকেটি বর্ণনায় এসছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقَيْامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ».

"পৃথবীত বেসবাসকারী জাতগুলাের মধ্য আমাদরে আগমন সর্বশ্যে আর কয়িামতরে দনি আমাদরে ফয়সালা করা হব সেকল সৃষ্ট জীবরে পূর্ব"। [৩২]

হাদীস আর ে এসছে: ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ، يُقَالُ: أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ، وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأُوَّلُونَ »

"আমরা হলাম জাতসিমূহরে সর্বশষে। কন্তু কয়োমত আমাদরে হসাব সর্ব প্রথম করা হব।ে তখন বলা হব:ে উম্মী (আসল) জাত ওি তাদরে নবী কণেথায়? তাই আমরা সর্বশষে অথচ (মর্যাদায়) প্রথম"।[৩৩]

<u>হসাব-নকাশরে প্রকৃত</u>ি

আল্লাহ আহকামুল হাকমৌন সদেনি কম-বশে, ছোট-বড় সকল কাজ-কর্ম, কথা ও বশ্বাস সম্পর্ক জেজ্ঞাসা করবনে।

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

"মানুষরে হসিবি-নকিশিরে সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফরিয়ি রয়ছে"। [সূরা আল-আম্বয়াি, আয়াত: ১] আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ٢٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ٢٦﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦]

"নশ্চিয় আমারই নকিট তাদরে প্রত্যাবর্তন। তারপর নশ্চিয় তাদরে হসাব-নকাশ আমারই দায়ত্বে"। [সূরা আল-গাশিয়া, আয়াত: ২৫-২৬]

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ فَلَنَسَّلَنَ ٱلَّذِينَ أُرِسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسَّلُنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم وَلَنَسَّلُنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَمُ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ٧ ﴾ [الاعراف: ٢، ٧]

"সুতরাং আমরা অবশ্যই তাদরেকে জিজ্ঞাসাবাদ করব যাদরে নকিট রাসূল প্ররেতি হয়ছেলি এবং অবশ্যই আম রাসূলদরেক জেজ্ঞাসাবাদ করব। অতঃপর অবশ্যই আমা তাদরে নকিট জনে-ে শুন বের্ণনা করব। আর আমা তে অনুপস্থতি ছলাম না"। [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৬-৭]

﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذُ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٢٣ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذُ بَاسِرَةٌ ٢٤ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ٥٤ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذُ بَاسِرَةٌ ٢٤ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ٥٢ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٥]

"সদেনি কতক মুখমণ্ডল হবে হাস্য েজ্জল। তাদরে রবরে প্রতি দৃষ্টনিক্ষপেকারী। আর সদেনি অনকে মুখমণ্ডল হবে ববির্ণ-বিষন্ন। তারা ধারণা করবে যে, এক বপির্যয় তাদরে উপর আপততি করা হবে"। [সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ২২-২৫]

<u>অনুসারীরা নতোদরে প্রত্যাখ্যান</u> করব

দুনিয়াত যে সকল মানুষ আল্লাহক বাদ অন্যরে ইবাদত বন্দগৌ করছে কয়ািমতরে দনি তারা তাদরে অনুসারীদরে প্রত্যাখ্যান করব। এমনভািব আল্লাহর বিধি-বিধান না মনে যে সকল নতােদরে নরিদশে পালন করা হয়ছে তারাও সদেনি তাদরে প্রত্যাখ্যান করব।

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةُ لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزُّا ٨٦ كَلَّ سَيَكَفُرُونَ عِلَيْهِمْ ضِدًّا ٨٢ كَلَّ سَيَكَفُرُونَ عِلَيْهِمْ ضِدًّا ٨٢ ﴾ [مريم: ٨١، ٨٢]

"আর তারা আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ গ্রহণ করছে,ে যাতে ওরা তাদরে সাহায্যকারী হত পোর।ে কখনণে নয়, এরা তাদরে ইবাদাতরে কথা অস্বীকার করব এবং তাদরে বপিক্ষ হয় যোব"। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৮১-৮২]

﴿ وَيَوْمَ نَحۡشُرُ هُمۡ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ مَكَانَكُمۡ أَنتُمۡ وَشُرَكَآ وُكُمۡ فَزَيَّلۡنَا بَيۡنَهُمۡ وَقَالَ شُرَكَآ وُكُمۡ فَزَيَّلۡنَا بَيۡنَهُمۡ وَقَالَ شُرَكَآ وُكُمۡ فَزَيَّلۡنَا تَعۡبُدُونَ ٢٨ ﴾ [يونس: ٢٨]

"আর যদেনি আমরা তাদরে সকলক একত্র করব, অতঃপর যারা শর্কি করছে,ে তাদরেক বেলব, থাম, তণেমরা ও তণেমাদরে শরীকরা। অতঃপর আমি তাদরে মধ্য বেচ্ছদে ঘটাব। আর তাদরে শরীকরা বলব, তণেমরা তণে আমাদরে ইবাদাত করত েনা"। [সূরা ইউনূস, আয়াত: ২৮]

﴿إِذْ تَبَرَّاً ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ الْحَذَابَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ الْلَّمَنِابُ ١٦٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱلْمَعَدُابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٦٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ الْتَبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَا كَرَّةُ فَنَتَبَرَّا مَنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا أَكُولُكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرُتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُم كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرُتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧﴾ [البقرة: ١٦١، ١٦١]

"যখন অনুসরনীয় ব্যক্তরাি
অনুসারীদরে থকে আলাদা হয় যোব এবং তারা আযাব দখেত পোব।ে আর তাদরে সব সম্পর্ক ছন্ন হয় যোব।ে আর যারা অনুসরণ করছে,ে তারা বলব,ে যদি আমাদরে ফরি যোওয়ার সুয়োগ হত, তাহল আমরা তাদরে থকে আলাদা হয় যেতাম, যভোব তোরা আলাদা হয় গয়িছে। এভাব আল্লাহ তাদরেক তাদরে আমলসমূহ দখোবনে তাদরে আক্ষপেরে জন্য, আর তারা আগুন থকেবেরে হত পোরবনো"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৬-১৬৭]

﴿ وَلَوۡ تَرَىٰۤ إِذِ ٱلظُّلِمُونَ مَوۡقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمۡ يَرۡجِعُ بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضِ ٱلْقَوۡلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُحۡمِواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُحۡمِفُواْ اللَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُواْ اَنَحۡنُ صَدَدۡنَكُمۡ اللَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ اَلَّذِينَ اسۡتَكۡبَرُواْ بَلَ مَكۡرُ عَنِ ٱلۡقَوۡلَ اللَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلَ مَكۡرُ وَقَالَ ٱلۡذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلَ مَكۡرُ وَقَالَ ٱلۡذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلَ مَكۡرُ اللَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلَ مَكۡرُ اللَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلَ مَكۡرُ اللَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلَ مَكۡرُ اللَّذِينَ اللَّهُ وَنَجۡعَلَ لَهُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ وَنَجۡعَلَ لَهُ اللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُقَوْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالَالَالَٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ الْكَالَالَ وَاللَّهُ وَالْمُولَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَالِلَالَالِ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْ

"আর তুমি যিদি দেখেত যোলমিদরেকরে, যখন তাদরে রবরে কাছ দোঁড় করিয়ি দেওয়া হব তেখন তারা পরস্পর

বাদানুবাদ করত েথাকব।ে যাদরেক দুর্বল করে রাখা হয়ছেলি তারা অহঙ্কারীদরেক বেলব,ে তণেমরা না থাকল েঅবশ্যই আমরা মুমনি হতাম। যারা অহঙ্কারী ছলি তারা, তাদরেক বলবরে, যাদরেকরে দুর্বল কররেরাখা হয়ছেলি, তেনমাদরে কাছ হেদায়াত আসার পর আমরা কি তিনেমাদরেক তো থকে বোধা দয়িছেলাম? বরং তণেমরাই ছলি অপরাধী। আর যাদরেক দের্বল কর রোখা হয়ছেলি তারা, যারা অহঙ্কারী ছলি তাদরেক বেলব,ে বরং এ ছলি তেনাদেরে দনি-রাতরে চক্রান্ত, যখন তণেমরা আমাদরেক েআদশে দয়িছেলি েযনে আমরা আল্লাহক অস্বীকার কর িএবং তাঁর সমকক্ষ

স্থারি করা। আর তারা যখন আযাব দখেবতেখন তারা অনুতাপ গণেপন করব। আর আমা কাফরিদরে গলায় শৃঙ্খল পরিয়ি দেবি। তারা যা করত কবেল তারই প্রতফিল তাদরেক দেওেয়া হব"। [সূরা সাবা, আয়াত: ৩১-৩৩]

এসব আয়াত আমরা দখেলাম কীভাব অনুগত অনুসারীরা কয়িামতরে সময় পরস্পরক প্রত্যাখ্যান করব। যারা আল্লাহ তা আলার দীনক বোদ দয়ি বিভিন্ন পীর, দরবশে, নতো-নত্রী, দবে-দবীর অননুসরণ করছে তোদরে ও যারা অনুসৃত হয়ছে তোদরে অবস্থা এমনই হব কিয়ামতরে ময়দান। তারা সদেনি রাজাধরাজ আল্লাহ তা আলার সম্মুখ পরস্পরক প্রত্যাখ্যান করব। এক অন্যক দেশেষারণেপ কর ঝগড়ায় লপ্ত হব।

ফরিশিতাগণ মুশরকিদরে থকে দায়মুক্তরি ঘ**োষণা** দবি

আরবরে মুশরকিরা ফরিশিতাদরে-কথে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বল জ্ঞান করত। তাই তারা ফরিশিতাদরে পূজা করত। কিয়ামতরে দনি এে পূজ্য ফরিশিতাগণ মুশরকিদরে পুজার সাথ তাদরে কণেনণে রকম সম্পর্ক ছলিণে না বল ঘেথেষণা দবি।

এ প্রসঙ্গ েআল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ وَ يَوْمَ يَحْشُرُ هُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَّئِكَةِ أَهَوُ لَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُو الْ يَعْبُدُونَ ٤٠ قَالُو السُبْخَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن

دُونِهِم بَلْ كَانُواْ يَعَبُدُونَ ٱلْجِنَ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤَمِنُونَ الْجِنَ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤَمِنُونَ الْحِنَ الْحِنَ الْحِنَ الْحِنَ الْحِنْ الْحَادِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"আর স্মরণ কর, যদেনি তনি তািদরে সকলক সেমবতে করবনে তারপর ফরিশিতাদরেক বেলবনে, এরা কি তোমাদরেই পূজা করত? তারা (ফরেশেতারা) বলব,ে আপনি পবত্রির মহান, আপনহি আমাদরে অভভািবক, তারা নয়। বরং তারা জনিদরে পূজা করত। এদরে অধকািংশই তাদরে প্রতি সমান রাখত"। [সূরা সাবা, আয়াত: ৪০-৪১]

﴿فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَغْضِ نَّفَعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ٤٢﴾ [سبا: ٤٢] "ফল েআজ ত োমাদরে এক েঅপররে ক োন ো উপকার কংবা অপকার করার ক্ষমতা ক েউ রাখব েনা। আর আম যালমিদরে উদ্দশ্যে বেলব, ত োমরা আগুনরে আযাব আস্বাদন কর যা ত োমরা অস্বীকার করত ে'। [সূরা সাবা, আয়াত: ৪২]

ফরিশিতাগণ বলবনে, সুবহানাল্লাহ!
আমরা তেনা আপনারই বান্দা। আমরা
আপনারই ইবাদত করি। এরা কীভাবে
পূজা করলনে? আসল তোরা শয়তানরে
পূজা করছে। এর সাথা হে আল্লাহ
আমাদরে কনোননা সম্পর্ক নইে। মুল
কথা হলনো: আল্লাহ ব্যতীত যাদরে
ইবাদত-বন্দগৌ, পূজা-অর্চনা করা হয়
তারা সদেনি কনোননা উপকার আসব

না। না পূজাকারী কোনো উপকার পাব আর না পূজতি কোনো কাজ আসব।ে সবাই সদেনি অসহায় হয় থোকব।ে

মূর্তগুলে ো অক্ষমতা প্রকাশ করব

দুনিয়াত যোরা মূর্ত পুজা করছেলি কয়ািমত সেসকল মূর্তগুলণে তাদরে পূজারীদরে কণােনণে রকম সাহায্য করত অক্ষমতা প্রকাশ করব।

এ প্রসঙ্গ েআল্লহ তা'আলা বলনে,

﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُركَاءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ٥٢ ﴾ [الكهف: ٥٦]

"আর যদেনি তনি বিলবনে, তণেমরা ডাক আমার শরীকদরে, যাদরেক ত ে নিরা (শরীক) মন কেরত। অতঃপর তারা তাদরেক ডোকব,ে কন্তু তারা তাদরে ডাক সোড়া দবি েনা। আর আমি তাদরে মধ্য রেখে দেবে ধ্বংসস্থল"। [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৫২]

আল্লাহ তা'আলা আরণে বলনে,

﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ٢٤ ﴾ [القصص: ٢٤]

"আর বলা হব,ে তোমাদরে দবেতাগুলোকে ডোক, অতঃপর তারা তাদরেক ডোকব,ে তখন তারা তাদরে ডাক সোড়া দবিনো। আর তারা আযাব দখেত পোব।ে হায়, এরা যদি সিৎপথ প্রাপ্ত হত!" [সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত: ৬৪]

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ وَلَقَدۡ جِئۡتُمُونَا فُرَٰ دَىٰ كَمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةُ وَتَرَكۡتُم مَّا خَوَّلۡنَٰكُمۡ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمۡ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمۡ أَنَّهُمۡ فِيكُمۡ شُرَكُوۡ أَلۡقَد تَّقَطَّعَ بَيۡنَكُمۡ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمۡ تَزۡ عُمُونَ ٩٤﴾ [الانعام: ٩٤]

"আর নশ্চিয় তে।মরা এসছে আমার কাছ একা একা, যরেপ সৃষ্টা করছে আমরা তে।মাদরেক পেরথমবার এবং আমরা তে।মাদরেক যো দান করছে, তা তে।মরা ছড়ে রেখেছে তে।মাদরে পঠিরে পছেন। আর আমা তে।মাদরে সাথ তে।মাদরে সুপারশিকারীদরে দখেছা না, যাদরে তে।মরা মন করছে যা, নশ্চিয় তারা তোমাদরে মধ্য (আল্লাহর)
অংশীদার। অবশ্যই ছন্ন হয় গছে
তোমাদরে পরস্পররে সম্পর্ক। আর
তোমরা যা ধারণা করত,ে তা তোমাদরে
থকে হোরয়ি গেয়িছে"। [সূরা আলআনআম, আয়াত: ১৪]

কিয়ামতরে দিনি আল্লাহ তা'আলা
শরিককারীদরে বলবনে, দুনিয়াত
তেনেমরা যা সকল দবে-দবীে, মূর্তি,
মানুষ, জন্তু-জাননোয়ারক আমার সাথা
শরীক করত তোদরে থকে আজক
সোহায্য চাও। তাদরে-ক বেলনো
তানাদরে উদ্ধার করত। তখন
শরিককারীরা তাদরে ডাকবা, কন্তু
তারা কনোনা উত্তর দবিনো।

যারা ঈসা আলাইহসি সালামকে আল্লাহর পুত্র বল েগ্রহণ করছে তেনি তাদরে থকে সেম্পর্কচ্ছদেরে ঘোষণা দবিনে-

﴿ وَإِذَ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ النَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبُخَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمَتَهُ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ فَقَدْ عَلِمَتَهُ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ فَقَدْ عَلِمَتَهُ تَعَلَمُ ٱلْغُيُوبِ ١١٦ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَلْكُ أَنتَ عَلَّمُ الْعَيْوبِ أَلْكَ أَلْكُ أَنتَ عَلَيْهِمْ أَلَّكُ أَنتَ عَلَيْهِمْ أَلَى اللَّهُ رَبِّي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ أَمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ أَلَا اللّهَ رَبِّي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ أَلَا اللّهَ مَبِيدًا مَا دُمُتُ فِيهِمْ فَلَمّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيدٌ ١١٧ ﴿ ١١٤ عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيدٌ ١١٧ ﴾ [المائدة: عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيدٌ ١١١٧ ﴾ [المائدة: عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيدٌ ١١٧ ﴾ [المائدة:

"আর আল্লাহ যখন বলবনে, হ মোরইয়ামরে পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষদরেক বেলছেলি যে, তণেমরা

আল্লাহ ছাড়া আমাকতেও আমার মাতাকে ইলাহরূপ েগ্রহণ কর? স বলব,ে আপনি পিবত্রি মহান, যার অধকার আমার নইে তা বলা আমার জন্য সম্ভব নয়। যদি আমি তা বলতাম তাহল অবশ্যই আপন িতা জানতনে। আমার অন্তর েযা আছতে আপন জাননে, আর আপনার অন্তর েযা আছে তা আম জান িনা; নশ্চিয় আপন িগায়বৌ ব্ষিয়সমূহ সের্বজ্ঞাত। আম িতাদরেক কবেল তাই বলছে, যা আপন আমাক আদশে করছেনে যাে, তা মেরা আমার রব ও তেনমাদরে রব আল্লাহর ইবাদাত কর। আর যতদনি আমি তাদরে মধ্য ছলাম ততদনি আমি তাদরে ওপর সাক্ষী ছলিাম। অতঃপর যখন আপন

আমাক উঠিয়ি নেলিনে তখন আপনি ছিলনে তাদরে পর্যবক্ষেণকারী। আর আপনি সব কছুর উপর সাক্ষী"। [সূরা আল-মায়দো, আয়াত: ১১৬-১১৭]

ঈসা আলাইহসি সালাম কয়ািমতরে দনি বলবনে, হ েআল্লাহ! আম িকীভাব েবল, আমি আপনার পুত্র আর আমার মাতা মারইয়াম আপনার স্ত্রী। এটা বলার অধকার আমাক কে দেয়িছে?ে আপন ত ে জাননে আপন িযা আদশে করছেনে আমি শুধু সটোই বলছে। আমি তাদরে বলছে িআল্লাহ তা'আলা হলনে, আমার ও তে।মাদরে প্রভূ। তে।মরা তারই ইবাদত করে।ে। আর এটাই সঠকি পথ। যতদনি আম িতাদরে মধ্য ছেলাম ততদনি আপনা দিখেছে আমা কি বলছে

তাদরে। যখন আপন িআমাক নেয়ি আসলনে তখন থকে তোরা যা কছি করছে ওে বলছে সে সম্পর্ক আমার কোনণে দায়ত্ব নইে।

ভাবার ব্যায় হলেনে, মারইয়াম আলাইহাস সালাম ও ঈসা আলাইহসি সালামরে কত মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা দয়িছেনে। যারা তাদরে সম্মান বাড়াবাড় িকর েআল্লাহর সাথ েতাদরে শরীক বানাল ে আল্লাহ তাদরে শাস্ত দবিনে। কারণ, তারা আল্লাহর প্রত মথ্যা আর∙োপ করছে৷ে আল্লাহ যা বলনেন ধির্মরে ব্যাপার তোরা তা বলছে।ে তাই তারা মথি্যাবাদী। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলবনে,

﴿قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِفِينَ صِدَقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خُلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدُ ٱرَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمۡ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١١٩﴾ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١١٩﴾ [المائدة: ١١٩]

"আল্লাহ বলবনে, এটা হলণে সইে দনি যদেনি সত্যবাদীগণক তোদরে সততা উপকার করব। তাদরে জন্য আছে জান্নাতসমূহ যার নীচ প্রবাহতি হব নদীসমূহ। সখোন তোরা হব স্থায়ী। আল্লাহ তাদরে প্রতি সন্তুষ্ট হয়ছেনে, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ছে। এটা মহাসাফল্য"। [সূরা আল-মায়দো, আয়াত: ১১৯]

আল্লাহ তার প্রয়ি বান্দা ঈসা আলাইহসি সালামরে বক্তব্য সমর্থ কর েএ কথাটি বিলবনে। উম্মত েমুহাম্মদী কয়িামতরে দনি অন্য সকল জাতরি বরিদ্ধ সোক্ষ্য দবি

এটা মুসলমি উম্মাহর জন্য এক বশিষে মর্যাদা। কয়ািমত দবিস তোরা সকল জাতরি মথি্যাচাররে বপিক্ষ েসাক্ষ্য দবি।ে কয়িামতরে দনি যখন সকল নবী রাসূল ও তাদরে সম্প্রদায়ক েএকত্র করা হবে তখন ঐ সকল জাতরাি নবী রাসূলদরে আহ্বানরে ব্যিয়ট অস্বীকার করব।ে তারা বলব েআমাদরে কাছ েনৃহ আলাইহসি সালাম দাওয়াত পণেঁছে দয়েন। আবার কউে বলব আপন আমাদরে কাছ েহুদ, সালহে, শুআইব ক পাঠয়িছেলিনে হয়ত কন্তু তারা আমাদরে কাছ েআপনার বাণী পণেঁছ দয়েন। এভাব েতারা তাদরে নবী

রাসূলদরে মথি্যা প্রতপিন্ন করবে নজিদেরে বাঁচার তাগদি।ে তখন উম্মতে মুহাম্মাদী সকল নবীদরে পক্ষ আর তাদরে মথি্যাবাদী উম্মতদরে বপিক্ষ স্বাক্ষী দবি।ে

হাদীস এসছে: আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، يَا رَبِّ، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُجَاءُ بِكُمْ، فَتَشْهَدُونَ "، ثُمَّ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُجَاءُ بِكُمْ، فَتَشْهَدُونَ "، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: ١٤٣] - قَالَ: عَدْلًا - جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}

{لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَى النَّاسِ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ٣٤٣]

"কয়ািমতরে দনি নৃহ ক েডাকা হব। তাক েপ্রশ্ন করা হব,ে তুম িক তিনোমার দায়তিব পালন করছে ে বলবে, হ্যাঁ, হ েপ্রভূ। এরপর তার জাতকি েপ্রশ্ন করা হবে, সে কে তিনেমাদরে কাছে আমার বাণী পণেঁছ েদয়িছে?ে তখন তারা বলবমে না, আমাদরে কাছ েকনে সতর্ককারী আসনে।ি তখন আল্লাহ নৃহক বেলবনে, তণেমার স্বাক্ষী কারা? সে উত্তর দবি,ে মুহাম্মাদ ও তার উম্মত। তখন তে∙ামাদরে ডাকা হব আর ত•োমরা তার পক্ষ সোক্ষ্য দবি। এ কথা বলার পর রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ

আয়াতটি পাঠ করলনে: আর এমন ভাবে তেনােমাদরে আমা মধ্যবর্তী (ন্যায় পরায়ণ) জাত হিসাবে সৃষ্টা করছে। যাতে তেনােমরা মানুষরে উপর স্বাক্ষী হত পারনাে আর রাসূল তনােমাদরে উপর স্বাক্ষী হবনে"। [৩৪]

আর আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে আরকেট বির্ণনায় এসছে,ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওিয়াসাল্লাম বলছেনে,

«يَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُنِ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: فَيُقَالُ لَهُ: فَيُقَالُ لَهُ: هَنْ يَشْهَدُ هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: فَيَدْعَى مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُدْعَى مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُقَالُ لَهُ عَمْدُ وَأُمَّتُهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلَّغَ هَذَا قَوْمَهُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُقَالُ: فَيُقَالُ نَعُمْ. فَيُقَالُ: فَيُقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُقَالُ:

وَمَا عِلْمُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جَاءَنَا نَبِيُنَا، فَأَخْبَرَنَا: أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ ": {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ ": {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: ٣٤١] قَالَ: " يَقُولُ: عَدْلًا "، {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَى النَّاسِ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ٣٤١]

"কয়ািমতরে দনি নবীদরে ডাকা হব। কারণে সাথ একজন অনুসারী থাকব কারণে সাথ েথাকব দেজন আবার কারণে সাথ েথাকব েতনি জন বা এর বশে।ি তাদরে জাতকি ডোকা হব।ে তাদরে জজিঞাসা করা হবরে, এ ব্যক্ত িক তণেমাদরে কাছ েআমার বাণী পণেঁছ দয়িছেলি? তারা উত্তর দবি,ে না, আমাদরে কাছ আপনার বাণী পণেঁছ দয়েন। তখন নবীক েপ্রশ্ন করা হব তুম কি আমার বাণী পণেঁছ দেয়িছেণে?

সবেলবরে, হ্যা, দয়িছে। তখন তাকবেলা হব েতামার পক্ষ কে আছ স্বাক্ষী? তখন নবী বলবনে, আমার পক্ষ স্বাক্ষী আছে মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মত। তখন মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীদরে ডাকা হব।ে তাদরে জজ্ঞাসা করা হব এ ব্যক্ত কি তার জাতরি কাছ েআমার বাণী পণেঁছ েদয়িছে? তখন তারা বলব, হ্যাঁ, সতোর জাতরি কাছ আপনার বাণী পৌঁছ দেয়িছে। তখন তাদরে প্রশ্ন করা হব েতে মেরা এটা কীভাব জোনল? তারা উত্তর দবি,ে আমাদরে কাছে আমাদরে নবী এসছেলিনে, তনি আমাদরে বলছেনে, এ নবী তার জাতরি কাছ আপনার বাণী পণেঁছ দেয়িছে। এটা হল ো আল্লাহ তা আলার সইে বাণীর

প্রতফিলন: আর এমন ভিাবতে তেনাদেরে আমা মধ্যবর্তী (ন্যায়পরায়ণ) জাতা হিসাবে সৃষ্টা করছে। যাততে তেনামরা মানুষরে ওপর স্বাক্ষী হততে পারনো আর রাসূল তেনামাদেরে ওপর স্বাক্ষী হবনে"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩] [৩৫]

হসাব নকাশ যভোব েশুরু

এরপর আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদরে থকে হেসাব নতি েশুরু করবনে। যার হসাব কেঠণেরতা করবনে সজোহান্নাম প্রবশে করব।

হসািব নকিাশরে ভয়াবহতা সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা বলনে, ﴿ وَأَنذِرْ هُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٩ ﴾ [مريم: ٣٩]

"আর তাদরেক সেতর্ক কর দোও পরতাপ দবিস সম্পর্ক যেখন সব বিষয়রে চূড়ান্ত সদ্ধান্ত হয় যোব, অথচ তারা রয়ছে উদাসীনতায় বভিোর এবং তারা ঈমান আনছ নো"। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩৯]

﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ مِنَ خَيْرِ مُّحْضَرُا وَمَا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرُا وَمَا عَمِلَتُ مِنَ نَيْنَهُ أَمَدُا بَعِيدُآ عَمِلَتُ مِن سُوَء تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدُا بَعِيدُآ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةٌ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ٣٠﴾ [ال عمران: ٣٠]

"যদেনি প্রত্যকে েউপস্থতি পাব েয ভাল ে। আমল সে করছে এবং যথে মন্দ আমল সে করছে তো। তখন সে কোমনা করব,ে যদি মন্দ কাজ ও তার মধ্য বহুদূর ব্যবধান হত! আর আল্লাহ তোমাদরেক তোর নজিরে ব্যাপার সাবধান করছনে এবং আল্লাহ বান্দাদরে প্রত অত্যন্ত স্নহেশীল"। [সূরা আল েইমরান, আয়াত: ৩০]

হসািব নকািশ শুরু সম্পর্ক হোদীস এসছে: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ থকে বর্ণতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذًا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ».

"পাঁচটি প্রশ্নরে সম্মুখীন হওয়ার আগে কোনো মানব সন্তান কয়ািমতরে দনি পা নাড়াত পোরব নো। তাক প্রশ্ন করা হব জীবন সম্পর্ক; সে কে কাজ আয়ু শষে করছে? প্রশ্ন করা হব তোর যৌবন সম্পর্ক ; কি কাজ সে তোক বোর্ধক্য পে শৈছ দেয়িছে? প্রশ্ন করা হব তোর ধন-সম্পদ সম্পর্ক; কীভাব সে তো আয় করছে আর কি কাজ তো ব্যয় করছে? আর প্রশ্ন করা হব সে যো জ্ঞান অর্জন করছে সে মে োতাবকে কাজ করছে কে না?" [৩৬]

<u>এমনভাবে আজ ভুল েযাওয়া হবে</u>

হাদীস এেসছে: আবু হুরায়রা রাদয়িাল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে,

﴿ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: ﴿ هَلْ تُصْلَارُ وَنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظّهيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟ >> قَالُوا: لَا، قَالَ: ﴿فَهَلْ تُضْلَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟ ﴾ قَالُوا : لَا ، قَالَ: " فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضبَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، إِلَّا كَمَا تُضنَارُونَ فِي رُوْيَةِ أُحَدِهِمَا، قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ، فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ أَلَمْ أَكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأَزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَ الْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأُسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسِنَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ بِيلْقَى الثَّانِيَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأَزْرَوِّجْكَ، وَأَلْمَخِرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأُسُ، وَتَرْبَعُ، فَيَقُولُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ، فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ، وَ بِكِتَابِكَ، وَ بِرُ سُلِكَ، وَ صِلَّيْتُ، وَصِمُمْتُ، وَ تَصِدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَاهُنَا إِذًا، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الْأَنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي

نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ»

"সাহাবায় কেরোম প্রশ্ন করলনে: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি কিয়ামত দবিস আমাদরে প্রতপালক আল্লাহকে দখেত পোব ে!? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম বললনে: "আচ্ছা দুপুর বলো যখন মঘে না থাক েতখন সূর্যক দেখোর জন্য ক তিনেমাদরে ভীর করত হেয়? সাহাবায় কেরোম উত্তর বললনে, না। তারপর রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলনে: পূর্ণিমার রাত েযখন আকাশ মেঘে না থাক তেখন চাঁদ দখোর

জন্য কি তিনোমাদরে ভীর করত েহয়? সাহাবায়ে করোম উত্তর বেললনে: না। তারপর রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহ িওয়াসাল্লাম বললনে: যার হাত েআমার প্রাণ তার শপথ! ত েমাদরে প্রতিপালকক দেখোর জন্য সদেনি তণেমাদরে কণেনণে কষ্ট করত হবনো। যমেন সূর্য ও চন্দ্র দখোর জন্য তণেমাদরে কণেনণে কষ্ট করত হয় না। আল্লাহ এক বান্দার সাথ সাক্ষাত দবিনে। আল্লাহ বলবনে: হে ব্যক্ত আম কি তিনোমাক সেম্মানতি কর নি? আমা কি তিনেমাক নেতো বানাইন? আমা কি তিনেমাক বেবাহ করাইন। আম িক তিনেমার জন্য বাহনরে ব্যবস্থা কর িন?ি সব্েযক্ত

উত্তর দবি েঅবশ্যই আপন িকরছেনে। আল্লাহ তা'আলা বলবনে, তুম কি আমার সাথ েসাক্ষাতরে বশ্বাস রাখত?ে সবেলবরে, না। আল্লাহ তখন বলবনে: আজ আম তিনেমাক ভেল গলোম যমেন তুমি আমাক ভেল গয়িছেলি।ে এরপর দ্বতীয় এ ব্যক্তকি আনা হব।ে আল্লাহ বলবনে: হে ব্যক্ত আম কি তিনোমাক সেম্মানতি কর নি? আম কি তিনেমাক নেতো বানাই ন? আম কি তি।েমাক বেবাহ করাই ন। আম কি তিণেমার জন্য বাহনরে ব্যবস্থা কর িন? সে ব্যক্ত িউত্তর দবি েঅবশ্যই আপন িকরছেনে। আল্লাহ তা'আলা বলবনে, তুম কি আমার সাথে সাক্ষাতরে বশ্বাস রাখত?ে সবেলবরে,

না। আল্লাহ তখন বলবনে: আজ আম ত েমাক ভেল গলোম যমেন তুম আমাক ভুল গৈয়িছেলি। এরপর তৃতীয় এক ব্যক্তকি েসাক্ষাত দবিনে। আল্লাহ তা'আলা তাক অপর দুজনরে মত করইে প্রশ্ন করবনে। সবেলবরে, আম িআপনার প্রত বিশ্বাস রখেছে। আপনার কতিাব, আপনার রাস্লদরে প্রত বিশ্বাস রখেছে। সালাত পড়ছে, রে।যা রখেছে, দান-সদকা করছে। সাধ্যমত আপনার প্রশংসা করছে।ি তার উত্তর শুন েআল্লাহ বলবনে, তাই নাক? তাহল এখনই তােমার বরিদ্ধ স্বাক্ষী উপস্থতি কর।ি তারপর (তেনাের উত্তর সম্পর্কে) তুমি ভিবে দখেব। বলা হব,ে ক আছ েতার

সম্পর্ক স্বাক্ষ্য দবি? এরপর তার মুখ সীল কর দেওয়া হব। তার রান, তার গণেশত, তার হাড্ডকি বেলা হব, তোমরা কথা বলণে। এরা তাদরে জানা মত তথ্য দতি শুরু করব। এভাব আল্লাহ নজি স্বাক্ষ্য দওয়ার দায় থকে মুক্ত থাকবনে। আসল এ ব্যক্তটি ছিল দুনিয়ার জীবন মুনাফকি। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তার প্রত ক্রুদ্ধ হবনে"। [৩৭]

<u>এ হাদীসটি থিকে আমরা যা শখিত</u> পারলাম:

এক. কয়িামত দবিস েআল্লাহ তা'আলাক দের্শন করার জন্য সাহাবায় েকরোমরে প্রবল আগ্রহ। আল্লাহর সাক্ষাত লাভরে আকাংখা ঈমানরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরচিয়।

দুই. আল্লাহক দেখোর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তব উদাহরণ দয়ি বুঝিয়ি দেয়িছেনে। যা মুর্খ ও জ্ঞানী সকল মানুষরে বণেধগম্য। যখন তার একটি সৃষ্টিকি একত্র সকল মানুষ দখেত পোর তেখন স্রষ্টাক যে দখেত কারণে কষ্ট হবনো তা সহজইে বুঝা যায়।

তনি. যারা আল্লাহ তা'আলার সাথ সাক্ষাতরে প্রতি ঈমান রাখতে। না তারাও আল্লাহর সাক্ষাত পাবতেব সেটো তাদরে জন্য সুখকর হবনো। চার. যারা সমাজ, রাষ্ট্র বা প্রতৃষ্ঠানরে নতো তাদরে দায়তি্ব কর্তব্য সম্পর্ক বেশিষেভাব েপ্রশ্ন করা হব।

পাঁচ. মুনাফকিরা দুনিয়ার জীবন মুনাফিকী করে পার পয়ে গেলেও আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতরে সময় ধরা খয়ে যোব।

যার হসািব জেওয়াব চাওয়া হব েতাক আযাব দওেয়া হব

হাদীস এেসছে: উম্মুল মুমনীন আয়শো রাদিয়ািল্লাহু 'আনহা থকে বের্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে, ﴿لَيْسَ أَحَدُّ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} وَلَانشقاق: ٨] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدُ يُنَاقَشُ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدُ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِبَ»

"কয়িামতরে দনি যার হসািব তলব করা হব সেই ধ্বংস হয় যােব। আমি (আয়শাে) তখন বললাম, আল্লাহ তা 'আলা ক বিলনেন:ি আর যার ডান হাত আমল নামা দওেয়া হব তাের হসািব নওেয়া হব সেহজ ভাব?ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললনে: এখান আমলরে হসািব প্রদর্শনরে কথা বলা হয়ছে।ে যার হসিাবইে জওয়াব তলব করা হবে তাকে শোস্তা দিওেয়া হবে''। [৩৮]

<u>এ হাদীসটি থকে আমরা যা শখিত</u> পারলাম:

এক. কয়িামত েদনি যার হসািব নেয়ি পর্যাল•োচনা করা হব েতার রহােই নইে।

দুই. আমাদরে মুমনিদরে মাতা আয়শো রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইলম, প্রজ্ঞা, কুরআনরে জ্ঞান কতখানি ছিলি য েতনি কুরআনরে আয়াত দয়ি আেল্লাহর রাসূলরে কথা বিচার করত চেয়েছেন। তাই দীনি ক্ষত্রে বড়দরে সকল কথাই যাচাই বাছাই না কর মেনে নেতি হেব এ ধারনা সঠকি নয়। তনি. আল কুরআন যেখোন বেলা হয়ছে যোদরে ডান হাত আমল নামা দওেয়া হব তোদরে হিসাব সহজ করা হব,ে এর অর্থ হল ো তাদরে কাছ সহজ আমল নামা পশে করা হব।

চার. কয়িামতরে দনি যার হসািব পর্যালণেচনা করা হব সে আটক যাব।ে তাই আল্লাহ তা'আলার কাছ সর্বদা বনাি হসািব জোন্নাত লাভরে প্রার্থনা করা উচতি।

সদেনি আল্লাহ ও বান্দার মধ্য কেনেনে দেভোষী থাকবনো

সদেনি আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার সাথ েসরাসর কিথা বলবনে। কণেনণে মাধ্যমরে প্রয়ণেজন হবনো। হাদীস এসছে: আদী ইবন হাতমে রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ "

"তোমাদরে মধ্য প্রতটি ব্যক্ত সিদেনি আল্লাহ তা আলার সাথ সেরাসর কথা বলব। কোনো দোভাষী বা মধ্যস্থ থাকবনো। মানুষ তখন তার ডান দকি তোকাব দেখেত পোব শুধু তাদরে প্ররেতি কর্ম। আর বাম দকি তোকাব দেখেব শুধু নজি কৃত কর্ম।

সামনরে দকি তোকাব দেখেব শুধু জাহান্নামরে আগুন। কাজইে তামেরা আগুন থকে সোবধান হও নজিদেরে বাঁচাও যদ একটি খিজুেররে টুকরা দান করার বনিমিয়ওে হয়"।[৩৯]

<u>এ হাদীসটি থকে আমরা যা শখিত</u> পারলাম:

এক. সামান্য নকে আমলরেও অবজ্ঞা করা উচতি নয়। সুয়ণেগ আসা মাত্রই যা কোনো নকে আমল করা উচতি। কউে যদ একটি খজেররে অংশ দান করার সুয়ণেগ পায় তাহলতো দান করে হলওে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও জাহান্নামরে আগুন থকে বাঁচার চষ্টা করা উচতি। সদেনি প্রথম যাে বিষয়টরি হসািব নওেয়া হবা

সদেনি প্রথম যা বেষিয়টরি হসাবি নওেয়া হবা তা হলাে, সালাত। যদি এটি শুদ্ধভাবা কবুল হয় তবা তার সকল আমল শুদ্ধ বলাে ধরা হবা। আর যদি এট বরবাদ হয়া যায় তখন সকল আমলই বরবাদ হয়া যাবা।

হাদীস এেসছে: আনাস ইবন হাকীম আদ-দবী যনি যিয়াদ অথবা ইবন যয়ািদরে ভয় মেদীনাত এেসছেলিনে ও আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু এর সাথ সোক্ষাত করলনে, তনি বিলনে, হ যুবক! আমা কি তিনামাক একটি হাদীস শুনাবনে? আমা বিললাম, অবশ্যই শুনাবনে। আল্লাহ আপনার প্রতরিহম করুন! তনি বিললনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ ﴾، قَالَ: " يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لَمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةٍ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا ؟ فَإِنْ كَانَتُ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ كَانَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعُ ، قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعُ ، قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ

"মানুষরে আমলরে মধ্য প্রথম য বেষিয়টরি হসািব নওেয়া হব তোহল, সালাত। আমাদরে প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা নজি ভোল োমত জানা সত্বওে তার ফরিশিতাদরে বলবনে: আমার এ
বান্দার সালাতরে প্রতি তাকাও। সে
সালাত পূর্ণ করছে তো ত্রুটি কিরছে?
যদি সি তো পূর্ণ কর থোক তোর
ব্যাপার পূর্ণতা লখে দোও। আর যদি
সি ত্রুটি কির থোক তোহল তোর নফল
সালাতরে প্রতি খিয়োল কর ো। তার
নফল থকে ফেরজরে অপূর্ণতা পূর্ণ
কর দোও। এরপর তার সকল আমলই
এভাব মুল্যায়ন করা হব"। [80]

সহজ হসাব

অনকে ঈমানদার মানুষ যারা পাপাচার লপিত হয়ছেলি আল্লাহ তাদরে পাপগুলণে স্মরণ করয়ি দেবিনে ও ক্ষমা কর জোন্নাত দান করবনে। হাদীস এসছে: আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি তনি বলনে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক বেলত শুনছে, তনি বিলছেনে,

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَعُمْ أَيْ رَبّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَعْمْ أَيْ رَبّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَعْمْ نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُ هَا لَكَ البَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: { هَوُلاَءِ الَّذِينَ لَلْكَافِرُ وَالمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: { هَوُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَهُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَهُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } [هود: ١٨] »

"আল্লাহ ঈমানদারদরে কাছাকাছি হবনে। নজিরে উপর একটা পর্দা রখে দেবিনে। আর তাক বেলবনে, তুমি কি সিইে

পাপটি সম্পর্ক জোন ো? সইে পাপটরি কথা কি তি∙োমার মন েআছ?ে স েউত্তর বলব,ে হ্যা, প্রভূ। এভাব সে সেকল পাপরে কথা স্বীকার করব।ে আর ধারনা করব আম ধ্বংস হয় গছে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাক বেলবনে, আম দুনয়িতে তেনিমার পাপগুলনে গণেপন রখেছে িআর আজ তা ক্ষমা কর দলািম। এ কথা বল েতার নকে আমলরে দফতর তাক দেওেয়া হব।ে আর যারা কাফরি বা মুনাফকি সকলরে সামন তাদরে ডাকা হব। ফরিশিতারা বলবে, এরাইত ো তাদরে প্রতিপালক সম্পর্ক মথি্যা বলছে। জালমিদরে উপর আল্লাহর অভসিম্পাত"।[8১]

কিয়ামতরে ভয়াবহতায় আরণে গতি সঞ্চয় করব আল্লাহ তা'আলার ক্রণেধ। যমেন আমরা উপররে হাদীসগুলণেত দেখেলাম। শাফা'আত সম্পর্কতি হাদীস দেখেলাম সকল নবীই বলবনে, আজ আমার প্রভূ আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রণেধান্বতি হয়ছেনে। আমাদরে সকলরে কর্তব্য হব আল্লাহ তা'আলার ক্রণেধ থকে তোঁর কাছইে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

প্রথম যে বেষিয় েফায়সালা হব

হাদীস এসছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, তনি বিলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ ﴾

"কয়িামতরে দনি প্রথম যবেষিয় মানুষরে মধ্যফেয়সালা করা হবতো হবরেক্তপাতরে বচাির"।[৪২]

বশিষে জ্ঞাতব্য: একটি হাদীস বেলা হল ো, প্রথম ফয়সালা হব সোলাত সম্পর্ক।ে এ হাদীস বেলা হল ো, প্রথম ফয়সালা হব রেক্তপাত ও হত্যার।

এ দু'হাদীসরে মধ্য কেনেননে বলৈরতি্য নইে। প্রথম হাদীস আল্লাহ তা'আলার হক বা অধকার সম্পর্ক বেলা হয়ছে।ে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হক বা

অধকাির বষিয়ে প্রথম হসািব হব সালাতরে। আর মানুষরে অধকাির ক্ষুন্নরে ব্যিয়ে প্রথম ব্চার হ্ব রক্তপাত ঘটানে। ও হত্যাকান্ডরে। মানুষরে অধকাির হরনরে প্রতকাির প্থবিতি বেস এক জন মানুষ অন্যজনরে প্রতি যি যুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন করছে,ে অধকাির ক্ষুন্ন করছে,ে সম্পদ ও সম্মানরে ওপর য আঘাত করছে তোর বচার হব কিয়ামতরে দনি। এ বচাররে ধরণ সম্পর্ক েহাদীস এেসছে: আবু হুরায়রা রাদয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

«مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَجِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ»

"যবে্যক্তি তার ভাইয়রে প্রতি কনেনে অন্যায় করছে,ে অথবা তার সম্মানহানী করছে কেংবা অন্যকণেনভাব েতার ক্ষত িকরছে সে যনে যদেনি কণেনণে টাকা-পয়সা কাজে আসবনো সদেনি আসার পূর্ব আজই (দুনয়িাত েথাকাবস্থায়) তার প্রতকাির কর েনয়ে। কয়ািমতরে বচাির অন্যায়কারীর কণেনণে নকে আমল থাকলতো থকে েক্ষতগ্রস্ত ব্যক্তরি পাওনা আদায় করা হব।ে আর যদি

অন্যায়কারীর নকে আমল না থাকে তাহল কে্ষতগি্রস্ত ব্যক্তরি পাপগুলণে তার উপর চাপয়ি দেওেয়া হব"।[8৩]

হাদীস আরণে এসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ ﴾ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْ هَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِلَاةٍ ، وَصِيَامٍ ، وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْظَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِ حَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِ حَ فَي النَّارِ »

"ত∙োমরা কি জান দরদ্রি অসহায় ব্যক্ত কি?ে সাহাবায় কেরোম বললনে, আমাদরে মধ্যদেরদির অসহায় ব্যক্ততিণে সে যোর কণেনণে টাকা পয়সা বা সম্পদ নইে। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম বললনে: আমার উম্মতরে মধ্য সত্যকাির দরদি্র অসহায় হলণে সইে ব্যক্ত যি কেয়ািমতরে দনি সালাত, সয়ািম ও যাকাতসহ অনকে ভালণে কাজ নয়ি েউপস্থতি হব,ে অথচ দুনয়ািত বেস সে কাউক গোল িদিয়িছেলি, কারণে প্রত অপবাদ দয়িছেলি, করণে সম্পদ আত্নসাত করছেলি, কারণে রক্তপাত ঘটয়িছেলি, কাউক েমারধ ের করছেলি ফলতোর নকে আমলগুলাে থকেনেয়ি

তার দ্বারা ক্ষতগি্রস্ত ব্যক্তদিরে পাওনা আদায় করা হব। এভাব যেখন তার নকে আমলগুলণা শষে হয় যোব ক্ষতগি্রস্তদরে দওেয়ার জন্য আর কছি থাকব নো তখন তাদরে পাপগুলণে তাক দেওয়া হব ফল জোহান্নাম নিক্ষপি্ত হব"।[88]

<u>এ হাদীস দুটণো থকে আমরা যা শখিত</u> পারলাম:

এক. গুনাহ, পাপ বা অপরাধ দু প্রকার।
প্রথম প্রকার হল ো যা দ্বারা আল্লাহ
তা 'আলার অধকার বা হক ক্ষুন্ন হয়।
যমেন শর্কি করা, সালাত পরতি্যাগ
করা, হজ আদায় না করা ইত্যাদ।ি আর
দ্বতীয় প্রকার হল ো যা দ্বারা

মানবাধকার বা হুকুকুল ইবাদ ক্ষুন্ন হয়। যমেন, করণে সম্পদ দখল করা, গাল দিওেয়া, মারধণের করা ইত্যাদ।ি প্রথম প্রকাররে পাপগুলণে ক্ষমা করা আল্লাহর দায়তি্বে থাক।ে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করল এগুলণে ক্ষমা কর দেতি পোরনে। আর দ্বতীয় প্রকার পাপগুলণে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবনে না। যতক্ষণ না ক্ষতগ্রিস্ত ব্যক্ত ক্ষমা না কর।ে

দুই. দুনয়ািত বেস মৃত্যুর পূর্বইে ক্ষতগি্রস্ত ব্যক্তদিরে ক্ষতপূিরণ আদায় করত হেব।ে বা তার কাছ থকে দোবী ছাড়য়ি নেতি হেব।ে তনি. যার মাধ্যমে ব্যক্ত ক্ষতগিরস্ত হয়ছে তোর নকে আমল বা সংকর্ম থকে ক্ষতগি্রস্ত ব্যক্তদিরে পাওনা পরশিণেধ করা হব। এমন পাওনা পরশিণেধ করত করত যদি নকে আমলগুলণে শ্যে হয় যোয় তাহল ক্ষতগি্রস্ত ব্যক্তরি পাপগুলণে তার উপর চাপয়ি দেয়ি তোর পাওনা পরশিণেধ করা হব।

চার. আল োচতি ব্যক্ত ি আসল ধেনীই ছলি। তার অনকে নকে আমল ছলি। কন্তু এগুলাে এমনভাব ে আর এমন সময় নেঃশষে হয় গেলে যা, তা অর্জনকরার আর কোনাে পথই থাকলাে না। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্তকি

সত্যকার অসহায় বলছেনে। কারণ
দুনিয়াত কেউে নিঃস্ব হয় গেলে সে
আবার পরশ্রম কর সেম্পদ অর্জন
করত পোর।ে কন্তু বিচার দবিস কেউে
নিঃস্ব হয় গেলে তোর সামন আর
সম্পদ অর্জনরে সুয়োগ থাক নো।

পাঁচ. রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামরে এ হাদীস আমাদরেক
মানুষরে অধকাির রক্ষার ব্যাপার
যত্নবান হত নের্দিশে দয়ে। মানুষরে
সম্মান, সম্পদ, শরীর সবকছি আমাদরে
জন্য হারাম করা হয়ছে।ে এগুলণাের
কণেনটি ক্ষতগি্রস্ত করল
মানবাধকাির লংঘতি হয়।

যারা লণেক দখোনারে জন্য নকে আমল করতণে কয়িামত েতাদরে বচার

হাদীস এসছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামক বেলত শুনছে তিনি বিলছেনে,

﴿إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّ فَهُ نِعَمَهُ فَعَرَ فَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَرْبِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَلْقِي فِي النَّارِ، وَرَجُلُ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَ فَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: فَعَرَ فَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَلِي بَعِلَى الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكَنَّكَ تَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأَتْ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأَتُكَ كَذَبْتَ، وَلَكَنَّكَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأَتُكَ لَكُنَّكُ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأَتُكَ لَكُنَّكُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأَتُكُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأَتُكُ لَكُنَاكُ وَقَرَأَتُكُ فَيْكَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئَ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُو قَارَئَ لِيُقَالَ: هُو قَارَئَ لِيُقَالَ: هُو قَارَئَ لِيُقَالَ: هُو قَالَ عَمْ لَيُقَالَ: عَلَيْهُ أَمْرَ بِهِ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُو قَارَئَ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ

فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلُ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ أَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا إِلَّا فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ فِيهَا إِلَّا فَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا فَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: فَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُمْرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُمْرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمُّ أُلُولٍ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلُولٍ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلُولٍ »

"কিয়ামতরে দনি সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হেচ্ছ এেমন ব্যক্ত যি শহীদ হয়ছেলি। তাক হোজরি করা হব এবং আল্লাহ তার নিয়ামতরে কথা তাক বেলবনে। এবং সতোর প্রতি সকল নিয়ামত চনিত পোরব।ে তখন আল্লাহ তাক বেলবনে তুমি কি কাজ কর এেসছে? সবেলব, আমি তিনামার পথ যুদ্ধ করছে, শষে পর্যন্ত শহীদ হয়ছে।ি আল্লাহ বলবনে: তুমি মিথ্যা বলছে,

তুম তিণে যুদ্ধ করছে লণেক তেণেমাক বীর বলব েএ উদ্দশ্যে। আর তা বলা হয়ছে। অতঃপর নরিদশে দওেয়া হবে, এবং তাক েটনে উপুর কর জোহান্নাম নক্ষিপে করা হব।ে তারপর এমন ব্যক্তরি বচাির করা হবে, যে নজি জ্ঞান অর্জন করছে ওে অন্যক শক্ষা দয়িছে এবং কুরআন তলিওয়াত করছে। তাক হোজরি করা হব। আল্লাহ তাক তোর নয়ািমতরে কথা স্মরণ করিয়ি দেবিনে। সে স্বীকার করব। তাক জেজ্ঞসে করবনে কি কাজ কর এসছে? সবেলব আমজ্ঞান অর্জন করছে,ি অন্যকে শেখিয়িছে এবং আপনার জন্য কুরআন তলিাওয়াত করছে। আল্লাহ বলবনে, তুম মিথ্যা

বলছে। তুমজি্ঞান অর্জন করছে এ জন্য যলেেকে তেনেমাক জ্ঞানী বলব।ে কুরআন তলি।ওয়াত করছে এ উদ্দশ্যে যে, লেকে তেনিমাক কোরী বলব।ে আর তা বলা হয়ছে।ে এরপর নরিদশে দওেয়া হব েতাক উপুর কর জাহান্নাম েনক্ষপে করার জন্য। তারপর বচাির করা হবে এমন ব্যক্তরি, যাক েআল্লাহ দুনয়ািত সেকল ধরণরে সম্পদ দান করছেলিনে। তাক েহাজরি কর আল্লাহ ন িআমতরে কথা স্মরণ কর্য়িদেবিনে। সেকেল নওেয়ামত স্মরণ করব।ে আল্লাহ বলবনে, ক কর এেসছে? স বেলব,ে আপন যি সেকল খাত েখরচ করা পছন্দ করনে আমি িতার সকল খাত সেম্পদ ব্যয় করছে, কবেল

আপনারই জন্য। আল্লাহ বলবনে তুমি মিথ্যা বলছে। তুমি সম্পদ এ উদ্দশ্যে খেরচ করছে যা, লোকতেোমাকতে দানশীল বলব।ে আর তা বলা হয়ছে।ে এরপর নরি্দশে দওেয়া হবা, এবং তাকেউপুর কর জোহান্নাম নেক্ষপে করা হব"।[৪৫]

হ আদম সন্তান! আমা অসুস্থ হয়ছেলাম তুমা আমার সবো কর ন

আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, তনি বিলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مُرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ؟

وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عَدْتَهُ فَلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ فَلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: فَلَمْ قَالْ: فَلَمْ تَسْقِدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِدِي، فَلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِدِي، فَالْنُ، فَلَمْ تَسْقِدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: يَا اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي»

"কয়িমতরে দনি আল্লাহ তা'আলা বলবনে, হে মানব সন্তান! আমা অসুস্থ হয়ছেলাম, তুমা আমার সবো করণে না। মানব সন্তান বলব,ে হে আমার প্রভূ! কীভাবে আমা আপনার সবো করব, আপনতিণে সৃষ্টকুলরে প্রতপালক? আল্লাহ বলবনে: তুমা কি জানতনো য

আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়ছেলিনে? তুম তিনে তাক সেবাে করনে ন। তুম কি জানত েনা, যদ িতার সবো করত তোহল তোর কাছ আমাক পতে? হ েমানব সন্তান! আমি খাবার চয়েছেলাম, তুম িআমাক খোদ্য দাও ন। মানব সন্তান বলবং, হে আমার প্রভূ! কীভাব আমি আপনাক খোদ্য দবে, আপনতি ে সৃষ্টকুলরে রব? আল্লাহ বলবনে: তুম কি জানত েনা য েআমার অমুক বান্দা খাবার চয়েছেলিে।? তুম ত ে। খাবার দাওন। তুম কি জানত েনা, যদি তাকে খোবার দতি তোহল তো আমার কাছ পেতে? হ মানব সন্তান! আম পান পান করত েচয়েছেলাম, তুম আমাক পোন পোন করাওন। মানব

সন্তান বলবে, হে আমার প্রভূ! কীভাবে আমি আপনাক পোনী পান করাবে।, আপনতি া সৃষ্টকুলরে প্রতপালক? আল্লাহ বলবনে: তুমি কি জানত নো যা আমার অমুক বান্দা পিপাসতি ছলি? তুমি তে া তাক পোনী পান করাও নি। তুমি কি জানত না, যদি তাক পোনী পান করাও তে তাহল তো আমার কাছ পতে?" [8৬]

এ হাদীস থকে আমরা জানত পোরলাম, কউে অসুস্থ হয় পেড়ল, ক্ষুধা-পিপাসায় কষ্ট পলে সেবো ও সাহায্য পাওয়া তার একটি অধকার। সামর্থ থাকা সত্বওে এ অধকার আদায় না করল কেয়ািমতরে দনি আল্লাহর কাছ জওয়াব দতি হেব। জান্নাত ও জাহান্নাম েএক মুহুর্তরে অনুভূত

আনাস ইবন মালকে রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বিলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«يُوْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُوْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُوْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُوْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُوْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيُقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ، وَلَا وَأَيْتُ شِدَّةً قَطْهُ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطْهُ،

"কয়ািমতরে দনি পৃথবীির সবচয়ে ধনবান সৃখী ব্যক্তকি েউপস্থতি করা হব। তাক জোহান্নাম একটি চি োবান দয়িটেঠানণে হব।ে অতঃপর তাক প্রশ্ন করা হবে, তুম িক িখনো কল্যাণ দখেছেনে? তুম কি কিখননে সুখ-শান্ত পিয়েছেনে? সে উত্তর বেলবরে, না আল্লাহর শপথ! হে রব। এরপর পৃথবীর সবচয়ে হেতভ্যাগ্য ও দরদ্র ল েকটকি উপস্থতি করা হব। য জান্নাত লাভ করছে।ে তাক জোন্নাত একটি চুবানি দিওেয়া হব।ে অতঃপর তাক প্রশ্ন করা হব,ে তুম কি কিখন ো অভাব দখেছেণে? তুম কি কিখনণে কষ্ট েপততি হয়ছেলি?ে স েউত্তর বলবে, না, আল্লাহর শপথ হে রব! আমি পৃথবীত কেখন । কষ্ট দখে নে। কখন**ো** বপিদ েপড়ি নি[?]'।[89]

এ হাদীসদে দু'ব্যক্তরি দৃষ্টান্ত তুলদের হয়ছে। প্রথম ব্যক্তি জাহান্নামরে আযাবরে একটু ছনোয়া পয়ে পৃথবীর সকল সুখরে কথা একবোর ভুল যোব। আর দ্বতীয় ব্যক্তি জান্নাতরে একটু ছনোয়া পয়ে পৃথবীর সকল দুঃখ কষ্টরে কথা ভুল যোব।

আনাস ইবন মালকে রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বিলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ خَيْرُ مَنْزِلِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ خَيْرُ مَنْزِلٍ، فَيَقُولُ: مَا أَسْأَلُ وَأَتَمَنَّى مَنْزِلٍ، فَيَقُولُ: مَا أَسْأَلُ وَأَتَمَنَّى إِلَى الدُّنْيَا، فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ إِلَى الدُّنْيَا، فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ

مَرَّاتٍ، لِمَا بَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، وَيُوْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكِ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، شَرُّ مَنْزِلٍ، فَيَقُولُ لَهُ: أَيْ رَبِّ، شَرُّ مَنْزِلٍ، فَيَقُولُ لَهُ: أَيْ لَهُ: أَتَفْتَدِي مِنْهُ بِطِلَاعِ الْأَرْضِ ذَهَبًا؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، نَعَمْ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، نَعَمْ، فَيَقُولُ: كَذَبْتَ، قَدْ سَأَلْتُكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ رَبِّ، نَعَمْ، فَيَقُولُ: كَذَبْتَ، قَدْ سَأَلْتُكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَيْسَرَ، فَلَمْ تَفْعَلْ فَيُرَدُّ إِلَى النَّارِ »

"কিয়ামতরে দনি জান্নাত লাভকারী এক ব্যক্তকি উপস্থতি করা হব। তাক বেলা হব, হে মানব সন্তান! তুম তিনামার ঘর কমেন পয়েছেনে? সে উত্তর বেলব, হে প্রভূ! সর্বনে প্রৃষ্ট ঘর পয়েছে। আল্লাহ তা আলা তাক বেলবনে, কছি চাও, কছি আকাংখা করনে। সি উত্তর বেলব আমা কিছি চাই না, কছিই আকাংখা কর না। শুধু আকাংখা কর যিদ আমাক প্থবীত

ফরেৎ পাঠয়িদেতিনে আর আম আপনার পথ দেশবার নহিত (শহীদ) হত পারতাম। সথে কথা বলব যেখন জান্নাত শেহীদরে মর্যাদা দখেত পোব। এরপর জাহান্নামীদরে থকে এক ব্যক্তকি েউপস্থতি করা হব।ে তাক বলা হবে হে মানব সন্তান! তেমার ঠিকানা কমেন পয়েছে ে সেবলব্রে সবচয়ে েনকিষ্ট স্থান পয়েছে।ি তাক প্রশ্ন করা হবে পৃথবীি প্রমাণ স্বর্ণ খরচ কর হেল েও তুম কি এ অবস্থান মুক্ত কিমনা করব?ে সবেলব,ে হ্যাঁ, হে প্রভূ! আল্লাহ বলবনে, তুম মিথ্যা বলছেনে। জাহান্নাম থকে মুক্তরি বনিমিয় েতে মার কাছ েএর চয়ে অনকে কম ও অনকে সহজ ব্ষয় চাওয়া

হয়ছেলিনে তা-ই তুমি পারনে ন। এরপর তাক আবার জাহান্নাম ফেরেত পাঠাননে হব"।[৪৮]

এ হাদীস থকে েআমরা জানত েপারলাম, একজন জান্নাতী ব্যক্ত পৃথবীর কে। কছি আকাংখা করব েনা। শুধু আল্লাহর পথ েযুদ্ধ কর েনহিত হওয়া কামনা করব।ে কারণ, সথেযখন কয়ািমতরে দনি শহীদদরে অভাবনীয় মর্যাদা দখেব তেখন এটা ছাড়া আর কছি কামনা করবনো। এ হাদীস দ্বারা আমরা আল্লাহর পথ েযুদ্ধ কর েশহীদ হওয়ার ফ্যীলত ও মর্যাদা জানতে পারলাম।

জাহান্নাম মুক্তি ও জান্নাত লাভ করার জন্য চষে্টা-প্রচষে্টা করা খুব কঠনি কাজ নয়।

<u>তাওহীদরে মূল্যায়ন</u>

তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে অবচিল বশ্বাস দীন ইসলামরে সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্ষিয়। যার তাওহীদী আকীদা-বশ্বাস সেমস্যা আছতোর কণেনণে নকে আমল কাজে আসব েনা। দুনিয়া পরিমাণ সম্পদ ছদকা বা আল্লাহর পথনেজিরে প্রাণ ও সম্পদ সবকছি কুরবানী দলিওে নয়। অপরপক্ষ েযারা তাওহীদী-আকীদা বশ্বাস নরিভজোল হবতে এর ওপর অবচিল থাকব তোর অন্য কণেনণে নকে আমল না থাকলওে তাওহীদরে কারণে সে একদনি জাহান্নাম থকে মুক্তা পাব। কয়িামত পরবর্তী বাচারওে তাওহীদরে মূল্যায়ন করা হব গুরুত্বরে সাথ। হাদীস এর দৃষ্টান্ত এভাব এসছে: আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদয়িাল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি যে তিনি বিলনে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক বলত শুনছে,

﴿إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَي رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ نِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلَّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ سِجِلَّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ فَيَقُولُ: لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَهُ الللللَهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ اللللللَهُ الللَّهُ اللللللَهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللَهُ الللللَهُ الللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللللَهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللِهُ اللللَهُ الللللللْهُ الللللللَهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللل

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَرْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ "، قَالَ: «فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ "، قَالَ: «فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَتَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ السِّجِلَّاتُ وَتَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ السِّجِلَّاتُ وَتَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ السِّجِلَاتُ وَتَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ السِّمِ اللَّهِ السَّمِ اللَّهِ السَّمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

"কয়িমতরে দনি আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষরে মধ্য থকে এক ব্যক্তকি মুক্তা দিবিনে এভাব যে তার সামন নেরানব্বইটা পাপরে দফতর উপস্থতি করা হব।ে প্রতটি দিফতররে পরধি হিব চেণেখরে নজররে পরধিরি মত বশাল। আল্লাহ তা'আলা তাক বেলবনে, তুমা কি এর কণেনটি অস্বীকার করণে? আমার লখেক ফরিশিতারা কি তণেমার প্রতি অন্যায় কর এসব

লখিছে?ে সে উত্তর বেলব,ে না, হ আমার প্রভূ! আল্লাহ বলবনে এসব পাপরে ব্যাপার তেনেমার কনেননে যুক্তসিঙ্গত কারণ বা বক্তব্য আছে? স েউত্তর বেলব,ে না, হ আমার রব! আল্লাহ তা'আলা বলবনে, তাহল েশনে, ত েমার জন্য আমার কাছ েএকট িমাত্র নকে আমল আছ।ে আর আজ তে।মার প্রত কিনেনে। যুলুম করা হবনো। এরপর আল্লাহ একটা টকিটে বরে করবনে। তাত েলখো আছ,ে আম স্বাক্ষ্য দচ্ছি যি আল্লাহ ব্যতীত কেনেনে ইলাহ নইে। আরনে স্বাক্ষ্য দচ্ছি যি,ে মুহাম্মাদ আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল। এরপর আল্লাহ বলবনে, আম িএ টকিটেটরি ওযন দবে।

ল∙োকটবিলব,ে হে আমার প্রভূ! এ টকিটেটরি সাথ এতগুল∙ো বশাল দফতররে ওয়ন দলি কৌ লাভ হব? আল্লাহ তা'আলা বলবনে, তেনিমার উপর কণেনণে যুলুম করা হবনো। এই টকিটেট এক পাল্লায় রাখা হব আর পাপরে দফতরগুল∙ো রাখা হব েঅন্য পাল্লায়। টকিটেটরি পাল্লা ভারী হয়ে যাব।ে আসল েআল্লাহ তা'আলার নামরে সামন কেনেনে কছি কি ভারী হত পার?ে"[8৯]

এ হাদীস আমরা দখেলাম আল েচ্য ব্যক্ত পাহাড়সম পাপ করছেলি।ে। কন্তু আল্লাহর একত্ববাদ তোর বশ্বাস ছলি নরিভজোল। তার বশ্বাস ছলি শরিকমুক্ত। সবেশিবাসী ছলি

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামরে রসোলাতরে প্রত্তি। এ কারণ েস মুক্ত পিয়ে গেছে।ে আমরা ক পরেছে আমাদরে তাওহীদক েনরিভজোল করত?ে আমরা কি পরেছেছিোট-বড় সকল শর্কি থকে সের্বদা নজিকে পবত্র রাখত?ে আসল আমরা পার িন। কখনে জনে কেখনে না জনে বুঝে আমরা বভিন্ন শরিক েলপিত হয়ে পড়ছ। আল্লাহক ভোল োবাসত যয়ে, তার রাস্লরে প্রতিম্হাব্বাতরে প্রকাশ করত েযয়েওে আমরা অহরহ শরিক লপ্ত হচ্ছ।ি তাই আমাদরে সকলরে উচতি বার বার নজিরে তাওহীদ বশ্বাসক েযাচাই কর েনওয়া। শরিকরে ধার কোছওে না যাওয়া। যদ কিখন।

কউে বল,ে এটা শর্কি। ব্যস, সাথ সোথ তো পরহাির করা।

আল েচ্য ব্যক্ত শুধু মুখ মুখ মুখ কাল মোয় শোহাদত উচ্চারণ করছে বল মুক্ত পায় ন। মুখ মুখ তে কোটি কিটেল উচ্চারণ কর।

পুলসরিাত সম্পর্ক েহাদীস

আবু সায়ীদ আল খুদরী রাদয়িাল্লাহু 'আনহু বলনে,

«قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟»، قُلْنَا: لأ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ مِنَادُونَ فِي رُوْيَةِ مَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ مِمَا» رُوْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ، إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ مِمَا» ثُمَّ قَالَ: " يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ،

وَ أَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ ، وَغُبَّرَاتُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُربِدُونَ؟ قَالُوا: نُريدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصِّارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صِنَاحِبَةُ، وَلاَ وَلَدُ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُريدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرِ ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ الْنَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ، وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمِ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةِ غَيْر صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةِ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلاَ يُكَلِّمُهُ إلَّا الْأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ؟

فَيَقُو لُو نَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ، فَيَعُو دُ ظَهْرُ هُ طَبَقًا وَ احِدًا، ثُمَّ يُوْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظُهْرَىْ جَهَنَّمَ "، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الجَسْرُ؟ قَالَ: " مَدْحَضَنَةٌ مَز لَّلَّهُ، عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةً عُقَيْفَاءُ، تَكُونُ بِنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيح، وَكَأْجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلِّمٌ، وَنَاجِ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرًّ آخِرُ هُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقّ، قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِن يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ، وَإِذَا رَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا، فِي إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَ انْنَا، كَانُوا يُصِلُونَ مَعَنَا، وَيَصِنُومُونَ مَعَنَا، وَ يَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافَ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا

فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصنْفِ دِينَارِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِ جُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إيمَان فَأَخْرِ جُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصِيدِّقُونِي فَاقْرَءُوا: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضِاعِفْهَا} [النساء: ٤٠]، " فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَ الْمَلاَئِكَةُ وَ الْمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَمةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ، يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُثُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُثُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَ أَيْتُمُو هَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُوُّ، فَيُجْعَلُ فِي رِ قَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَوُّ لاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيْرِ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَ أَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ "

''আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কয়ািমতরে দনি আমরা কা আমাদরে প্রতপালককে দেখেত পোব ে।? তনি বললনে, "তেনেমরা কি সূর্য বা চাঁদকে দখেত ভৌড় করণে যখন আকাশ পরস্কার থাক?ে আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তনি বিললনে, তাহল ত েমরা ত েমাদরে প্রতপালকক দখেত কেষ্ট করত হেবনো যরেকম সূর্য বা চন্দ্রক দেখেত তেনেমাদরে কষ্ট করত হেয় না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলনে, একজন ঘেথাকারী ঘথেষণা করব,ে প্রত্যকে জাত িযনে যার যার উপাস্য নয়ি উপস্থতি হয়। তখন ক্রুশ পুজারীরা

তাদরে ক্রুশ নয়ি েউপস্থতি হব। মূর্তপূজারীরা তাদরে মূর্ত নিয়ি উপস্থতি হব।ে এভাবে প্রত্যকে জাত তাদরে উপাস্যগুল ে নয়ি উপস্থতি হবং; কন্তু যারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতাে (সৎকর্মশীল ও পাপী) তারা আর ইসলামপূর্ব ইয়াহৃদী খৃষ্টানদরে মধ্য যারা খাট িএকত্বাবাদী ছলি তারা অবশষ্ট থাকব।ে এরপর তাদরে জাহান্নাম েনয়ি যোওয়া হব।ে সংখ্যায় মন হেব বন্যার ঢলরে মত। ইয়াহূদীদরে প্রশ্ন করা হবে, তে।মরা কার উপাসনা করত?ে তারা বলব েআমরা আল্লাহর পুত্র উযাইররে উপাসনা করতাম। তাদরে বলা হব,ে তণেমরা মথি্যা

বলছেন। আল্লাহর কনেননে স্ত্রী পুত্র নইে। তাদরে জজ্ঞাসা করা হবরে এখন তনেমরা কী চাও? তারা বলবরে আমরা পানি পান করত চোই। তাদরে বলা হবরে, ঠকি আছে পোন করনো। তারপর তারা জাহান্নাম পেততি হব।

এরপর খৃষ্টানদরে জজ্ঞাসা করা হবে তোমরা কার উপাসনা করত? তারা বলব আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহ-এর উপাসনা করতাম। তাদরে বলা হবরে, তোমরা মথিয়া বলছে। আল্লাহর কোনাে স্ত্রী পুত্র নইে। তাদরে জজ্ঞাসা করা হবরে, এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবরে, আমরা পানি পান করত চোই। তাদরে বলা হবরে, ঠিক আছে পান করাে। তারপর তারা জাহান্নাম

পততি হব।ে এরপর যারা আল্লাহ তা'আলার উপাসনা করতনো - তাদরে মধ্যথেথাকবপোপী ও নকেকার সকলইে - তাদরে বলা হবলেেকরো চল গেছে ত েমরা গলেনো কনে? কসি ত েমাদরে আটক রেখেছে? তারা বলব আমরা তাদরে থকে আলাদা ছলাম। তাদরে থকে আলাদা থাকাটাই আমাদরে জন্য প্রয়ণেজন ছলি এটা আজ বুঝা এসছে।ে আমরা একজন ঘণেষকরে ঘোষণা শুনছে সি ঘোষণা করছে প্রত্যকে জাত িযার যার উপাস্য নয়ি হাজরি হেনেক। এ ঘনেষণা শুন আমরা আমাদরে প্রতিপালকরে অপক্ষায় থাকলাম। এরপর তাদরে কাছ েআসবনে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ। তনি

আগরে দখো আকৃত িথকে ভেন্ন আকৃততি আসবনে। তনি বিলবনে, আম ত েমাদরে প্রতিপালক। তারা বলব, আপন আমাদরে প্রতপালক। বুখারীর বর্ণনায় এসছে েতারা বলব,ে এটা আমাদরে অবস্থান। যতক্ষণ না আমাদরে প্রতপালক আমাদরে কাছে আসনে। আমাদরে প্রতপালক যখন আসবনে আমরা তাক চেনিত পোরব ো। আল্লাহ তাদরে কাছ েএমন আকৃততি আসবনে যথেতারা দখে চেনিত পোরব। নবীগণই তাঁর সাথে কথা বলবনে। তনি জজ্ঞিসে করবনে, তণেমাদরে আর তণেমাদরে প্রভূর মধ্য েএমন কণেনণে আলামত আছে যো দখে তেনেমরা তাক চনিত েপার ে।? তখন তারা বলব,ে তাঁর

পায়রে গ•ােছা আমরা চনি। তখন তনি তাঁর পায়রে গ∙োছা উম্মুক্ত করবনে। প্রত্যকে ঈমানদার ব্যক্ত িতাকে সাজদাহ করব।ে কন্তু যারা মানুষক দখোনণে বা শুনানণের জন্য সালাত পড়ত∙ো তারা সাজদাহ করত পোরব েনা। তারা চষে্টা করবে সাজদাহ দতি কেন্তু তাদরে পঠি একটি সেশজা কাঠরে তক্তার মত শক্ত হয়ে যাব।ে অতঃপর জাহান্নামরে উপর একটি পুল স্থাপন করা হব।ে এ কথা শুন সোহাবীগণ জজ্ঞাসা করল ে ইয়া রাস্লাল্লাহ! পুলট িক ধিরনরে হব?ে তনি বিললনে, পুলট হিব পেচ্ছিলি, ল োহার কাটা ওয়ালা, দীর্ঘ, তাত েথাকব েআর ো এমন কাটা যা দখেত েনজদ এলাকার

সাদান কাটার মত। ঈমানদার ব্যক্তরি। কটে পার হব েচেণেখরে পলকরে গততি, কউে পার হবে বজিলীর গততি,ে কউে পার হবে বাতাসরে গততি,ে কটে পার হব ঘেণ্ড়া বা যানবাহনরে গততি। এভাব েএকদল সহি সালামত পোর হয়ে যাব।ে একদল পার হবে অনকে কষ্ট।ে আর একদল পার হত েগয়ি পেততি হব জাহান্নাম।ে এমনক সির্বশ্যে ব্যক্ত সাতার দওেয়ার মত হামাগুর িদয়ি েকর পুল পার হব।ে সদেনিটি হবে এমন একট িকঠনি ও ভয়াবহ দনি। সদেনি মহাপরাক্রমশালীর কাছে সত্যকাির ঈমানদারগণ প্রকাশ হয়ে পড়বনে। যখন ঈমানদারগণ দখেব েয েতারা নজিরো মুক্ত পিয়েছে কেন্তু নজিদেরে অনকে

সঙ্গী সাথী জাহান্নাম পেততি হয়ছে তখন তারা বলব,ে হ আেমাদরে প্রতপালক! আমাদরে এ ভাইয়রো তণে আমাদরে সাথ সোলাত পড়ছে,ে আমাদরে সাথ েরেণেযা রখেছে,ে আমাদরে সাথ অন্যান্য নকে আমল করছে।ে আল্লাহ তা'আলা তখন বলবনে, ত∙োমরা যাও। যার মধ্যতেোমরা একটি দীনার পরিমাণ ঈমান পাব েতাক বেরে কর আনে। আল্লাহ তাদরে শরীরক জাহান্নামরে আগুনরে জন্য হারাম করে দবিনে। তাদরে নয়ি আসা হব।ে কারে। শরীর পা পর্যন্ত, কার∙ো শরীর অর্ধ গ∙েছা পর্যন্ত জাহান্নামরে আগুন স্পর্ষ করছে। এভাব েপরচিতি জনক বরে কর আনা হব। এরপর আল্লাহ

তা'আলা আবার বলবনে, এবার যাও। যাদরে মধ্য েঅর্ধকে দীনার পরমািণ ঈমান পাবতে।দরে বরে কর আন**ে।।** তারা যাবে ও যাদরে চনিত েপারব তাদরে বরে কর েআনব।ে এরপর আল্লাহ বলবনে, আবার যাও যাদরে অন্তর েঅনু পরমািণ ঈমান পাব তাদরেক জোহান্নাম থকে েবরে কর নয়ি আসে । তারা যাদরে চনিব েতাদরে বরে কর েআনব।ে হাদীসটরি বর্ণনাকারী আবু সায়ীদ রাদয়ািল্লাহু 'আনহু বলনে, যদতিেনেরা আমার কথা বশ্বাস না করণে তব েআল্লাহ তা'আলার এ বাণীটি পিড় দেখে: আল্লাহ কারণে প্রত অনু পরমািণ যুলুম করনে না। যদ কিনেন ভালনে থাক তোক

তনি অনকে গুণ বোড়য়ি দেনে। নবীগণ, ফরিশিতাগণ ও ঈমানদারগণ সুপারশি করবনে। এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলবনে, আমার সুপারশি বাকী আছ।ে তনি জাহান্নাম থকে অগ্নদিগ্ধ এক মুষ্ঠকি বেরে কর আনবনে। তাদরে জান্নাতরে সম্মুখ েএকট নিদীত ছেড়ে দেবিনে। সইে নদীটরি নাম মা-উল হায়াত (জীবন নদী) সখোন তোরা নতুনভাব েগঠতি হব যমেন ভাবনেতুন পলি পয়ে উদ্ভদি অংকুরতি হয়। যমেনটি তিনেমরা দখে থাকণে যবেণেদ লাগা বৃক্ষটি সবুজ হয় আর রণেদরে আড়াল েথাকা বৃক্ষটি সাদা হয় যোয়। তারা এ নদী থকে বেরে হয় আসব হীরার মত উজ্জল হয়।

তাদরে গল দশে সৌলমে।হর কর দওেয়া হব।ে তারা জান্নাত েপ্রবশে করব।ে তখন জান্নাতবাসীরা বলব,ে এরা হলণে দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থকে মুক্তপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদরে জান্নাত েপ্রবশে করালনে কন্তু তারা দুনয়াতে কেনেনে সৎকর্ম করনে িও কনেননে কল্যাণকর কছি সংগ্রহও কর েন। তখন তাদরে বলা হব,ে যা তণেমরা পলেতো তণে তণেমাদরে জন্য আছইে, সাথ েসাথ েতাদরে প্রতি যি অনুগ্রহ করা হয়ছে েতার অনুরূপ অনুগ্রহ ত∙োমরা লাভ করব"ে।<mark>[৫০]</mark>

সর্বশষে যে ব্যক্তা জান্নাত েপ্রবশে করব

পুলসরিত সম্পর্কতি একটি দীর্ঘ হাদীসরে শ্যোংশ এসছে,

﴿ وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إَنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لا وَعِزَّ تِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَبْرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ زَ عَمْتَ أَنَّ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُعْطِى اللَّهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي الجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيُلْكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلاَ يَزَ الْ يَدْعُو حَتَّى

يَصْحَكَ، فَإِذَا صَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا»

"এক ব্যক্ত জিাহান্নামরে দকি েমুখ করা অবস্থায় থাকব।ে তখন সবেলবরে, হ আমার প্রভূ! জাহান্নামরে গরম বায়ু আমাক শেষে কর দেল। আমার চহোরাটা আপন িজাহান্নাম থকে েঅন্য দকি ফেরিয়ি দেন। স এভাব আল্লাহ তা'আলার কাছবোর বার প্রার্থনা করত থোকব।ে আল্লাহ তাক বেলবনে, ত েমার এ প্রার্থনা কবুল হল েএরপর তুমি যিনে আর কছি না চাও। সবেলবরে, আপনার মর্যাদার কসম করে বলছি, এরপর আপনার কাছ েআর কছি চাবণে না। তখন জাহান্নামরে দকি থকে েতার চহোরা ফরিয়ি দেওেয়া হব।ে তারপর স

আবার বলতে শুরু করবরে, হে আমার প্রভূ! আমাক েএকটু জান্নাতরে দরজার নকিটবর্তী করদেনে। আল্লাহ বলবনে, তুম কি বিল োন এরপর আর কছি চাইবনো? ধকি হমোনব সন্তান। তুম কোনণে কথা রাখণে না। কন্তু এ ব্যক্ত প্রার্থনা করতই থাকব। আল্লাহ তা'আলা বলবনে, আমার তাে মন হেয় তে।মার এ দাবী পুরণ করা হল আবার অন্য কছি চাইব।ে সবেলব, আপনার মর্যাদার কসম করে বলছি, এরপর আপনার কাছ েআর কছি চাইবো না। সে আর কছি চাইবে না এ শর্ত আল্লাহ তা'আলা তাক জোন্নাতরে গটেরে নকিটবর্তী কর দেবিনে। যখন স জোন্নাত গেটেরে দকি তোকয়ি

জান্নাতরে সূখ শান্তা দিখেব েতখন কছিক্ষণ চুপ থকে েআবার প্রার্থনা করত েশুরু করব,ে হ েআমার রব, আমাক জোন্নাত েপ্রবশে করয়ি দেনি। আল্লাহ বলবনে, তুম কি বিলণে ন এরপর আর কছুি চাইবে না? ধকি হে মানব সন্তান। তুম কিনেনে কথা রাখে∙ো না। সে বেলবরে, হে আমার প্রভূ আমাক আপনার সৃষ্টরি মধ্য েসবচয়ে দুর্ভাগা করে রাখবনে না। এভাবে সে প্রার্থনা করত েথাকব।ে অবশষে আল্লাহ হাস িদবিনে। তাক জোন্নাত প্রবশে করাবনে"।<mark>৫১</mark>]

মুমনিদরে জাহান্নাম থকে েবরে করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে শাফা'আত

কয়ািমতরে পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লামরে একট শাফা'আত হব েসকলরে জন্য। আর সটো বচার-ফয়সালা শুরু করার আবদেন সম্পর্ক।ে সকল নবী ও রাসূল এ ব্যাপার েশাফা'আত করত েঅস্বীকার করব,ে নজিদেরে অপরাগতা প্রকাশ করব। শষে আখরৌ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম শাফা'আত করবনে। এটা হল ে। সাধারণ শাফা'আত। সকল মানুষ এ শাফা'আত দ্বারা উপকৃত হব।ে

আরকেট শিফা'আত হব েয সেকল মুমনি পাপরে কারণ জোহান্নাম গেছে তোদরে উদ্ধার ও মুক্তরি জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফা'আত করবনে।

যমেন হাদীস এসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيِّ دَعْوَتَهُ، وَلَكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي بَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنِّي اَخْتَبَأْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ فِهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا»

"প্রত্যকে নবীর রয়ছে কেছু দণে আ যা অবশ্যই কবুল করা হয়। সকল নবী এ দণে আগুলণে করার ব্যাপার তাড়াহুড়ণে করছেনে। কন্তু আমার উম্মতক কেয়ামতরে দনি শাফা আত করার জন্য এ দেশে আগুলণো আমি ব্যবহার করনি। ইনশাআল্লাহ সেই শাফা আত পাব আমার অনুসারী ঐ সকল ব্যক্তবির্গ যারা কখনণে আল্লাহ তা আলার সাথ কেনেন কছু শরীক কর নে । [৫২]

হাদীস আর ে এসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে,

«قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ أَسْعَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْ صِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ»

"আম জিজ্ঞসে করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কয়িামতরে দনি আপনার শাফা'আত দ্বারা কভোগ্যবান হবং? তনি বিললনে, "হ েআবু হুরায়রা আম জান তিণেমার পূর্বে কেউে এ হাদীস সম্পর্ক জেজ্ঞাসা কর েন। ত োমাক হাদীসরে ব্যিয়ে বশে আগ্রহী দখেছ। কয়ািমতরে দনি আমার শাফা'আত দ্বারা সবচয়ে ভোগ্যবান হব েঐ ব্যক্ত যি অন্তর দয়ি েনর্ভজোল পদ্ধততি েবলছে আল্লাহ ব্যতীত কেনে ইলাহ নইে"।[৫৩]

এ দুটনো হাদীস পাঠ আমরা জানত পারলাম কয়িামতরে দনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে শাফা'আত দ্বারা কারা ধন্য হব।ে যারা অন্তর দয়ি শের্ক মুক্ত থকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বেশ্বাস করছে তোরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে শাফা'আত পাব।ে তারা যতই পাপী হণেক না কনে।

আমাদরে সমাজ আমরা এমন কছি লেকে দখে িযারা রাস্লরে শাফা আত লাভ করার জন্য বভিন্ন শর্কি ও বদি'আতী কাজ েলপি্ত হয় থোক।ে আর বল েএগুল ে কর েআমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লামরে শাফা'আত লাভ করত পোরব ে। তাদরে জনে রোখা উচতি, আল্লাহর সাথ েশর্ক কর কেখন ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম শাফা'আত লাভ করা যাব না। ঈমান যদ সিম্পূর্ণ শর্কিমুক্ত

থাকে তেখন পাপরে পাহাড় যত বড়ই হেনক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামরে শাফা'আত লাভ ও আল্লাহ তা'আলার বশিষে ক্ষমায় জাহান্নাম থকে েমুক্ত লাভ করা সম্ভব হব।ে কন্তু ঈমান যদি সম্পূর্ণ শর্কমুক্ত না থাকে তাহল েনকে আমলরে পাহাড় নয়ি েউপস্থতি হলওে জাহান্নাম থকে েমুক্ত লাভরে সুয়ােগ নইে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওিয়াসাল্লামরে শাফা'আত লাভ েধন্য হওয়ারও সম্ভাবনা নইে।

<u>তাওহীদবাদী গুনাহগারদরে জাহান্নাম</u> <u>থকে মুক্ত করা</u> হাদীস এেসছে: আবু সায়ীদ আল খুদরী রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصنابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ وَ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ - فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا، أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَحُمَّا، أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَبُثُونَ بَالشَّفَاعَةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَبُرُقُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ» حَمِيلِ السَّيْلِ»

"যারা জাহান্নামবাসী তারা মরবওে না আবার বাঁচবওে না। কন্তু যে সকল (ঈমানদার) মানুষ পাপরে কারণ জোহান্নাম যোব তোদরে এক ধরনরে মৃত্যু ঘটানাে হব। তারা পুর কেয়লা হয় যাব। তখন তাদরে ব্যাপার সুপারশি করার অনুমত দিওয়া হব। তাদরেক এক এক দল কর জোহান্নাম থকে বরে করা হব। অতঃপর জান্নাতরে নদীত রোখা হব। এরপর বলা হব হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা তাদরে উপর পান ি ঢালণো ফল তোরা উদ্ভদিরে মতণে জীবন লাভ করব,ে যমেন বন্যার পানরি পল পিয়ে উদ্ভদি জন্ম লাভ কর থোক"। [৫8]

এ হাদীসরে ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলনে, কুফুরী করার কারণ যোরা জাহান্নাম যোব তোরা চরিকাল সখোন অবস্থান করব। তাদরে কখনণে মৃত্যু হবনো। যমেন, আল্লাহ তা'আলা বলনে, ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقَضِى عَلَيْهِمۡ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنۡ عَذَابِهَاۤ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي كُلَّ كَفُورِ ٣٦﴾ [فاطر: ٣٦]

"আর যারা কুফুরী করে, তাদরে জন্য রয়ছে জোহান্নামরে আগুন। তাদরে প্রত এমন কণেনণে ফয়সালা দওয়ো হবনো যা, তারা মারা যাব এবং তাদরে থকে জোহান্নামরে আযাবও লাঘব করা হবনো। এভাবইে আমরা প্রত্যকে অকৃতজ্ঞক প্রতফিল দয়ি থোকি"। [সূরা আল-ফাতরি, আয়াত: ৩৬]

এমনভাব আেল্লাহ তা'আলা বলনে, (ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ١٣﴾ [الاعلى: ١٣] "তারপর সে সেখোন মেরবওে না আর বাঁচবওে না"। [সূরা আল-আলা, <mark>আয়াত:</mark> ১৩]

আহল েসুন্নাত ওয়াল জামাতরে আকীদা এটাই য েজান্নাতরে সুখ আর জাহান্নামরে শাস্ত চিরিস্থায়ী। তব েএ হাদীসবের্ণতি মৃত্যু হল ে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদে বশ্বাসী জাহান্নামীদরে জন্য। তাদরে শাস্তরি অনুভূত লিণেপ করে মৃত্যুর মত∙ো এক ধরনরে অনুভূতহীনতা দান করা হব।ে তাদরে নজি পাপ অনুযায়ী শাস্ত ভিণেগ করানণে হব।ে তাদরে এক ধরনরে অনুভূতিহীনতা প্রদান করা হব।ে এটাক বেলা হয়ছে তোরা কয়লা হয় যোব। এরপর তাদরে নতুন জীবন

দান করা হব।ে কাজইে মৃত্যু দওেয়া হবে না বল েয বোণী এসছে েসটো কাফরিদরে জন্য প্রয•োজ্য। (শরহ েমুসলমি)

আরাফবাসীদরে পরচিয়

আরাফ হল ে।, জান্নাত ও জাহান্নামরে মধ্য একটি প্রাচীর। জান্নাত প্রবশেরে প্রতীক্ষায় কছু সময়রে জন্য যারা সখোন অবস্থান করবনে তাদরেক বেলা হয় আরাফবাসী।

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ وَنَادَىٰۤ أَصِيۡحُبُ ٱلۡجَنَّةِ أَصِيۡحُبَ ٱلنَّارِ أَن قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقُّٱ مَا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقُّٱ مَا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقُّٱ فَهَلۡ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقُّٱ قَالُوا نَعَمۡ فَأَذَنَهُ ٱللّهِ عَلَى قَالُوا نَعَمۡ فَأَذَنَهُ ٱللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ ٤٤ ٱلَّذِينَ يَصِدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَيَبۡغُونَهَا عِوَجُا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ٥٤ وَبَيۡنَهُمَا حِجَابُ عِوجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ٥٤ وَبَيۡنَهُمَا حِجَابُ

وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَلهُمْ وَنَادَوْا أَصِيْحُبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ ٢٤ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصِرُهُمْ تِلْقَآءَ أَصِيْحُبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٤٧ وَنَادَى أَصِيْحُبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَلهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَكُيرُونَ ٨٤ أَهَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمَتُمْ لَا يَنَالُهُمُ كُنتُمْ تَسَتَكُيرُونَ ٨٤ أَهَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمَتُمْ لَا يَنَالُهُمُ الله بِرَحْمَةُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ٤٩ ﴾ [الاعراف: ٤٤، ٨٤]

"আর জান্নাতরে অধবাসীগণ আগুনরে অধবাসীদরেক ডোকব যে, আমাদরে রব আমাদরেক যে ওয়াদা দয়িছেনে তা আমরা সত্য পয়েছে। সুতরাং তোমাদরে রব তোমাদরেক যে ওয়াদা দয়িছেনে, তা কি তোমরা সত্যই পয়েছে? তারা বলব হেযাঁ, অতঃপর এক ঘোষক তাদরে মধ্য ঘোষণা দবি যে, আল্লাহর

লানত যালমিদরে উপর। যারা আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করত এবং তাত বক্রতা সন্ধান করত এবং তারা ছলি আখরিতিক অস্বীকারকারী আর তাদরে মধ্য েথাকব পের্দা এবং আরাফরে উপর থাকব েকছি ল েক, যারা প্রত্যকেক েতাদরে চহ্নি দ্বারা চনিব। আর তারা জান্নাতরে অধবাসীদরেক ডাকব েয়ে, ত∙োমাদরে উপর সালাম। তারা (এখনো) তাত েপ্রবশে কর েন তব েতারা আশা করব।ে আর যখন তাদরে দৃষ্টকি আগুনরে অধবাসীদরে প্রতফিরোন ে হব, তারা বলব, হে আমাদরে রব, আমাদরেক েযালমি কওমরে অন্তর্ভুক্ত করবনে না। আর আরাফরে অধবাসীরা এমন

লেকেদরেক ডোকবরে, যাদরেক তোরা চনিব েতাদরে চহিনরে মাধ্যম,ে তারা বলব,ে তণেমাদরে দল এবং যবেড়াই ত েমরা করত তো ত েমাদরে উপকার আসনে। এরাই কি তারা যাদরে ব্যাপার ত েমরা কসম করত েয,ে আল্লাহ তাদরেকরে রহমতরশামলি করবনে না? ত োমরা জান্নাত েপ্রবশে কর। তেনমাদরে উপর কনেননে ভয় নইে এবং ত∙োমরা দুঃখতি হব েনা"। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৪৪-৪৯]

আরাফবাসীদরে পরচিয় সম্পর্ক হোদীস এেসছে: হুযাইফা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু বলনে, ﴿أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ قَوْمٌ تَجَاوَزَتْ بِهِمْ حَسنَاتُهُمُ النَّارَ، وَقَصُرَتْ بِهِمْ سَيِّبَاتُهُمْ عَنِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا صُرْفَتْ أَبْصَارُ هُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، قَالُوا: رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُكَ. قَالَ: ﴿ قُومُوا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَإِنِي الثَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُكَ. قَالَ: ﴿ وَقُومُوا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَإِنِي الْمَالِمِينَ عَلَيْهِمْ رَبُكَ. قَالَ: ﴿ وَقُومُوا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَإِنِي الْمَالَةُ فَالِنِي الْمَالُةُ فَالْهُمْ كَذَلِكَ الْمَالُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالُةُ فَالْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

"আরাফবাসী হলে। এমন এক দল,
যাদরে সংকর্ম এত পরিমাণ যতো
তাদরে জাহান্নাম েযতে দেয়ে না আবার
পাপাচার এত পরিমাণ যতো জান্নাত
প্রবশে করত দেয়ে না। (অর্থাং পাপ ও
পুণ্য সমান সেমান) যখন তাদরে মুখ
জাহান্নামবাসীদরে দকি ফেরোন। হব
তখন তারা বলব, হে আমাদরে রব!
আমাদরেক যোলমি কওমরে
অন্তর্ভুক্ত করবনে না। তারা এমন

অবস্থায় থাকব। তখন তণেমার প্রতপালক বলবনে, যাও, তণেমরা জান্নাত েপ্রবশে করণে। তণেমাদরে ক্ষমা কর দেলাম"।[৫৫]

ইবন কাসীর রহ. আরাফ ও
আরাফবাসীদরে পরচিয় প্রসঙ্গবেলনে,
সূরা আরাফ আল্লাহ রাব্বুল
আলামীনরে কথা দ্বারা বুঝা গলে
জান্নাত ও জাহান্নামরে মধ্য একটি
প্রাচীর আছ।ে যার কারণ জোহান্নামীরা
জান্নাতরে কাছ যেতে পোরব না। ইবন
জরীর রহ. বলনে, এই প্রাচীর সম্পর্ক
আল্লাহ তা আলা বলছেনে,

﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَطَٰهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَدَابُ ١٣﴾ [الحديد: ١٣]

"তারপর তাদরে মাঝখান একটি প্রাচীর স্থাপন কর দেওয়া হব,ে যাত একটি দিরজা থাকব।ে তার ভতিরভাগ থোকব রহমত এবং তার বহরিভাগ থোকব আযাব"। [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১৩]

আর সূরা আরাফ েআল্লাহ এ প্রাচীররে কাছ েঅবস্থানকারীদরে সম্পর্ক বলছেনে এবং আরাফরে উপর থাকব কেছু লাকে।

আরবী ভাষায় উঁচু স্থানক আরাফ বলা হয়।

আরাফবাসী কারা হব েএ সম্পর্ক তোফসীরবদিদরে মধ্য েমতভদে আছ। তব েসকলরে মতামত একত্র করল যে ফলাফল বরে হয় আেস তো হল ে।,
যাদরে সংকর্ম ও পাপাচাররে পরিমাণ
সমান সেমান হব তোরাই হব
আরাফবাসী। সাহাবী হুযাইফা, ইবন
আব্বাস, ইবন মাসউদ রাদিয়ািল্লাহু
'আনহু প্রমূখরে মতামত এ রকমই।
(তাফসীর ইবন কাসীর)

পুলসরিাত ও জান্নাতরে মধ্য একটি প্রতবিন্ধক গটে

যখন মুমনিগণ পুলসরিাত অতক্রম কর জোহান্নাম থকে মুক্ত পাবনে আর আল্লাহ তা'আলা শাফাআতরে অনুমত দিয়ি বেহু সংখ্যক ল•াকক জোহান্নাম থকে মুক্ত দান করবনে তখন য সেকল মানুষ দ্বারা অন্যরো ক্ষতগি্রস্ত হয়ছে তোরা পুলসরিাতরে প্রতবিন্ধক গটে আটকা পড় যাব। তাদরে আটক দেওেয়া হব এ জন্য, য সকল মানুষরে অধকাির সকে্ষুন্ন করছে তোদরে প্রতকাির আদায় করা হব তোর থকে।

এ প্রসঙ্গ হোদীস এেসছে: আবুল মুতাওক্কলি আন-নাজী থকে বের্ণতি, আবু সায়ীদ আল খুদরী রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى ﴿ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْنَّارِ ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ ﴾ وَنُقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ ﴾

"মুমনিগণ জাহান্নাম থকে েমুক্ত পাবে কিন্তু তারা জান্নাত ও জাহান্নামরে মধ্যবর্তী একটি গিটে আটক যোব। তখন দুনিয়াত তোরা একজন অপর জনরে প্রতি যি যুলুম ও অন্যায় আচরণ করছে তোর প্রতিকার ও বিচার করা হব। যখন দায়মুক্ত হব ও তারা পবত্র হব তখন জান্নাত প্রবশেরে অনুমত পাব"। [৫৬]

হাফযে ইবন হাজার রহ. বলছেনে, সম্ভবত এরাই হবে আরাফবাসী। যারা অন্য ল•াকরে অধকাির হরণ বা তাদরে ওপর যুলুম-অত্যাচার করার কারণ জান্নাত েপ্রবশেরে পথ আটক যোব। জাহান্নামে প্রবশে করবে প্রতাপশালীরা আর জান্নাত েযাব দুর্বল অসহায় মানুষগুলণে

হাদীস এেসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনিি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي" أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي"

"জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বতির্ক করব।ে জাহান্নাম বলব,ে আমাক প্রতাপশালী, শক্তধির, স্বরোচারদরে

দওেয়া হয়ছে।ে আর জান্নাত বলবং, আমার যকৌ হলণে? শুধু আমার এখান দুর্বল আর সমাজরে পততি মানুষগুল ো আসছ।ে তখন আল্লাহ জান্নাতক বলবনে: তুমহিল েআমার রহমত ও করুনা। আমার বান্দাদরে মধ্য েযাক ইচ্ছা আমার রহমত দ্বারা অনুগ্রহ কর। আর তনি জাহান্নাম-কবেলবনে: আর তুমহিল েআমার আযাব। বান্দাদরে মধ্য েযাক েইচ্ছা আম িআমার আযাব দয়িশোস্ত দিয়িথে। [৫৭]

<u>চতুর্থ অধ্যায়</u>

জাহান্নাম ও তার অধবাসীদরে ববিরণ

কাফরি ও মুশরকিদরে যখন জাহান্নামে প্রবশে করান**ো** হব তেখন তারা জাহান্নাম বেস তোদরে এ দুর্গতরি জন্য এক অপরক দেশেষারশেপ করব। একদল তাদরে পূর্বসূরীদরে দুষব। আরকে দল তাদরে নতোদরে দশেষ দবি। এ প্রসঙ্গ আল কুরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনকে কথা বলছেনে তার কছি এখান তুল ধেরলাম।

﴿ قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أَمَم قَدۡ خَلَتَ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتَ أُمَّةً لَّعَنَتَ أُخۡتَهَا حَتَّىَ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخۡرَلُهُمۡ لِأُولَلُهُمۡ رَبَّنَا هَوُلَاءِ أَضَلُّونَا فَاتِهِمۡ عَذَابًا ضِعۡفَا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضَعۡفَ وَلَكِنَ لَا تَعۡلَمُونَ ٨٨ وَقَالَتَ أُولَلُهُمۡ ضَعۡفَ وَلَٰكِنَ لَا تَعۡلَمُونَ ٨٨ وَقَالَتَ أُولَلُهُمۡ فَا كَانَ لَكُمۡ عَلَيۡنَا مِن فَضۡلَ فَذُوقُواْ لِأَخۡرَلُهُمۡ فَمَا كَانَ لَكُمۡ عَلَيۡنَا مِن فَصۡلَ فَذُوقُواْ الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡسِبُونَ ٣٩ ﴾ [الاعراف: ٨٨، الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡسِبُونَ ٣٩ ﴾ [الاعراف: ٣٨،

"তনি বিলবনে, আগুন েপ্রবশে কর জন্ন ও মানুষরে দলগুল োর সাথ,ে যারা ত োমাদরে পূর্ব েগত হয়ছে। যখনই একটি দিল প্রবশে করবরে, তখন পূর্বরে দলক তোরা লানত করব।ে অবশ্যে যখন তারা সবাই তাত েএকত্রতি হব তখন তাদরে পরবর্তী দলটি পূর্বরে দল সম্পর্ক েবলব,ে হ েআমাদরে রব, এরা আমাদরেক পেথভ্রষ্ট করছে। তাই আপন িতাদরেক আগুনরে দ্বগিণ আযাব দনি। তনি বিলবনে, সবার জন্য দ্বগিণ, কন্তু তে।মরা জান না। আর তাদরে পূর্ববর্তী দল পরবর্তী দলক বলব,ে তাহল আমাদরে উপর তণেমাদরে কোনো শ্রষ্ঠত্ব নইে। অতএব, ত েমরা যা অর্জন করছেলি,ে তার

কারণ েতে ামরা আযাব আস্বাদন কর"। [সূরা আল-আরাফ, <mark>আয়াত</mark>: ৩৮-৩৯]

﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَوُ اللَّذِينَ السَّتَكَبَرُ وَا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ٧٤ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُ وَا إِنَّا كُلَّ فِي فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ٨٤ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفَ عَنَّا يَوَمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٩٤ قَالُواْ أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِنُكِ فَي اللَّهَ الْمَا لَكُورِينَ إِلَّا فِي قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَواْ ٱلْكُورِينَ إِلَّا فِي ضَلَلٍ ٠٥ ﴾ [غافر: ٧٤٠ ، ٥] ضَلَلٍ ٠٥ ﴾ [غافر: ٧٤٠ ، ٥]

"আর জাহান্নাম তোরা যখন বানানুবাদ লেপ্ত হব তেখন দুর্বলরা, যারা অহঙ্কার করছেলি, তাদরেক বেলব, আমরা তে তে ামাদরে অনুসারী ছলাম। অতএব, তামরা কি আমাদরে থকে আগুনরে কয়িদংশ বহন করব? অহঙ্কারীরা বলবরে, আমরা সবাই এতরে আছ;ি নশ্চিয় আল্লাহ বান্দাদরে মধ্য ফয়সালা কর ফেলেছেনে। আর যারা আগুন থোকব তোরা আগুনরে দারে ায়ানদরেক বেলব,ে ত োমাদরে রবক েএকটু ডাক ো না! তনি যিনে একট িদনি আমাদরে আযাব লাঘব করে দনে। তারা বলব,ে তে∙ামাদরে কাছ েক সুস্পষ্ট প্রমাণাদসিহ ত োমাদরে রাসূলগণ আসনে? জাহান্নামীরা বলবং, হ্যাঁ অবশ্যই। দারে।েয়ানরা বলব,ে তব ত োমরাই দ ো আ কর। আর কাফরিদরে দে। 'আ কবেল নিষ্ফলই হয়"। [সূরা আল-মুমনি, আয়াত: ৪৭-৫০]

﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَٰوُاْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغۡنُونَ عَنَّا مِنۡ عَذَابِ ٱللَّهِ

مِن شَيِّءَ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ٢١﴾ [ابراهيم: ٢١]

"আর তারা সবাই আল্লাহর সামন হাজরি হবে, অতঃপর যারা অহঙ্কার করছে েদুর্বলরা তাদরেক েবলব, নশ্চয় আমরা তণেমাদরে অনুসারী ছলাম। সূতরাং তে।মরা কি আল্লাহর আযাবরে মণেকাবলোয় আমাদরে কেনেনে উপকার আসব?ে তারা বলব, যদি আল্লাহ আমাদরে হিদায়াত করতনে, তাহল েআমরাও তামাদরে হদিায়াত করতাম। এখন আমরা অস্থরি হই কংবা ধরেয় ধারণ করি, উভয় অবস্থাই আমাদরে জন্য সমান।

আমাদরে পালান োর কনেন ো জায়গা নইে"। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ২১]

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا ١٤ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدُاۤ لَا يَجِدُونَ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ١٥ يَوۡمَ تُقَلَّبُ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يُلَيۡتَنَاۤ أَطَعۡنَا ٱللَّهَ وَأَطَعۡنَا اللَّهَ وَأَطَعۡنَا الرَّسُولَا ٢٦ وَقَالُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُونَا السَّيِيلَا ٢٦ رَبَّنَآ ءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ فَأَضَلُّونَا ٱلسَّيِيلَا ٢٧ رَبَّنَآ ءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ فَأَصَلُونَا اللَّهُ وَٱلْعَنَا كَبِيرًا ٢٨﴾ [الاحزاب: ١٤، الْعَنَا كَبِيرًا ٢٨﴾ [الاحزاب: ١٤،

"নশ্চিয় আল্লাহ কাফরিদরেক লোনত করছেনে এবং তাদরে জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রখেছেনে। সখোন তোরা চরিস্থায়ী হব। তারা না পাব কেনো অভভাবক এবং না কনেনা সাহায্যকারী। যদেনি তাদরে চহোরাগুলনো আগুন উপুড় কর দেওয়া

হব,ে তারা বলব,ে হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলরে আনুগত্য করতাম, তারা আরেো বলবরে, হরে আমাদরে রব, আমরা আমাদরে নতেবর্গ ও বশিষ্ট লেকেদরে আনুগত্য করছেলািম, তখন তারা আমাদরেক পেথভ্রষ্ট করছেলি। হ আমাদরে রব, আপন িতাদরেক দ্বগ্রিণ আয়াব দনি এবং তাদরেক বেশে কর লো'নত করুন"। [সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত: ৬৪-৬৮]

﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ١٩ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعۡبُدُونَ ٩٦ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَنصُرُ وَنَكُمْ أَوۡ يَنتَصِرُونَ ٩٢ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَنصُرُ وَنَكُمْ أَوۡ يَنتَصِرُونَ ٩٣ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلۡغَاوُنَ ٤٩ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥ قَالُواْ وَهُمۡ فِيهَا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥ قَالُواْ وَهُمۡ فِيهَا يَخۡتَصِمُونَ ٩٦ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَلَ مُّبِينٍ ٩٧ إِذۡ يَخۡتَصِمُونَ ٩٦ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَلَ مُّبِينٍ ٩٧ إِذۡ

نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعُلَمِينَ ٩٨ وَمَاۤ أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجۡرِمُونَ ٩٩ فَمَا لَنَا مِن شُفِعِينَ ١٠٠ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيم ١٠١ فَلَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠٢﴾ [الشعراء: ٩١، ٢٠٢]

"এবং পথভ্রষ্টকারীদরে জন্য জাহান্নাম উন্মে∙োচতি করা হব।ে আর তাদরেক বেলা হব,ে তারা কণেথায় যাদরে তণেমরা ইবাদাত করত আেল্লাহ ছাড়া? তারা কতিেমাদরেক সোহায্য করছ,ে না নজিদেরে সাহায্য করত পারছ।ে অতঃপর তাদরেক এবং পথভ্রষ্টকারীদরেক েউপুড় কর জাহান্নাম েনক্ষপে করা হব,ে আর ইবলসিরে সকল সন্যেবাহনীকওে। সখোন পেরস্পর ঝগড়া করত েগয়ি তারা বলবে, আল্লাহর কসম! আমরা

ত ে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নমিজ্জতি ছলাম। যখন আমরা ত**ো**মাদরেক সকল সৃষ্টরি রবরে সমকক্ষ বানাতাম। আর অপরাধীরাই শুধু আমাদরেক পথভ্রষ্ট করছেলি। অতএব, আমাদরে কণেনণে সুপারশিকারী নইে এবং কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও নইে। হায়, আমাদরে যদি আরকেটি সুয়েণাগ হত, তব েআমরা মুমনিদরে অর্ন্তভুক্ত হতাম''। [সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৯১-50२]

<u>অনুসারীদরে থকে শয়তানরে</u> <u>দায়মুক্তরি চষ্টা</u>

যখন শয়তানরে অনুগত কাফরি মুশরকিদরে জাহান্নামে নেক্ষপে করা হবতেখন শয়তানক ডোকা হব। শয়তান বলব এদরে কুফুরী ও শর্কি আমিও মেটেওে যুক্ত ছলাম না। স আরেট বলব আমি যি এদরে কুফুরী ও শর্কি করত উদ্বুদ্ধ করছে এমন কটোনটো প্রমাণ তাদরে কাছ নেই।

এ সম্পর্ক েআল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলনে,

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيَطُٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخَلَفَتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوَتُكُمْ فَٱسۡتَجَبَتُمْ لِيَ فَلَا تَلُومُونِي سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوَتُكُمْ فَٱسۡتَجَبَتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمُ مَّا أَنا بِمُصنرِ خِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصنرِ خِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصنرِ خِيَّ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ بِمُصنرِ خِيَّ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ بِمُصنَرِ خِيَّ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ الطَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٢﴾ [ابراهيم: ٢٢]

"আর যখন যাবতীয় ব্যিয়রে ফয়সালা হয় যোব,ে তখন শয়তান বলব,ে নশ্চিয়

আল্লাহ তেনমাদরেক ওেয়াদা দয়িছেলিনে সত্য ওয়াদা। আর তণেমাদরে উপর আমার কণেনণে আধপিত্য ছলি না, তব েআমিও ত েমাদরেক ওেয়াদা দয়িছেলাম, এখন আমি তা ভঙ্গ করলাম। তে মাদরেক দাওয়াত দয়িছে,ি আর তেনেমরা আমার দাওয়াত সোড়া দয়িছে। সুতরাং ত োমরা আমাক তেরিস্কার করণে না, বরং নজিদরেকইে তরিস্কার কর। আম তে মাদরে উদ্ধারকারী নই, আর ত েমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। ইতঃপূর্বতেে।মরা আমাক েযার সাথে শরীক করছে, নশ্চিয় আম িতা অস্বীকার করছ। নশ্চয় যালমিদরে

জন্য রয়ছে বেদেনাদায়ক আযাব"। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ২২]

<u>জাহান্নামবাসীদরে আফসণোস ও</u> <u>অনুতাপ</u>

জাহান্নাবাসীরা জাহান্নাম গেয়ি যে আফসণেস ও অনুতাপ করব তোর কছি আলণেচনা আল-কুরআন এভাব এসছে:

﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابِّ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَلَ فِي اللَّهِ اللَّا عَلَا اللَّغَلَلَ فِي أَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣٣ ﴾ [سبا: ٣٣]

"আর তারা যখন আযাব দখেবতেখন তারা অনুতাপ গণেপন করব।ে আর আমি কাফরিদরে গলায় শৃঙ্খল পরয়িদেবে। তারা যা করত কবেল তারই প্রতফিল তাদরেক দেওেয়া হব''। [সূরা সাবা, আয়াত: ৩৩]

﴿ وَلَوۡ أَنَّ لِكُلِّ نَفُسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاْفَتَدَتَ بِهُ ۗ وَلَوْ أَلَّا لِكُلِّ نَفُسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتَ بِنَيْنَهُم بِلَّا وَأَوْا ٱلْعَذَابُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٤٥﴾ [يونس: ٤٥]

"আর যমীন যো রয়ছে, তা যদি যুলুম করছে এমন প্রত্যকে ব্যক্তরি হয় যোয়, তব তো স মুক্তপিণ হসিবে দেয়ি দেবি এবং তারা লজ্জা গণেপন করব, যখন তারা আযাব দখেব। আর তাদরে মধ্য ন্যায়ভত্তিকি ফয়সালা করা হব এবং তাদরেক যুলুম করা হব নো"। [সূরা ইউনূস, আয়াত: ৫৪]

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيِّهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٢٧ يُوَيَلَتَىٰ لَيَتَنِي لَمْ أَتَّخِذَ فُلَانًا خَلِيلًا ٢٨ لَقَدَ أَضلَّانِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذَ جَآءَنِيُّ خَلِيلًا ٢٨ لَقَدَ أَضلَّانِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذَ جَآءَنِيُّ

وَكَانَ ٱلشَّيْطُنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ٢٩ ﴾ [الفرقان: ٢٧، ٢٩]

"আর সদেনি যালমি (অনুতাপ)ে নজিরে হাত দুটণে কামড়য়িবেলবরে, হায়, আমি যদরাসুলরে সাথে কেনেনের পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভণেগ, আমি যিদ অিমুকক বেন্ধুরূপ গ্রহণ না করতাম। অবশ্যই সতেে। আমাক উপদশেবাণী থকে বেভ্রান্ত করছেলি, আমার কাছতে আসার পর। আর শয়তান তণে মানুষরে জন্য চরম প্রতারক''। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২৭-২৯]

হাদীস এসছে: আবু হুরায়রা রাদয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿لاَ يَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَرْدَادَ شُكْرًا، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً» مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً»

"প্রত্যকে জান্নাতীক যেদ ি তার কর্ম খারাপ হত ো তাহল জোহান্নাম তোর অবস্থান কণেথায় হত তা দখোনণে হব। তখন স ক্তজ্ঞতা প্রকাশ করব। আর প্রত্যকে জাহান্নামীক, যদি তার কর্ম ভালণে হতণে তাহল জোন্নাত তোর অবস্থান কণেথায় হতণে তা দখোনণে হব। তখন স অনুতাপ করব"। [৫৮]

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বিলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى الْتَارِ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَيَزْ دَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَرْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُرْنًا إِلَى حُرْنِهِمْ»

وزاد مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَأَنذِرْ هُمْ يَوْمَ اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَهُمْ فِي غَفَلَة وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٩ ﴾ [مريم: ٣٩] وأشار بيده إلى الدنيا».

"যখন জান্নাতীরা জান্নাত েযাব েআর জাহান্নামীরা জাহান্নাম েযাব েতখন

মৃত্যুক জোন্নাত ও জাহান্নামরে মধ্যস্থান জেবহে কর দেওেয়া হব। অতঃপর একজন ঘণেষণাকারী ঘণেষণা দবি,ে হে জান্নাতবাসীরা! আর কণেনণে মৃত্যু নইে। হ জোহান্নামবাসীরা! আর কনেননে মৃত্যু নইে। এ ঘনেষণা শুন জান্নাতীদরে আনন্দ-ফুর্ত িআরেণে বড়ে যাব।ে আর জাহান্নামীদরে দুঃখ-অনুতাপ আরে েবড়ে যোব। (বর্ণনায়: বুখারী ও মুসলমি) আবু সায়ীদ আল খুদরী বর্ণতি মুসলমিরে বর্ণনায় একটি বাক্য বশে িআছ।ে তা হলণে: একথা বলার পর রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম এ আয়াতট পাঠ করছেনে যা,

﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٩﴾ [مريم: ٣٩]

"আর তাদরেক সেতর্ক কর দোও
পরতাপ দবিস সম্পর্ক যেখন সব
বিষয়রে চূড়ান্ত সদ্ধান্ত হয় যোব,ে
অথচ তারা রয়ছে উদাসীনতায় বভিণের
এবং তারা ঈমান আনছ নো"। [সূরা
মারইয়াম, আয়াত: ৩৯] উদাসীনতায়
বভিণের কথাট বিলার সময় তনি
দুনিয়ার দকি হোত দ্বারা ইশারা
করছেনে"। [৫৯]

<u>জাহান্নামরে শাস্ত হিব চেরিস্থায়ী</u>

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ٧٤ لَا يُفَتَّرُ عَنَّمُ خَٰلِدُونَ ٧٤ لَا يُفَتَّرُ عَنَّهُمْ وَلَٰكِن عَنْهُمْ وَلَٰكِن

كَانُواْ هُمُ ٱلظُّلِمِينَ ٧٦ وَنَادَوَاْ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مِّكِثُونَ ٧٧ لَقَدَ جِئَنَٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكُمْ فِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكَثَرَكُمْ لِٱلْحَقِّ كُرِ هُونَ ٧٨﴾ [الزخرف: ٤٧، ٨٨]

"নশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামরে আযাব স্থায়ী হব,ে তাদরে থকে আযাব কমান ে হবনো এবং তাত েতারা হতাশ হয়ে পড়ব।ে আর আমি তাদরে উপর যুলুম কর িন; কন্তু তারাই ছলি যালমি। তারা চৎকার কর বেলব েহ েমালকি. ত েমার রব যনে আমাদরেক শেষে কর দনে। সবেলবরে, নশি্চয় তে।মরা অবস্থানকারী। অবশ্যই তে।মাদরে কাছ আমা সত্য নয়ি এসছেলাম; কন্তু তেনমাদরে অধকািংশই ছলি সত্য অপছন্দকারী"। [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৭৪-৭৮]

তনি আরণে বলনে,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقَضَىٰ عَلَيْهِمۡ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَاْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي فَيمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَاْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ٣٦ وَهُمۡ يَصِلَطُرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخۡرِجۡنَا كُلُّ كَفُورٍ ٣٦ وَهُمۡ يَصِلَطُرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخۡرِجۡنَا نَعۡمَلُ أَوَ لَمۡ نُعَمِّرُكُم مَّا نَعۡمَلُ أَوَ لَمۡ نُعَمِّرُكُم مَّا نَعۡمَلُ اللَّذِيرُ فَدُوقُواْ فَمَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلطَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ٣٧ ﴾ [فاطر: ٣٦، ٣٦]

"আর যারা কুফুরী করে, তাদরে জন্য রয়ছে জোহান্নামরে আগুন। তাদরে প্রত এমন কণেনণে ফয়সালা দওেয়া হবনো যা, তারা মারা যাবা, এবং তাদরে থকে জোহান্নামরে আযাবও লাঘব করা হবনো। এভাবইে আমা প্রত্যকে অকৃতজ্ঞক প্রতফিল দয়ি থোকা। আর সখোন তোরা আর্তনাদ করে বলবা, হে আমাদরে রব, আমাদরেক

বরে কর েদনি, আমরা পূর্ব েয েআমল করতাম, তার পরবির্ত েআমরা নকে আমল করব। (আল্লাহ বলবনে) আম ক তিনেমাদরেক এতটা বয়স দইেন যি, তখন কউে শক্ষা গ্রহণ করত চোইল শক্ষা গ্রহণ করত পোরত? আর ত েমাদরে কাছ েত ে সতর্ককারী এসছেলি। কাজইে ত েমরা আযাব আস্বাদন কর, আর যালমিদরে কণোনণে সাহায্যকারী নইে"। [সূরা আল-ফাতরি, আয়াত: ৩৬-৩৭]

<u>আলকাতরা ও শকিল জাহান্নামরে</u>

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْنَفَادِ ٤٩ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغَشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّالُ ٥٠ ﴾ [ابراهيم: ٤٩، ٥٠]

"আর সদেনি তুমি অপরাধীদরে দখেব তারা শকিল বোঁধা। তাদরে পণোশাক হব আলকাতরার এবং আগুন তাদরে চহোরাসমূহক ঢেকে ফলেব"। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪৯-৫০]

﴿ وَإِن تَعۡجَبُ فَعَجَبُ قَوۡلُهُمۡ أَءِذَا كُنَّا ثُرَٰ بِا أَءِنَّا لَفِي خَلۡقَ جَدِيدٍ أُوْلَٰ بِكَ اللَّهِ مُ أَوْلُبُكَ خَلۡق جَدِيدٍ أُوْلَٰ بِلَ بِهِمُ وَأُوْلَٰ بِلَ بِهِمُ وَأُوْلَٰ بِلَ اللَّالِ اللَّهُ وَأُوْلَٰ لِكَ أَصۡمُ خُلِكُ النَّالِ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ ﴾ [الرعد: ٥] خَلِدُونَ ٥ ﴾ [الرعد: ٥]

"আর যদি তুমি আশ্চর্য বণেধ কর, তাহল আশ্চর্যজনক হলণে তাদরে এ বক্তব্য, আমরা যখন মাটি হয় যোব, তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টতি পেরণিত হব? এরাই তারা, যারা তাদরে রবরে সাথ কুফুরী করছে, আর ওদরে গলায় থাকব শেকিল এবং ওরা অগ্নবাসী, তারা সখোন স্থায়ী হব"। [সূরা আর রাদ, আয়াত: ৫]

<u>জাহান্নামরে যাক্কুম বৃক্ষ</u>

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কবেলনে,

﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ٤٣ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ٤٤ كَالَّمُهَلِ
يَغَلِي فِي ٱلْبُطُونِ ٥٥ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ ٤٦ خُذُوهُ
فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٤٧ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِةِ
مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ٤٨ ذُقِّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ
مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ٤٨ ذُقِّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ
٤٩ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ٥٠٠﴾ [الدخان:

"নশ্চিয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য; গলতি তামার মত∙ো, উদরসমূহে ফুটতে থাকব। ফুটন্ত পানরি মত। (বলা হব।) ওক ধের, অতঃপর তাক জোহান্নামরে মধ্যস্থল টেনে নেয়ি যোও। তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানরি আযাব ঢলে দোও। (বলা হব) তুমি আস্বাদন কর, নিশ্চয় তুমইি সম্মানতি, অভজাত। নিশ্চয় এটা তা-ই যবেষিয় তেনেমরা সন্দহে করত। [সূরা আদ দুখান, আয়াত: ৪৩-৫০]

﴿ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ٦٦ إِنَّا جَعَلَنْهَا فِتَنَةٌ لِلطَّلِمِينَ ٦٣ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيَ أَصلِ الشَّيٰطِينِ ٦٥ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصلِ الشَّيٰطِينِ ٦٥ فَإِنَّهُمُ لَأَكِلُونَ مِنْهَا قَمَالُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٦٦ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيم ٦٧ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيم ٦٧ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيم ٦٧ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ٦٨ إِنَّهُمْ أَلْفَقُ أَ ءَابَآءَهُمْ ضَالِينَ ٩٦ فَهُمْ عَلَيْ عَالَيْنَ ٩٦ فَهُمْ عَلَيْ عَالَيْ مَا الْحَيْقِ عَلَى الْكَالِينَ ٩٦ فَهُمْ عَلَيْ عَالَيْ عَالَيْ عَالَيْ الْكَالِينَ ٩٦ فَهُمْ عَلَيْ عَالَيْ مَا مَا لَكُونَ ٩٧﴾ [الصافات: ٢٦، ٢٠]

''আপ্যায়নরে জন্য এগুল∙ো উত্তম না যাক্কুম বৃক্ষ, নশ্চিয় আম িতাকে যালমিদরে জন্য কর দেয়িছে পিরীক্ষা। নশ্চয় এ গাছটি জাহান্নামরে তলদশে থকেবেরে হয়। এর ফল যনে শয়তানরে মাথা, নশ্চিয় তারা তা থকে েখাব এবং তা দয়ি পেটে ভর্ত িকরব।ে তদুপর তাদরে জন্য থাকব েফুটন্ত পানরি মশ্রণ। তারপর তাদরে প্রত্যাবর্তন হব জোহান্নামরে আগুন।ে নশ্চিয় এরা নজিদরে পতিপুরুষদরেক পেথভ্রষ্ট পয়েছেলি, ফল েতারাও তাদরে পদাঙ্ক অনুসরণ েদ্রুত ছুটছে।ে [সূরা আস সাফফাত, আয়াত: ৬২-৭০]

এ সম্পর্ক হোদীস এেসছে: আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি যরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলনে:

﴿ اللَّهُ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ
﴿ ١٠٢﴾ [ال عمر ان: ٢٠١] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ ﴾ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ ﴾ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ ﴾ ﴾

"তেনেরা আল্লাহ-ক যেথাযথ ভয় করনে আর মুসলমি না হয় মৃত্যুবরণ করনে না। এরপর তনি বিললনে, যদি যাক্কুম বৃক্ষ থকে একটি ফিনেটা পৃথবীত পেততি হয়, তাহল তো পৃথবীবাসীর সব জীবননে পকরণ নষ্ট কর দেবি। অতএব যতো খাব তোর অবস্থা কী হবং?"[৬০]

গলতি পুঁজ হব জোহান্নামীদরে খাদ্য এ প্রসঙ্গ আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ وَ ٱسۡ تَفۡتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٥ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسۡقَىٰ مِن مَّاء صَدِيدٍ ١٦ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتُ فَيَسْعِنُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُو بِمَيِّتُ فَيَسْعِينُ وَمِا هُو بِمَيِّتُ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظً ١٧ ﴾ [ابراهيم: ١٥، ١٧]

"আর তারা বজিয় কামনা করল, আর ব্যর্থ হলণে সকল স্বরোচারী হঠকারী। এর সামন রেয়ছে জোহান্নাম, আর তাদরে পান করানণে হব গেলতি পুঁজ থকে। সে তো গলিত চোইব এবং প্রায় সহজ সে তো গলিত পারব নো। আর তার কাছ সকল স্থান থকে মৃত্যু ধয়ে আসব, অথচ সমেরব নো। আর এর

পরওে রয়ছে কেঠনি আযাব"। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১৫-১৭]

﴿ هَٰذَانِ خَصِمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُ ۚ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَطِّعَتَ لَهُمۡ ثِيَابٌ مِّن نَّار يُصِبُ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلۡحَمِيمُ ١٩ يُصِنَهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمۡ وَٱلۡجُلُودُ ٢٠ وَلَمَ أَرَادُواْ أَن يَخۡرُجُواْ وَلَهُم مَّقَمِعُ مِنۡ حَدِيدِ ٢١ كُلْمَا أَرَادُواْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنۡ عَمِ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ مِنۡ حَدِيدِ ٢٢ كُلْمَا أَرَادُواْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنۡ عَمِ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ مِنۡ حَدِيدٍ ٢٢ كُلْمَا اللّهُ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ مِنۡ حَدِيدٍ ٢٢ كُلُوا عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ مِنۡ حَدِيدٍ ٢٢ كُلُمَا أَرَادُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ مِنۡ حَدِيدٍ ٢٢ كُلُوا عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ مِنۡ حَدِيدٍ ٢٢ كُلُوا عَذَابَ الْمَرْيِقِ مِنۡ حَدِيدٍ ٢٢ كُلُوا عَذَابَ الْمَرْيِقِ مِنۡ عَمِ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ مِنۡ حَدِيدٍ ٢٢ كُلُوا الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعِيمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ الْمَالِيْلُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْمَالِيْلِيْلِيلَالِهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُو

"এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, যারা তাদরে রব সম্পর্ক বৈতির্ক কর।ে তব যোরা কুফুরী কর তোদরে জন্য আগুনরে পশোক প্রস্তুত করা হয়ছে।ে তাদরে মাথার উপর থকে ঢেলে দেওয়া হব ফুটন্ত পানা। যার দ্বারা তাদরে পটেরে অভ্যন্তর যা কছু রয়ছে তো ও তাদরে চামড়াসমূহ বিগলতি করা হব।ে আর

তাদরে জন্য থাকবলে লে।হার হাতুড়ী।
যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয় তো
থকে বেরে হয় আসত চোইব, তখনই
তাদরেক তোত ফেরিয়ি দেওয়া হব
এবং বলা হব, দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন
কর"। [সূরা আল-হজ, আয়াত: ১৯-২২]

সৎকাজ আদশে কর ওে অন্যায় থকে নেষিধে কর অথচ নজি তো থকে দূর থাক নো এমন ব্যক্তরি শাস্ত

আমাদরে সমাজ এমন অনকে মানুষ
আছ যোরা অন্যক ভোল ো কাজরে
আদশে দয়ে কন্তু নজি কের নো।
আবার অন্যক অন্যায় ও পাপাচার
থকে ফেরি থোকত বেল অথচ স নেজি
তাত লেপ্ত হয়। এমন ব্যক্ত

জাহান্নাম এক বশিষে ধরনরে শাস্ত ভানে করব। হাদীস এসছে: উসামা ইবন যায়দে থকে বের্ণতি, তানি বিলনে, আম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামক বেলত শুনছে, তানি বলছেনে,

﴿يُوْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ »

"কয়ািমতরে দনি এক ব্যক্তকি উপস্থতি করা হব,ে তার পটেরে নাড়ভুরগুলেণে ঘুরপাক খতে থােকব।ে ফলসে গাধার মত ঘুরত থােকব। গাধা

যমেন চরকার পাশ েঘুর েথাক। জাহান্নামরে অধবািসীরা তাক দেখাের জন্য জড়ে। হব।ে তারা তাকে বেলবে, এই! তোমার এ অবস্থা কনে? তুম িক সৎ কাজরে আদশে করত েনা আর অন্যায় কাজ থকে েনষিধে করত েনা? স বলব: হ্যা, আমসিৎ কাজরে আদশে করতাম কন্তু তা নজি েকরতাম না। আর অন্যায় ও অসৎ কাজ থকে মানুষকে বেরিত থাকত বেলতাম কনিতু নজি তোত লেপিত হতাম"। [৬১]

<u>জাহান্নাম েসবচয়ে নেম্নমানরে</u> শাস্তরি ধরন

হাদীস এসছে: সাহাবী নুমান ইবন বশীর রাদয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, তনি বিলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ، يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِ الْمِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا» يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا

"জাহান্নামীদরে মধ্য যোর সবচয়ে হাল্কা শাস্ত হিব তোর শাস্তরি ধরনটা এমন হব যে, তার পায় আগুনরে দুটণো জুতা থাকব ওে আগুনরে দুটণো ফতা থাকব। এর আগুনরে তাপ তোর মগজ টগবগ কর ফুটত থোকব যেমন ডগেরে মধ্য পোন ফুটত থোক। লণকরো তার অবস্থা দখে মন করব এর চয়ে বড় শাস্ত আর কছু নই। অথচ এ শাস্তটা হলণে সবচয়ে হাল্কা শাস্তি"। [৬২]

<u>জাহান্নাম েশাস্তরি বভিন্ন স্তর</u>

হাদীস এসছে: সামুরা ইবন জুনদাব রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ» حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ»

"জাহান্নামীদরে কারণে পায়রে গণেড়ালী পর্যন্ত আগুন স্পর্শ করব। করণে হাটু পর্যন্ত আগুন স্পর্শ করব। কারণে কারণে কণ্ঠ পর্যন্ত আগুন স্পর্শ করব। কগ্ঠ পর্যন্ত আগুন স্পর্শ করব। করব। তার্বার কারণে কণ্ঠ পর্যন্ত আগুন স্পর্শ

নারীরা অধকিহার জোহান্নাম যোব

হাদীস এসছে: উসামা ইবন যায়দে রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿قُمْتُ عَلَى بَابُ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَلَمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصِدَحَابَ الْنَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى أَصْحَابَ الْنَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابُ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ»

"আম জিন্নাতরে গটে দোড়ালাম, দখেলাম যারা তাত প্রবশে করছে তারা অধকাংশ ছলি দুনিয়াত দেরদ্র অসহায়। আর ধনী ও প্রভাবশালীদরে আটক দেওেয়া হয়ছে। তব তোদরে মধ্য যোদরে জাহান্নাম যোওয়ার ফয়সালা হয় গছে তোদরে কথা আলাদা। আর আম জাহান্নামরে প্রবশে পথ দাড়ালাম। দখেলাম, যারা প্রবশে করছে তাদরে অধকািংশ নারী"।[৬৪]

কনে নারীরা পুরুষদরে তুলনায় অধকিহার জোহান্নাম যোব?

অন্য একটি হাদীস েএ সম্পর্ক এসছে: আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদয়িাল্লাহু 'আনহু থকে েবর্ণতি, তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصِدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْاسْتِغْفَارَ، فَانِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «ثُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ»

"হনোরীগণ! তোমরা দান-সদকা করণো বশে বিশে কির আল্লাহ

তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করণে। কনেনা আমি জাহান্নাম ত োমাদরে অধকিহার দেখেছে। এ কথা শেনার পর উপস্থতি মহলািদরে মধ্য থকে একজন (যার নাম ছলি জাযলা) প্রশ্ন করলে।, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আমাদরে কনে এ অবস্থা? কনে জাহান্নাম েআমরা বশে সিংখ্যায় যাবেণ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওিয়াসাল্লাম বললনে: তেনেম্রা স্বামীর প্রত বিশে অকৃতজ্ঞ ও অভশাপ দাও বশে"।[৬৫]

বলত খোরাপ শুনালওে আসল আমাদরে সমাজরে নারীদরে বাস্তব চত্রি এ রকমই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে। আমি দাম্পত্য জীবন েঅনকে সুখী নারীক দখেছে িতারা স্বামীর প্রত িঅনকে সময় চরম অক্তজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।ে অনকে সময় সামান্য বরিক্ত হলনেজি সন্তানদরেও অভশািপ দয়ে। নারীদরে জাহান্নাম থকে বোঁচার জন্য এ দুটণে স্বভাব পরহাির করত হেব অবশ্যই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লামরে বলার উদ্দশ্যে এটাই। তনি নারীদরে স্বভাব সংশণেধন করার জন্যই এ কথা বলছেনে। নারীদরে খাটনে করা বা তাদরে ভূমকাি অবমূল্যায়নরে জন্য বলনে ন।

পঞ্চম অধ্যায়

জান্নাত ও তার অধবাসীদরে ববিরণ

যারা জান্নাত েযাবনে তারা হলনে, নবী, সদ্দীক, শহীদ ও ঈমানদার সৎকর্মশীল মানুষ।

জান্নাত এমন একটি স্থান যার পাশ দয়িবেয় যোয় নদী। যার প্রাসাদসমূহ তরৈ হিয়ছে েস্বর্ণ ও রৌপ্যরে ইট দয়ি।ে এ প্রাসাদরে অন্যান্য উপকরণসমূহরে মধ্য েআছ মেন-ি মুক্তা, মুগনাভী, হরাি-মানক্য ইত্যাদ। সখোন আছনোরী-পুরুষ সকলরে জন্য পবত্র সঙ্গী-সাথী। আছে সব ধরনরে ফল-মূল। সখোনরে অধবাসীরা খাওয়া-দাওয়া আর আমে েদ-ফুর্ততি মত্ত থাকব।ে থাকবনো কণেনণে ধরনরে দু:চন্তা ও ভয়-ভীত। সখোন থোক হাস ও আনন্দ। থাকবনো কণেনণে

কান্না। মৃত্যু থাকবনো। থাকবনো
মৃত্যুর দুঃচন্তা। সবচয়েবেড়
নি'আমাত হলণো আমাদরে মহান স্রষ্টা
আল্লাহ রাব্বুল আলামীনরে সাক্ষাত
লাভ ও তার সন্তুষ্টা।

মণেটকথাঃ হলণে, সখোনরে সুখ শান্তরি, আনন্দ-ফুর্তরি কণোনণে দৃষ্টান্ত কণোনণে চণেখ এখনণে দখেনে। কণোনণে কান কখনণে শুননে। তার সত্যকাির ধরণ সম্পর্ক কোনণে হৃদয় কখনণে কল্পনা করনে।

সর্বপ্রথম জান্নাত েপ্রবশে করবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম হাদীস এসছে: আনাস ইবন মালকে রাদয়িাল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿ آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدُ، فَيَقُولُ: بِكَ أَمْرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ ﴾

"আম কিয়ামতরে দনি জান্নাতরে গটে এস জোন্নাত খুল দেতি বেলবণা। তখন দারণোয়ান প্রশ্ন করব,ে আপন কি?ে আম বিলবণা, আম মুহাম্মাদ। তখন সবেলব,ে আমাক নেরিদশে দওেয়া আছে যে, আপনার পূর্বে আমা যিনে কারণা জন্য জান্নাতরে দরজা খুলনো দেই"। [৬৬]

প্রথম যারা জান্নাত েপ্রবশে করব

হাদীস এেসছে: ইবন আব্বাস রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَ الرَّ جُلَان، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى صبَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنْ انْظُرْ إلَى الْأُفُق، فَنَظَرْ تُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُو نَ أَلْفًا يَدْخُلُو نَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابِ ! ، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزَ لَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابِ وَلَا عَذَابِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ

بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿مَا الَّذِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿هُمُ الَّذِينَ لَا تَخُوضُونَ فِيهِ؟ ﴾ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: ﴿هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَرْقُونَ، وَلَا يَسَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَرَقُونَ، وَلَا يَسَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾، فَقَالَ: "ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ ﴾ ثُمَّ قَامَ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَا يَتَطَيْرُونَ مِنْهُمْ؟ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَا يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَكُلُ آخَرُ ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا يَتَعْمَلُونَ عَلَيْهُمْ وَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: وَهُلُ الْمَدُلُ الْمَلُ اللهَ عَكَاشَةُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: الْمُعُمْ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: الْمُعُلْمُونَ بِهَا عُكَاشَةُ ﴾

"কিয়ামতরে দনি বভিন্নি জাতগিনেষ্ঠরি মানুষদরে কীভাব হোজরি করা হব তোর একটি চিত্র আমাক দেখাননে হয়ছে।ে আমা দিখেলাম একজন নবী আসলনে তার সাথ দেশ জনরে কম সংখ্যক অনুসারী। আরকেজন নবী আসলেন, তার সাথ একজন বা দু'জন অনুসারী। আবার আরকেজন নবী আসলনে তার সাথে কেনেননে অনুসারী নইে। এরপর দখেলাম বড় একদল মানুষক েআনা হল ে। আমি ধারনা করলাম এরা আমার অনুসারী হব। কন্তু আমাক বেলা হল ো, এরা মূছা আলাইহসি সালাম ও তার অনুসারী। আমাকবেলা হলে।, আপন অন্য প্রান্ত তোকান। আম িতাকালাম। দখেলাম বশাল একদল মানুষ। আমাক বলা হল ো, এবার অন্য প্রান্ত তাকান। আমি তাকালাম। দখেলাম, সখোনওে বশিল একদল মানুষ। আমাক বলা হল ে।, এরা সকল েআপনার অনুসারী। এবং তাদরে মধ্য েসত্তর হাজার মানুষ এমন আছে,ে যারা কণেনণে হসাব-নকাশ ও শাস্ত ব্যতীত

জান্নাত েপ্রবশে করব।ে এ কথাগুল ে। বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম উঠ েতাঁর ঘর গলেনে। উপস্থতি ল•োকজন এ সকল লেকে কারা হবে এ নয়িবেতির্ক জুড় দলি। কউে কহে বলল**ে**া, তারা হব েঐ সকল মানুষ যারা রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লামরে সাহচর্য লাভ করছে।ে কউে বলল∙ো, তারা হবে ঐ সকল মানুষ যারা ইসলাম নয়ি জেন্ম গ্রহণ করছে আর কখন ো শর্কি করনে। আবার অনকে অন্য অনকে কথা বলল ে। ইতমিধ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম তাদরে কাছ আসলনে। বললনে, তণেমরা কি নিয়িবেতির্ক

করছলি?ে তখন তারা বলল, ঐ সকল ল∙োক হবে কারা এ ব্ষয়ে আমরা আল েচনা করছলি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম বললনে: ঐ সকল লণেক হলণে তারাদিয়ািল্লাহু 'আনহু যারা ঝাড়-ফুঁক করনো। ঝাড়-ফুঁক করত েযায় না। যারা কুলক্ষণ সুভ লক্ষণ বেশ্বাস কর না। আর শুধু তাদরে প্রতিপালকরে উপর নরিভর (তাওয়াক্কুল) কর।ে এ কথা শুন েউকাশা ইবন মহিসান দাড়য়ি গলেনে আর বললনে, হরেরাসূল! আপন আল্লাহ তা'আলার কাছদেে'আ করুন, তনি যিনে আমাক েএ সকল ল েকদরে অন্তর্ভূক্ত করনে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম

বললনে, তুমি তাদরে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গলে। এরপর আরকেজন দাড়িয়িবেললনে, হেরোসূল! আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছদেনে'আ করুন, তনি যিনে আমাকওে এ সকল লােকদরে অন্তর্ভূক্ত করনে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে, উকাশা তােমাক ছোড়িয়িবেগছে"।[৬৭]

হাদীসটি থকে আমরা যা জানত পোর:

এক. অন্যান্য নবীদরে অনুসারীদরে তুলনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অনুসারীদরে সংখ্যা হব অনকে বশে। দুই. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামরে অনুসারীদরে মধ্য
সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাব ও
কোনো শাস্ত ব্যতীত জান্নাত
প্রবশে করব।

তনি. শরী'আত অনুমেণেদতি ঝাড়-ফুঁক বধৈ। আর যে সকল ঝাড়-ফুঁক শরী 'আত অনুমোদন করে না তা নিষদি্ধ। বধৈ ঝাড়-ফুঁক করা বা করানণে তাওয়াক্কুলরে পরপিন্থী নয়। তব এগুল∙ো পরহাির কর েসম্পূর্ণভাব আল্লাহ তা'আলার উপর নরি্ভর করা হল ে তাওয়াক্কুলরে একট িশীর্ষ স্থান। যারা এ শীর্ষ স্থানরে অধকািরী হত েপারব েতারা বনিা হসািব জান্নাত লাভরে সৌভাগ্য অর্জন করব।

চার. কণেনণে কছিু দখেবো কণেনণে কছিু কর েতার মাধ্যম শুভ অশুভ নরিণয় করা জায়যে নয়।

পাঁচ. কুরআন বা হাদীসরে কণেনণে বিষয় নিয় বৈতির্ক বা আলণেচনা করা দেশেষরে কছু নয়। সাহাবীগন যখন এ ভাগ্যবান মানুষগুলণে কারা হবনে এ বিষয় নিয় বৈতির্ক করছলিনে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদরে নিষধে করনে নি বা বিতর্ক করা ঠিক নয় বলা কোনণে মন্তব্য করনে না।

ছয়. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম সব ব্যাপার মানুষরে
মতামত প্রকাশরে স্বাধীনতার

প্রবর্তন করছেনে। তার সমকাল
কোননো রাজা-বাদশা বা ধর্মীয় নতোরা
তাদরে লোকদরে এভাব মেতামত
প্রকাশরে স্বাধীনতা দনে না। কারণা
মতামত ভুল হলওে তানি তা প্রকাশ
করার জন্য উৎসাহ দতিনে। কাউক
মতামত প্রকাশ বোধা প্রদান করনে না।

সাত. কেনেনে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামক দেশে আ করত বেলা শরীয়ত অনুমশেদতি কাজ বল স্বীকৃত ছলি যতদনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম জীবতি ছলিনে। যমেন, আমরা এ হাদীস দেখেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামরে কাছে উক্কাশা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু দেশে আ চয়েছেনে। এমনভািব জীবতি কশেনশে আলমি বা বুযুর্গ ব্যক্তরি কাছ যে কেশেনশে ব্যাপার দেশে আ চাওয়া যায়। কন্তু কশেনশে মৃত নবী বা অলীর কাছ কেশেনশে ব্যাপার দেশে আ চাওয়া যায় না।

আট. এ হাদীসটি আমাদরে সকলক যথাযথভাব আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করা ও তাওয়াক্কুলরে শীর্ষস্থান পেশেঁছ যোওয়ার জন্য উৎসাহ দচ্ছে।

<u>জান্নাত েসর্বনমি্ন ও সর্ব∙োচ্চ</u> <u>মর্যাদা</u>

হাদীস এসছে: মুগীরা ইবন শণোবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿ سَأَلَ مُو سَى رَبَّهُ، مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْ ضَيَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَ ضيتُ رَبّ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَ عَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ، قَالَ: رَبِّ، فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتِهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَر "، قَالَ: وَمِصِيْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: " ﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٌ مَّاۤ أَخۡفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُن جَزَآءُ بِمَاۤ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٧﴾ [السجدة: ١٧]

"মুসা আলাইহসি সালাম তার প্রতপালকক জেজ্ঞসে করলনে, জান্নাতবাসীদরে মধ্য েসর্বনমি্ন মর্যাদার ল েকিট মর্যাদা করিকম হব?ে আল্লাহ তা'আলা বললনে, স হল ে এমন এক ব্যক্ত, জান্নাতরে অধবাসীদরে জান্নাত েপ্রবশে করাননের পর আমি তাকবেলবনে, তুমি জান্নাত েপ্রবশে কর∙ো। সবেলব,ে হে রব! কীভাব েআম িজান্নাত েপ্রবশে করবণে যখন সকলক েনজি নজি মর্যাদা অনুযায়ী স্থান নয়িে গছে এবং তাদরে পাওনাগুল ে গ্রহণ করছে ে? তখন তাকে বেলা হব,ে দুনয়াির সম্রাটদরে মত একজন সম্রাটরে যা থাকে তেনমাক সে পরমািণ দওেয়া হল

তুম কি সিন্তুষ্ট হবং? সে উত্তর বেলব হ প্রভূ, আমি সিন্তুষ্ট হব ো। আল্লাহ তা'আলা বলবনে, ত'েমাক সেপেরমািণ দওেয়া হবা, তারপরও সা পরিমাণ আবার দওেয়া হব,ে তারপরও স পরমাণ আবার দওেয়া হব েতারপর আবার সপেরমাণ দওেয়া হব। পঞ্চমবার সবেলবরে, হরেপ্রভু আমি সন্তুষ্ট হয় েগলোম। আল্লাহ তা'আলা বলবনে, তাহল েএ পরমাণ তামার সাথ েএর আরণে দশগুণ তণেমাক দওেয়া হল ে। আর তনেমার জন্য রয়ছে যো তণেমার মন কামনা কর েআর যা তণেমার চণেখ দখেত চোয়। সে বলব,ে হে রেব আমি সিন্তুষ্ট হয়ে গলোম। তারপর মুসা আলাইহসি সালাম

জজ্ঞিসে করলনে, হ েআল্লাহ! আর সবচয়ে েউচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তরি স্থান কমেন হব?ে আল্লাহ তা'আলা বললনে: তারা হলণে. যাদরে মর্যাদার বীজ আমা নিজি হাত েবপন করছে এবং তার উপর সীলম∙োহর এঁট েদয়িছে। কাজইে সখোনরে মর্যাদা ও সুখ-শান্ত এমন যা কণেনদনি কণেনণে চণেখ দখে ন। কণেনণে কান শণেন েন। কণেনণে মানুষরে অন্তর তার কল্পনা করে নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললনে, এর সত্যতা তামেরা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীত পতে পোর ে যখোন তেনি বলছেনে,

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُن جَزَآءً اللهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُن جَزَآءً المِما كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٧﴾ [السجدة: ١٧]

"অতএব, কণেনণে ব্যক্ত জিননে। চণেখ জুড়ানণে ক জিনিসি তাদরে জন্য লুকয়িরোখা হয়ছে"। [৬৮]

হাদীস আরণে এসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿قَالَ اللَّهُ ﴿أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنِ ١٧﴾ [السجدة: ١٧]

"আল্লাহ তা'আলা বলনে, আমি আমার সংকর্মশীল বান্দাদরে জন্য এমন বস্তু প্রস্তুত কর রেখেছে যা কণেনণে চণেখ দখেনে। আর যা কণেনণে কান শেনেনে। এবং কণেনণে মানুষরে অন্তর তা কল্পনা করত সেক্ষম হয় ন। আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু বলনে, তণেমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করত পোরণে:

﴿ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٌ مَّاۤ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنِ ١٧﴾ [السجدة: ١٧]

''অতএব ক∙োন∙ো ব্যক্ত জিান নো চ∙োখ জুড়ান∙ো কি জিনিসি তাদরে জন্য লুকয়ি রোখা হয়ছে''।[৬৯]

<u>জান্নাতরে গটেরে আল·োচনা</u>

জান্নাতরে আটটি গিটে রয়ছে।ে গটেগুলণে এত বশািল যা,ে একটি গিটেরে দুপাটরে মধ্যা দুরত্ব হলণে মক্কা থকে হেজির পর্যন্ত (প্রায় ১১৬০ কলিনোমটাির) অথবা মক্কা থকে বেসরা পর্যন্ত (প্রায় ১২৫০ ক.িমা)

প্রত্যকে সৎকর্মশীল ব্যক্তদিরে
তাদরে আমল অনুযায়ী বশিষে বশিষে
গটে থকে আহবান করা হব।ে য ছদকাহ করছে তোক ছেদকার গটে থকে আহবান করা হব।ে য সোওম পালন করছে তোক রোইয়্যান নামক গটে থকে আহ্বান করা হব।ে

জান্নাতরে গটে সম্পর্ক েআল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলনে,

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىَ إِذَا جَاءُو هَا وَقُلِكُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمُ جَاءُو هَا وَقُالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبَتُهُمْ فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ ٧٣﴾ [الزمر: ٧٢]

"আর যারা তাদরে রবক ভেয় করছে তাদরেক দেল দেল জান্নাতরে দকি নিয় যোওয়া হব। অবশষে তোরা যখন সখোন এস পেশেছব এবং এর গটেসমূহ খুল দেওয়া হব তেখন জান্নাতরে রক্ষীরা তাদরেক বেলব, তণেমাদরে প্রতি সালাম, তণেমরা ভালণে ছলি। অতএব স্থায়ীভাব থোকার জন্য এখান প্রবশে কর"। [সূরা যুমার, আয়াত: ৭৩]

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হল**ো য**ে, জান্নাত অনকেগুল**ো গটে আছ**ে।

জান্নাতরে গটে সম্পর্ক হোদীস আরণে এসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصَلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصِيدَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْرَيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصَيدَقَةِ لَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْصَيدَقَةِ لا، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْصَيدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَيدَقَةِ لا، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْصَيدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَيدَقَةِ لا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعُمْ وَرَةٍ، فَهَلْ وَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعُونَ مِنْهُمْ» وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»

"যদেউনো বিষয় (প্রাণ ও সম্পদ) আল্লাহর পথ েখরচ করছে তোক জোন্নাতরে গটে থকে ডোক দয়িবেলা হব,ে হে আল্লাহর বান্দা! তনেমার জন্য এটা কল্যাণকর। যনোমাজী হব

তাক সোলাতরে দরজা থকে ডোকা হব। আর য েজহিাদকারী তাক েজহিাদরে গটে থকে েডাকা হব। সিয়াম পালনকারীক রাইয়ান নামক গটে থকে েডাকা হব।ে য ছদকা করছে তোক ছেদকার গটে থকে ডাকা হব।ে এ কথা শুন েআবু বকর রাদয়িাল্লাহু 'আনহু প্রশ্ন করলনে, ইয়া রাস্লাল্লাহ (আপনার প্রতি আমার পতাি মাতা উৎসর্গ হেনক) যাক েএ সকল গটে থকে েডাকা হব েস কে কনেননে অনুবধার সম্মুখীন হবং? আর এমন কণেনণে লণেক পাওয়া যাবে যাকে জান্নাতরে সকল গটে থকে েডাকা হব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললনে: হ্যাঁ, পাওয়া যাব।

আমি আশা করি তুমি তাদরে একজন"।[৭০]

এ হাদীস থকে েআমরা জানত েপারলাম, এমন কছিু নকেকার মানুষ থাকবনে যাদরেক জোন্নাত সেকল গটে ও দরজা দয়িডোকা হব। জান্নাতরে সকল কপাট তাদরে জন্য খেলো থাকব।ে আর এ সকল ভাগ্যবানদরে একজন হলনে, খলীফাতুল মুসলমীন আবু বকর সদ্দীক রাদয়ািল্লাহু 'আনহু। কারণ, তনি সিকল নকে আমলই সম্পাদন করতনে। কণেনণে নকে আমলই ত্যাগ করতন না। এ সম্পর্ক েএকটি হাদীস এসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহ থকে বেরণতি, একদনি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে:

«مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، قَقَالَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، فَقَالَ مَريضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا، فَقَالَ مَريضًا اللهُ عَنْهُ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلْهُ عَلْهُ عَلْهُ إِلَالَهُ عَلْهُ إِلَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

"তণেমাদরে মধ্য আজ ক সোওম পালন করছে? আবু বকর রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু বললনে, আমি সাওম পালন করছে।ি এরপর তনি প্রশ্ন করলনে, ক তোমাদরে মধ্য আজ কণেনণে মৃত ব্যক্তরি দাফন-কাফন ও জানাযায়

অংশ নয়িছে?ে আবু বকর রাদয়ািল্লাহু 'আনহু বললনে, আমা অংশ নয়িছে।। তারপর তনি বিললনে, তণেমাদরে মধ্য ক েআজ ক োন ো অভাবী ব্যক্ত কি খাবার খাইয়ছে?ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললনে, আম খাবার দয়িছে। তারপর তনি প্রশ্ন করলনে, তেমাদরে মধ্য আজ ক অসুস্থ ব্যক্তরি সবো করছে?ে আবু বকর রাদয়ািল্লাহু 'আনহু বললনে, আম করছে। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম বললনে, যার মধ্য েএ ভাল ে কাজগুল ের সমাবশে ঘটব জোন্নাত সেপ্রবশে করবইে"।[৭১]

আর এ জন্যই আবু বকর রাদিয়ািল্লাহু 'আনহুক জোন্নাতরে সকল গটে থকে আহবান করা হব।ে কারণ, তনি সিকল প্রকার ভালণে কাজ করছেনে।

এ হাদীসরে শক্ষা অনুযায় আমাদরে
কর্তব্য হল ে।, সকল প্রকার ভাল ে। ও
সংকর্ম যা করা সম্ভব তা সম্পাদন
করা। তাহল আেল্লাহ তা আলার
রহমত-অনুগ্রহ আমরা এ মর্যাদা
অর্জন করত পোর।

হাদীস আর ে। এসছে: সাহাল ইবন সাআদ রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, তনি বিলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে, ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الْصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُ هُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُ هُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ»

"জান্নাত েএকটি গটে রয়ছে।ে যার নাম রাইয়্যান। কয়ািমতরে দনি সয়ািম পালনকারীরাই শুধু সে দেরজা দয়ি প্রবশে করব।ে তাদরে ছাড়া অন্য কউে সদেরজা দয়িপেরবশে করত পোরবনো। সদেনি ঘণেষণা করা হবরে, সয়িাম পালনকারীরা কেথায়? তখন তারা দাঁড়য়ি যোব সে দেরজা দয়ি প্রবশে করার জন্য। যখন তারা প্রবশে করব দরজা বন্ধ করে দেওেয়া হবে ফল েতারা ব্যতীত অন্য কটে প্রবশে করত পারবনো"।[৭২]

এ হাদীস দয়িওে আমরা বুঝলাম জান্নাত সোওম পালনকারীদরে জন্য একটি বিশিষে গটে থাকব।ে

<u>জান্নাতরে বভিন্ন স্তর</u>

জান্নাতীদরে মান মর্যাদা অনুযায়ী বভিন্ন স্তর দান করা হব।ে এমনভািব মুজাহদিদরে জন্য একশত স্তর থাকব।ে অন্যান্য ঈমানদার ও আলমি উলামাদরে জন্য থাকব বেভিন্ন স্তর।

এ সম্পর্ক েআল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলনে,

﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحُتِ فَأُوْلَٰ لِكُ لَهُمُ ٱلدَّرَجُتُ ٱلْعُلَى ٥٧﴾ [طه: ٧٥]

"আর যারা তাঁর নকিট আসব েমুমনি অবস্থায়, স**ৎ**কর্ম কর েতাদরে জন্যই রয়ছে সুউচ্চ মর্যাদা"। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৭৫]

﴿ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجُتُ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجُتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ ١١﴾ [المجادلة: ١١]

"তেনােদরে মধ্য যােরা ঈমান এনছে এবং যাদরেক জ্ঞান দান করা হয়ছে আল্লাহ তাদরেক মের্যাদায় সমুন্নত করবনে। আর তনােমরা যা কর আল্লাহ সেম্পর্ক সেম্যক অবহতি"। [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ১১]

﴿فَضَلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجُهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى اللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَلَ ٱللَّهُ ٱلْخُسِنَى وَفَضَلَ ٱللَّهُ ٱلْخُمِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجُهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٥ دَرَجُتِ ٱلْمُجُهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٥ دَرَجُتِ

مِّنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٩٦﴾ [النساء: ٩٥، ٩٦]

''নজিদরে জান ও মাল দ্বারা জহিাদকারীদরে মর্যাদা আল্লাহ বস থাকাদরে ওপর অনকে বাড়য়ি দেয়িছেনে। আর আল্লাহ প্রত্যকেকইে কল্যাণরে প্রতশ্রুত িদয়িছেনে এবং আল্লাহ জহিাদকারীদরেক বেস থাকাদরে ওপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রষ্ঠত্ব দান করছেনে। তাঁর পক্ষ থকেরেয়ছের অনকে মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। [সূরা আন নিসা, আয়াত: ৯৫-৯৬]

এ সকল আয়াতরে সবগুল োত আমরা দখেত পেলোম, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত মের্যাদার বভিন্ন স্তর রখেছেনে। তনি নিবী ও রাসূলদরে পর সাধারণ মানুষদরে মধ্য থকে আলমি-উলামা ও আল্লাহর পথ যোরা জহিাদ করছেনে তাদরে বশিষে ও সুউচ্চ মর্যাদা দান করবনে।

জান্নাত েউচ্চ মর্যাদা সম্পর্ক কয়কেট হাদীস

আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, তনি বিলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْ دَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ» الرَّحْمَنِ»

''য েআল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে প্রত বশ্বাস স্থাপন করব েআর সালাত কায়মে করব েও র োযা পালন করব আল্লাহর উপর দায়ত্বি হলনো, তনি তাক জোন্নাত প্রবশে করাবনে। স ব্যক্ত িতার জন্ম ভূমতি েবস থোকুক বা আল্লাহর পথ জেহািদ করুক (উভয় অবস্থাত সে জান্নাতরে অধকািরী হবে) সাহাবীগণ বললনে, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আমরা ক্রি সুসংবাদটি মানুষক দেবে না? রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম বললনে: অবশ্যই জান্নাত েএকশ স্তর রয়ছে বেভিন্ন মর্যাদার। যা আল্লাহ সে সকল ল েকিদরে জন্য প্রস্তুত রখেছেনে যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে। এক একট িমর্যাদার ব্যপ্ত হব েআকাশ ও পৃথবীর মধ্যকার দুরত্বরে সম পরমািণ। যখন তােমরা আল্লাহ তা'আলার কাছ েপ্রার্থনা করব তেখন তণেমরা জান্নাতুল ফরেদাউস চাব।ে কারণ এটা জান্নাতরে মধ্যবর্তী ও সুউচ্চ মর্যাদার স্থান। এর উপর রয়ছে েদয়াময় আল্লাহর আরশ''। [৭৩]

<u>এ হাদীস থকে আমরা যা শখিত পোর</u>ি

এক. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে প্রতি ঈমান আনব,ে সালাত আদায় করবে ও সাওম পালন করবে তোরা জান্নাত যোব।ে

দুই. যারা আল্লাহর পথ তোঁর দীন সুউচ্চ করার লক্ষ্য যুদ্ধ ও জহিাদ করব তোদরে মর্যাদা সবচয়ে বেশে।

তনি. আল্লাহ তা'আলার কাছ জোন্নাত সের্বেণেচ্চ মর্যাদা তথা ফরেদাউস লাভ করার জন্য প্রার্থনা করত রোসূলরে নরিদশে।

চার. এ হাদীসটি মুসলমিদরে জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ। সাহাবায় কেরোম হাদীসটি শি∙ানার পর বলছেনে, এ সংবাদটি কি আমরা সকলরে কাছ

প্রচার করবণে না? তাদরে এ প্রশ্নরে উত্তর রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়াসাল্লাম কছি বলনেন। অন্য বর্ণনায় আছে তেনি বিলছেনে, তাহল েল েকিদরে অলসতায় পয়ে বসব।ে মণেট কথা হলণে, যখোন েও যখন হাদীসটি বলল েল েকদরে অলসতায় পয়েবেসবনো, বরং ঈমান ও ইসলামরে ব্যাপার তোদরে উৎসাহতি করা প্রয়•াজন, তখন হাদীসটি বলা উচ(९। আর যখন দখো যাব হোদীসট বলল েএ সমাজরে ল েকিদরে মধ্য অলসতা এস েযাব তেখন না বলা উত্তম হব।

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿ يُقَالُ يَعْنِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا ﴾

"আল কুরআনরে ধারক-বাহকক বেলা হব,ে পাঠ করত থোক ো আর উপর উঠত থোক ো এবং সামন অগ্রসর হও। যমেন তুম দুনিয়াত কুরআন পাঠ সামন অগ্রসর হয়ছেলি। তোমার মর্যাদা সখোন, যখোন তুম তিনামার সর্বশ্যে আয়াতটি পাঠ করব।" [98]

এভাব েআল-কুরআনরে ধারক-বাহক, হাফযে, ক্বারী, আলমি, কুরআনরে বাণী প্রচারক ও মুফাসসরিদরে জান্নাত সুউচ্চ মর্যাদা দান করা হব।ে

<u>জান্নাতরে সুউচ্চ কক্ষসমূহ</u>

এ প্রসঙ্গ েআল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ خُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا خُرَفٌ مَّن فَوْقِهَا خُرَفٌ مَّبَنِيَّةً تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهُرُ ۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ ٱلۡمِيعَادَ ٢٠﴾ [الزمر: ٢٠]

"কন্তু যারা নজিদরে রবক ভেয় করে তাদরে জন্য রয়ছে কেক্ষসমূহ যার উপর নরিমতি আছে আরণে কক্ষ। তার নচি দয়ি নেদী প্রবাহতি। এটি আল্লাহর ওয়াদা; আল্লাহ ওয়াদা খলোফ করনে না"। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২০] এ আয়াত দ্বারা আমরা বুঝত েপারলাম য,ে জান্নাতবাসীদরে জন্য জান্নাত প্রাসাদ ও কক্ষসমূহ প্রস্তুত কর রোখা হয়ছে।

হাদীস এেসছে: আবু সায়ীদ আল খুদরী রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأَفُقِ، مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضِئلِ مَا بَيْنَهُمْ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: ﴿ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصنَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ»

"জান্নাতরে কক্ষ েঅবস্থানরত জান্নাতবাসীরা অন্যান্য

জান্নাতবাসীদরে দখেব।ে যমেন তােমরা পূর্ব ও পশ্চমি প্রান্ত েঅস্তগামী নক্ষত্রসমূহকে দেখেত পোও। তাদরে পরস্পররে মর্যাদার ভন্নতা সত্বওে ত োমরা দখেত পোব।ে সাহাবীগণ প্রশ্ন করলনে, ইয়ার রাসুলাল্লাহ! রাসুলদরে এই যা মর্যাদা রয়ছে তোত অন্য কউে ক অভ্যিক্ত হত পোরব?ে তনি বললনে: যার হাত েআমার প্রাণ সইে সত্বার শপথ ঐ সকল মানুষরো সইে মর্যাদা পাবে যারা আল্লাহ তা'আলার প্রত বিশ্বাস স্থাপন করছে ও রাসূলদরে সত্য বল েস্বীকৃত দয়িছে"।[৭৫]

আমরা যমেন ভুপৃষ্ঠ েঅবস্থান কর আকাশরে সব তারকাগুল∙ো দখেত েপাই। কানেটা আছ পূর্ব প্রান্ত, কোনটা পশ্চমি প্রান্ত আবার কোনটি মধ্য আকাশ থোক। কোনটা দখেত আমাদরে বগে পতে হয় না। এমনভািব জোন্নাতরে কক্ষ ও অধবািসীদরে দখো যাব।

<u>জান্নাতবাসীদরে খাবার-দাবার</u>

এ প্রসঙ্গ েআল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলনে,

﴿ يُعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ٦٨ ٱلْذِينَ ءَامَنُوا بِأَيْتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ٦٩ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْ وَجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٧٠ يُطَافُ عَلَيْهِم ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْ وَجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٧٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ بَصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ٧١ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِ ثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٢ لَكُمْ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِ ثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٢ لَكُمْ

فِيهَا فَٰكِهَةً كَثِيرَةً مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ٧٣﴾ [الزخرف: ٧٨، ٧٣]

"হ েআমার বান্দাগণ, আজ ত∙োমাদরে কণেনণে ভয় নইে এবং তণেমরা চন্ততিও হবনো। যারা আমার আয়াত ঈমান এনছেলি এবং যারা ছলি মুসলমি। ত েমরা সস্ত্রীক সানন্দ জোন্নাত প্রবশে কর। স্বর্ণখচতি থালা ও পানপাত্র নয়িে তাদরেক প্রদক্ষণি করা হবে, সখোন মেন যা চায় আর যাত চেণেখ তৃপ্ত হয় তা-ই থাকব েএবং সখোন েতে ামরা হব েস্থায়ী। আর এটইি জান্নাত, নজিদরে আমলরে ফলস্বরূপ ত েমাদরেক েএর অধকারী করা হয়ছে।ে সংখান তেোমাদরে জন্য রয়ছে

অনকে ফলমূল, যা থকে েত∙োমরা খাব।ে [সূরা যুখরুফ, <mark>আয়াত:</mark> ৬৮-৭৩]

এ আয়াতগুল∙ো থকেে আমরা যা জানতে পোরলাম:

এক. জান্নাতবাসীদরে কণেনণে ভয় থাকবনো আর থাকবনো কণেনণে দু:শ্চন্তা। দুনয়ার জীবনমোনুষ যত সম্পদরে অধকারী হণেক না কনে আর সথেতই সুখী হণেক, তার ভয় থাকরে, থাকদেু:শ্চন্তা। কন্তু জান্নাত এক অনন্য বশৈষ্ট হলণে, সখোন কোনণা পরেশোনী, দু:খ-কষ্ট, উদ্বগে, দুঃশ্চন্তা ভয় কছিই থাকবনো।

দুই. ঈমান ও ইসলাম দুটণো দুই বিষয়। যমেন, এ আয়াত দুটণোক ভেন্ন ভন্ন ভাব উল্লখে করা হয়ছে।

তনি. যারা জান্নাতরে অধকারী হবে তাদরে স্ত্রী, স্বামী ও সন্তান-সন্তদি যদি সমানদার ও সংকর্মশীল হয় তাহল তোরা জান্নাত একত্রইে থাকব। যমেন এ আয়াত স্বামী ও স্ত্রীসহ জান্নাত প্রবশে করত বেলা হব বেল বোণী এসছে।

অন্য আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলনে,

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتَهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَهُم مِّنَ عَمَلِهِم مِّن شَيْءَ كُلُّ ٱمۡرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٢١ وَأَمۡدَدۡنَهُم بِفُكِهَ ۗ وَلَحۡم مِّمَّا

يَشْتَهُونَ ٢٢ يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسِنًا لَّا لَغَقِ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ٢٢ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوَّلُوِّ مَّكَنُونَ ٤٢ وَأَقْبَلَ بَعَضِهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاّءَلُونَ مَكَنُونَ ٢٦ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبَلُ فِي أَهْلِنَا مُشْنَفِقِينَ ٢٦ ﴾ [الطور: ٢٠، ٢٠]

''আর যারা ঈমান আন েএবং তাদরে সন্তান-সন্তুত িসমানরে সাথ েতাদরে অনুসরণ করে, আমরা তাদরে সাথে তাদরে সন্তানদরে মলিন ঘটাব এবং তাদরে কর্মরে কণেনণে অংশই কমাব না। প্রত্যকে ব্যক্ত িতার কামাইয়রে ব্যাপার দোয়ী থাকব।ে আর আম তাদরেক েঅতরিক্তি দবে ফলমূল ও গেশত যা তারা কামনা করব।ে তারা পরস্পররে মধ্য েপানপাত্র বনিমিয় করব;ে সখোন থোকবনো কণেনণে

বহেদা কথাবার্তা এবং কণেনণে পাপকাজ। আর তাদরে সবোয় চারপাশ ঘুরবে বালকদল; তারা যনে সুরক্ষতি মুক্তা। আর তারা এক েঅপররে মুখােমুখা হয় জেজ্ঞাসাবাদ করব, তারা বলবং, পূর্বে আমরা আমাদরে পরবািররে মধ্য েশঙ্কতি ছলািম। অতঃপর আল্লাহ আমাদরে প্রতা দয়া করছেনে এবং আগুনরে আযাব থকে আমাদরেকরেক্ষা করছেনে"। [সুরা আত-তুর, আয়াত: ২১-২৭]

চার. জান্নাত মেন যো চায় ও চণেখ যা দখেত চোয় তার সবকছুই থাকব। এমন নয় যে শুধু আল-কুরআন ও হাদীস যো উল্লখে করা হয়ছে শুধু সগুলে।ই থাকব। শুধু বাগান, নদী, গাছ, ফল-মুলই নয়। যা চায় মন তোর সবকছি পাওয়া যাব সেখোন। দুনিয়াত একজন মানুষ যত প্রভাবশালী, ক্ষমতার অধকারী ও ধন-সম্পদরে মালকি হোক না কনে, মন যো চায় স তো পায় না। স তো করত পোর নো; কন্তু জান্নাত এ রকম নয়। সখোন নেই কোনো সীমাবদ্ধতা।

জান্নাত েখাবার দাবার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা আরণে বলনে,

(وَ ٱلسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ ١٠ أَوْلَئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١١ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٦ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَوِّلِينَ ١٣ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَجْرِينَ ١٤ عَلَىٰ سُرُر مَّوْضُونَة ٥١ مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ ١٦ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدُنِّ مُّخَلَّدُونَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ ١٦ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدُنِّ مُّخَلَّدُونَ ١٧ بِأَكُواب وَ أَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعينِ ١٨ لَآ لَا يُصدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ١٩ وَفَكِهَة مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢١ وَحُورٌ يَتَخَيَّرُونَ ٢١ وَحُورٌ يَتَخَيَّرُونَ ٢١ وَحُورٌ يَتَخَيَّرُونَ ٢١ وَحُورٌ وَحُورٌ

عِينٌ ٢٢ كَأَمَثُلِ ٱللَّوْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ٢٣ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٤٢ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغَوْا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ٢٦ وَأَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ ٢٨ فِي سِدْرِ مَّخَضُودِ ٢٨ وَطَلْحِ مَّنَوُودِ ٢٨ وَطَلْحِ مَّنَوُودِ ٢٨ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ ٣١ مَقْطُوعَة وَلَا مَمَنُوعَة ٣٣ وَفُرُشِ مَّرَفُوعَة ٣٣ لَا مَقَطُوعَة وَلَا مَمَنُوعَة ٣٣ وَفُرُشُ مَرَفُوعَة ٣٣ إِنَّا أَنشَأَنَّهُنَّ إِنشَاءً ٣٥ وَفُرُشُ مَرْفُوعَة ٣٣ عَرُبًا أَثْرَابًا ٣٧ لِأَصَحَبِ فَجَعَلَنَٰهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَثْرَابًا ٣٧ لِأَصَحَبِ الْلَيْمِينِ ٨٣ ثُلُقَةً مِّنَ ٱلْأَوْلِينَ ٣٩ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ٤٠ ﴾ [الواقعة: ١٠، ٤٠]

"আর অগ্রগামীরাই অগ্রগামী। তারাই সান্নধ্যপ্রাপ্ত। তারা থাকব নিআমতপূর্ণ জান্নাতসমূহ।ে বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদরে মধ্য থকে,ে আর অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদরে মধ্য থকে।ে স্বর্ণ ও দামী পাথরখচতি আসন!ে তারা সখোন হলোন দয়ি আসীন থাকব মুখণেমুখ অবস্থায়। তাদরে আশ-পাশ ঘেণেরাফরো করব েচরি কশিোররা, পানপাত্র, জগ ও প্রবাহতি ঝর্ণার শরাবপূর্ণ পয়োলা নয়ি।ে তা পাননো তাদরে মাথা ব্যথা করব,ে আর না তারা মাতাল হব।ে আর (ঘোরাফরো করব)ে তাদরে পছন্দ মত ে। ফল নয়ি।ে আর পাখরি গণেশত নয়িরে, যা তারা কামনা করব।ে আর থাকব েডাগরচে∙াখা হূর। যনে তারা সুরক্ষতি মুক্তা। তারা যথে আমল করত তার প্রতদািনস্বরূপ। তারা সংখান শুনত পোবনো কণেনণে বহেদা কথা এবং না পাপরে কথা; শুধু এই বাণী ছাড়া, সালাম, সালাম। আর ডান দকিরে দল; কত ভাগ্যবান ডান দকিরে দল! তারা

থাকব কোঁটাবহীন কুলগাছরে নচি,ে আর কাঁদপূর্ণ কলাগাছরে নচি,ে আর বসিত্ত ছায়ায়, আর সদা প্রবাহতি পানরি পাশ, আর প্রচুর ফলমূল,ে যা শষে হবনো এবং নিষদিধও হবনো। (তারা থাকব) সুউচ্চ শয্যাসমূহ;ে নশ্চয় আম হ্রদরেক বেশিষেভাব সৃষ্ট কিরব। অতঃপর তাদরেক বোনাব কুমারী, সে।হাগনী ও সমবয়সী। ডানদকিরে ল েকিদরে জন্য। তাদরে অনকে হেব পূর্ববর্তীদরে মধ্য থকে।ে আর অনকে হব েপরবর্তীদরে মধ্য থকে"। [সুরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ১০-৪০]

হাদীস এেসছে: জাবরি ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি তনি বলনে, আম িনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলত েশুনছে, তিনি বলছেনে,

﴿إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ، وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ» قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: ﴿جُشَاءُ وَرَشْحُ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْسَ»

"জান্নাতবাসীরা জান্নাত খোব, পান করব কেন্তু তারা থুথু ফলোব নো, প্রসাব করব নো, পায়খানা করব নো, বম কিরব নো। এ কথা শুন সোহাবীগণ প্রশ্ন করলনে, তাহল খোবার দাবার কণেথায় যাবং? তনি বিললনে, ঢকুের হয় ম্গনাভীর সুগন্ধ নিয় বেরে হয় যাব। যভোব শোস-প্রশ্বাস নওেয়া হয়, এভাবইে জান্নাতবাসীরা আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও তাহমীদ করত থোকব''।[৭৬]

<u>এ হাদীসটি থকে আমরা জানতে</u> পারলাম:

এক. জান্নাতবাসীরা খাওয়া-দাওয়া করব কেন্তু এ জন্য তাদরে কণেনণে পার্শ্বপ্রতক্রিয়ার সম্মুখীন হত হেব না।

দুই. তাদরে পানাহারকৃত বস্তুগুলণে
ঢকুেররে সাথ বেরে হয় যোব। আর এ
ঢকুের কণেনণে বরিক্তরি কারণ হব
না। বরং সুগন্ধ ছড়াব।

তনি. জান্নাতবাসীরা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা বা তাহমীদ ও পবত্রতা বর্ণনা বা তাসবীহ আদায় করব। কন্তু এ জন্য তাদরে আলাদা কণেনণে পরশ্রিম করত হেবনো। যমেন আমাদরে শ্বাস প্রশ্বাস নতি কেণেনণে পরশ্রিম বা ইচ্ছা করত হেয় না।

<u>জান্নাতরে তাবু</u>

হাদীস এসছে: আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةُ مِنْ لُوْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةً مِنْهَا أَهْلُ، مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمِ الْمُؤْمِنُ»

"জান্নাত েমুমনিদরে জন্য মুক্তা খচতি তাবু থাকব।ে যার প্রশস্ততা হব েষাট মাইল। সংখান েমুমনিদরে পরবার পরজিন একত্র হব েও পরস্পর দেখো সাক্ষাত করব"। [৭৭]

জান্নাত েযমেন বশািল বশািল অট্টালকাি থাকব তেমেনি থাকব বেশািল বশািল তাবু। যখন যমেন মন চোব জোন্নাতীরা তা ব্যবহার করব।ে

<u>জান্নাতরে বাজার</u>

হাদীস এেসছে: আনাস ইবন মালকে রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ

ازْ دَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْ دَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ لَقَدِ ازْ دَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا»

''জান্নাত েএকটি বাজার থাকব েআর তাত েশুক্রবার দনি ল েকজনরে সমাগম হব।ে সখোন েউত্তর দকি থকে বোয়ু প্রবাহতি হব।ে এ বায়ুর প্রভাব জান্নাতীদরে রূপ ও সৌন্দর্য বড়ে যাব।ে এরপর যখন তারা তাদরে পরবাির পরজিনরে কাছে ফেরি আেসব আের তারা তাদরে রূপ-সৌন্দর্য দখে মুগ্ধ হয়ে বলবং, সুস্বাগতম তে।মাদরে। আল্লাহ তা'আলার কসম! আমাদরে চয়ে তণেমার রূপ-সণেন্দর্য তণে অনকে বড়ে গছে। এর জবাব েতারা বলব, আল্লাহ্র শপথ! আমাদরে চয়ে

ত োমাদরে রূপ-স ৌন্দর্য অনকে বৃদ্ধ ি পয়েছে''। [৭৮]

<u>এ হাদীসটি থিকে আমরা যা জানতে</u> পারলাম:

এক. জান্নাত েএকটি বাজার থাকব।ে তা বসব সেপ্তাহরে শুক্রবার।ে যাদরে মন চোয় তারা সখোন েযাব।ে পরস্পর দেখো সাক্ষাত হব।ে

দুই. এ বাজাররে একটি বিশৈষ্ট হল।ে, যথে এখান আসব তোর রূপ-সৌন্দর্য আগরে চয়ে বৃদ্ধি পাব।ে

তনি. বাজার থকে ফেরি আসার পর সঙ্গী সাথরাি তাদরে রূপ সনৌন্দর্যরে প্রশংসা করব।ে আবার সওে তাদরে রূপ-সৌন্দর্যরে প্রশংসা করব। এটা তাদরে মধ্য এক অপররে প্রত তীব্র আকর্ষণ, প্রমে-ভাল োবাসার একটি প্রকাশ। যা তাদরে দাম্পত্য সূখ-শান্ত আরণে বাড়িয়ি দেবি।

জান্নাতরে নদ-নদী

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحُتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُوْلَٰذِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدَن تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنَّهُرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مَن ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ مِن ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبَرَق مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ نِعْمَ ٱلنَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ٣١﴾ [الكهف: ٣٠، ٣١]

"নশ্চিয় যারা ঈমান এনছে এবং স**ং**কাজ করছে,ে নশ্চিয় আমরা এমন

কার∙ো প্রতদািন নষ্ট করব না, যে সু-কর্ম করছে। এরাই তারা, যাদরে জন্য রয়ছে েস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার নচি দয়ি েপ্রবাহতি হয় নদীসমূহ। সংখান তাদরেক েঅলংকৃত করা হব েস্বর্ণরে চুড় দিয়ি এবং তারা পরধান করব মহিতি পুরু সলিকরে সবুজ পণোশাক। তারা সখোন (থাকব)ে আসন হেলোন দয়ি।ে কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বশ্রামস্থল"! [সুরা আল-কাহফ, আয়াত: ৩০-৩১]

﴿مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَ فِيهَاۤ أَنَهٰرٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرٍ ءَاسِنٍ وَأَنَهٰرٌ مِّن لَّبَن لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُ وَأَنَهٰرٌ مِّنۡ عَسَل مُصنَفُّى مِّنۡ خَمۡر لَٰذَّة لِّلشَّرِبِينَ وَأَنَّهٰرٌ مِّنۡ عَسَل مُصنَفًّى وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُ تِ وَمَغۡفِرَةً مِّن رَّبِهِمُ كَمَنَ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُ تِ وَمَغۡفِرَةً مِّن رَّبِهِمُ كَمَنَ

هُوَ خُلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ٥١﴾ [محمد: ١٥]

"মৃত্তাকীদরেক েয জোন্নাতরে ওয়াদা দওেয়া হয়ছে েতার দৃষ্টান্ত হল ো, তাত েরয়ছে েনর্মল পানরি নহরসমূহ, দুধরে ঝর্নাধারা, যার স্বাদ পরবির্ততি হয় ন,ি পানকারীদরে জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরশি∙োধতি মধুর ঝর্নাধারা। তথায় তাদরে জন্য থাকব সব ধরনরে ফলমূল আর তাদরে রবরে পক্ষ থকে েক্ষমা। তারা কি তাদরে ন্যায়, যারা জাহান্নাম েস্থায়ী হব েএবং তাদরেক ফুটন্ত পান পান করান ো হব ফেল তো তাদরে নাড়ভিঁড় ছিন্ন-বচ্ছন্ন কর দেবিং?" [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৫]

জান্নাতরে হুর সঙ্গী

আল্লাহ তা'আলা বলনে,

(وَ عِندَهُمْ قُصِرَاتُ ٱلطَّرِفِ عِينَ ٤٨ كَأَنَّهُنَّ بَيِضٌ مَّكَنُونٌ ٤٩﴾ [الصافات: ٤٨، ٤٩]

"তাদরে কাছ েথাকব েআনতনয়না, ডাগরচ েখা। তারা যনে আচ্ছাদতি ডমি"। [সূরা সাফফাত, <mark>আয়াত:</mark> ৪৮-৪৯)

﴿ هَٰذَا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مَابِ ٤٩ جَنَّتِ عَدَن مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوٰبُ ٠٥ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفُكِهَ تَثِيرَ مَ وَشَرَابِ ٥١ ۞ وَعِندَهُمْ قَصِرُتُ الطَّرِف أَثَرَابٌ ٢٥ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٣٥ إِنَّ هَٰذَا لَرِزَ قُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ٤٥﴾ [ص: ٤٩،

"এট এক স্মরণ, আর মুত্তাকীদরে জন্য অবশ্যই রয়ছে েউত্তম নবিাস- চরিস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ থাকব তোদরে জন্য উন্মুক্ত। সখোন তোরা হলোন দয়ি আসীন থাকব,ে সখোন তোরা বহু ফলমূল ও পানীয় চাইব।ে আর তাদরে নকিট থোকব আনতনয়না সমবয়সীরা। হিসাব দবিস সম্পর্ক তেনিমাদরেক এ ওয়াদাই দওয়া হয়ছেলি। নশ্চয় এটি আমার দওয়া রয়িক, যা নিঃশষে হবার নয়"।
[সূরা সাদ, আয়াত: ৪৯-৫৪]

জান্নাতরে সূখ-শান্ত হিব েস্থায়ী আল্লাহ তা'আলা বলনে,

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدَخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدُٱلَّهُمۡ فِيهَاۤ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدُٱلَّهُمۡ فِيهَاۤ

أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمۡ ظِلَّا ظَلِيلًا ٥٧﴾ [النساء: ٧٥]

"আর যারা ঈমান এনছে এবং নকে আমল করছে, অচরিইে আমি তাদরেক প্রবশে করাব জান্নাতসমূহ, যার তলদশে প্রবাহতি রয়ছে নেহরসমূহ। সখোন তোরা হব স্থায়ী। সখোন তোদরে জন্য রয়ছে পবত্র সঙ্গীগণ এবং তাদরেক আমি প্রবশে করাব বস্তৃত ঘন ছায়ায়"। [সূরা নিসা, আয়াত: ৫৭]

হাদীস এেসছে: আবু সায়ীদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থকে বের্ণতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে, ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَا الْبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ ثُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلاَ أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبّ وَأَيُّ أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أُجِلُّ عَلَيْكُمْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أُجِلُّ عَلَيْكُمْ رَبْعُدَهُ أَبَدًا» وَنَا يَعْدَهُ أَبَدًا»

"আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদরে বলবনে, হে জোন্নাতবাসীগণ! তারা বলবে, উপস্থতি হে রেব, সৌভাগ্য ও কল্যাণতণো আপনারই হাত।ে তারা বলবে, তথামরা কি সিন্তুষ্ট হয়ছেণে!? তারা বলবে, হে আমাদরে প্রতিপালক! আমরা কনে সন্তুষ্ট হবণো না? আপনি আমাদরে এমন নওেয়ামত ও সূখ-শান্তি দিয়িছেনে যা কখনণো অন্য কাউক দেনেনি। আল্লাহ তা'আলা বলবনে, আমি কি তিনোমাদেরে এরচয়ে উত্তম কনোননা কছি দবে? তখন তারা বলব, হে প্রতিপালক! যা দয়িছেনে তার চয়ে আবার উত্তম কনোননা জনিসি আছে কী? আল্লাহ তা'আলা বলবনে, আজ থকে আমার সন্তুষ্ট তিনোমাদের উপর স্থায়ী হয় গেলে। আর কনোননা দনি তনোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবনো না"। [৭৯]

হাদীস থকে আমরা বুঝত পোরলাম আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট লাভ হলণে সর্বশ্রষ্ঠ ন'আমত। ব্যাপারটা আমরা এভাব বুঝত পোর, আপন যিদ কণেনণে এক ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপ্রধানরে অধীন চোকুরী করনে। আর সকল দায়তিব কর্তব্য পালন কর যান, তাহল সে আপনার প্রাপ্য পুর ে পুর ভাব আদায় করব। আপনাক ে নিয়মরে মধ্য থেকে পেদ ে ন্নত ি দবি। এরচয়ে বেশে কি? কন্তু তনি যদ আপনার প্রত সন্তুষ্ট হয় আপনাক ে তার প্রয়ি কর েননে, তাহল ব্যাপারটা কত বড় হয় গেলে। তখন শুধু নরিধারতি বতেন আর পদ ে ন্নত ি নয়। পাবনে সব সুখ শান্ত, সম্মান, এমনক ি কর্তৃত্বও।

এভাবইে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদরে জান্নাতরে সুখ শান্ত দবিনে। কন্তু যখন তনি ঘিণেষণা করবনে আম স্থায়ীভাব তেনােমাদরে উপর সন্তুষ্ট হয় গেলােম, তখন এটার মর্যাদা ও আনন্দ যে কত বশািল হব সটো শুধু তখনই অনুভব করা যাব।ে

আল্লাহ তা'আলা মহেরেবানী করে আমাদরে জান্নাতবাসীদরে অন্তর্ভূক্ত করুন।

হাদীস এেসছে: আবু সায়ীদ ও আবু হুরায়রা রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি. তারা বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَشْبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَشْبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا " فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَنُودُوا أَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِ ثُثُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} تِلْعُمُ الْجَنَّةُ أُورِ ثُثُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: ٤٣]»

''জান্নাত েএকজন ঘণেষক ঘণেষণা দবি:ে তামরা সর্বদা সুস্থ থাকব কখনো রণোগাক্রান্ত হবনো। তণেমরা চরিদনি জীবতি থাকব,ে কখনে মৃত্যু আসবনো। তণেমরা চরিদনি যুব থাকব। বার্ধক্য েতখনণে তণেমাদরে স্পর্ষ করবনো। তণেমরা সর্বদা পরতিপ্ত থাকব।ে কখনে ক্ষুধার্ত হবনো। আর এটা আল্লাহ তা'আলার সইে কথার বাস্তবায়ন: তাদরেক েডকে বেলা হব,ে ঐ হলণে জন্নাত। তণেমরা যা কাজ করছেণে, তার বনিমিয় েএর উত্তরাধকািরী করা হলে।"।[৮০]

জান্নাতীদরে সবচয়ে বেড় আনন্দ আল্লাহ তা'আলা বলনে, ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٢٣ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]

"সদেনি কতক মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জল। তাদরে রবরে প্রতি দৃষ্টি নিক্ষপেকারী"। [সূরা আল-কয়ািমা, আয়াত: ২২-২৩]

হাদীস এসছে: সুহাইব ইবন সনািন আর রুমী রাদিয়ািল্লাহু 'আনহু থকে বর্ণতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে,

«إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُريدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وَتَعَالَى: تُريدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَجُوهَ الْجَنَّةِ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ فَيَكُشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ " وفي رواية: وزاد: ثم النَّظرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ " وفي رواية: وزاد: ثم

تلا هذه الآية: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} [يونس / الآية -٢٦]».

''যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাত েপ্রবশে করব,ে তখন আল্লাহ তা'আলা বলবনে: তণেমাদরে আরণে কছি বাড়য়িদেই এমন কছিক তি েমরা চাও? তারা বলবে, আপন কি আমাদরে চহোরা হাসেণজ্জল করনে ন? আপন িক আমাদরে জান্নাত েপ্রবশে করান ন? আপন কি আমাদরে জাহান্নাম থকে েমুক্ত দনেন? এরপর আল্লাহ তা'আলা তার চহোরা থকে েপর্দা উঠয়ি তোদরে জন্য নজি চহোরাক েউম্মুক্ত করবনে। তখন তাদরে অনুভূত হিব আমাদরে যা কছি দওেয়া হয়ছে তোর চয়ে আল্লাহ তা'আলার এ দর্শনই সর্বাধকি প্রয়ি।

এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম
আল্লাহর এ বাণীট তিলাওয়াত করনে:
যারা ভালণো কাজ কর তোদরে জন্য
রয়ছে শুভ পরণাম (জান্নাত) এবং
আরণো বশে (তা হলণো আল্লাহক
সরাসর দিখো)"। [৮১]

<u>জান্নাতবাসীরা পৃথবীর অবশ্বাসী</u> <u>সাথীদরে অবস্থা দখেত পোব</u>

যারা জান্নাত েযাব পৃথবীত েতাদরে এমন কছি সহকর্মী, সাথী বন্ধু থাকব যোরা জাহান্নাম েযাব।ে কারণ, তারা পরকাল বেশ্বাস করত ো না। জান্নাত বস পৃথবীর সইে অবশ্বাসী সঙ্গ-ি সাথীদরে কথা মন পেড় যোব।ে বলব, আমার তে আমুক বন্ধু ছলি, কন্তু সে পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নামে বেশ্বাস করত ো না। তার অবস্থা এখন কী? স কোথায় আছে? তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অবশ্বাসী বন্ধুদরে অবস্থা দর্শন করাবনে। এ প্রসঙ্গ আল্লাহ তা আলা বলনে,

﴿ فَأَقَبَلَ بَعَضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاّءَلُونَ • ٥ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٥ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ٢٥ أَءِذَا مِثَنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظُمًا أَءِنَّا لَمُصَدِّقِينَ ٣٥ قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ٤٥ فَاطَّلَعَ لَمَدِينُونَ ٣٥ قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ٤٥ فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥٥ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥٥ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ٥٦ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ٥٧ ﴾ [الصافات: • ٥ ، ٥ ٥]

''অতঃপর তারা মুখে∙োমুখি হয়ে পরস্পরক জেজ্ঞাসা করব।ে তাদরে

একজন বলবং, (পৃথবীতং) আমার এক সঙ্গী ছলি, সবেলত, তুমি কিসি ল েকদরে অন্তর্ভুক্ত যারা বশ্বাস কর আমরা যখন মর যোব এবং মাটি ও হাড় পেরণিত হয় যোবণে তখনও ক আমাদরেক প্রতফিল দওেয়া হবং? আল্লাহ বলবনে, তণেমরা কটিঁকি দিয়ি দখেব?ে অতঃপর সডেঁকি িদয়ি দেখেব এবং তাকে (পৃথবীর সঙ্গীকে) দখেব জাহান্নামরে মধ্যস্থল।ে সবেলবরে, আল্লাহর কসম! তুম তিনে আমাকে প্রায় ধ্বংস কর েদয়িছেলি!ে আমার রবরে অনুগ্রহ না থাকল েআমণ্ডি তণে (জাহান্নাম)ে হাযরিক্তদরে একজন হতাম"। [সুরা আস-সাফফাত, আয়াত: **CO- C9**]

এ আয়াতসমূহ থকে আমরা শখিত পারলাম, পৃথবীর কর্মস্থল, পড়াশুনা, যাত্রাপথ ইত্যাদি সূত্র েয েসকল সঙ্গী-সাথ িআছে তোদরে মধ্য েযারা অবশ্বাসী তাদরে থকে দেরত্ব বজায় রাখা উচি९। যমেন, এ আয়াত েআমরা দখে জান্নাতী ল োকট বিলব,ে তুম তণে আমাক প্রায় ধ্বংস কর দয়িছেলি। হ্যা কুরআনরে কথা সত্য। এ সকল অবশ্বাসী মানুষরে সাথ চলাফরো উঠা-বসা করল েতারা বশ্বাসীদরে আকীদা-বশ্বাস নষ্ট করে ফলে।

অন্য আয়াত েএসছে:

﴿ كُلُّ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتَ رَهِينَةٌ ٣٨ إِلَّا أَصَحَٰ بَ الْمُجْرِمِينَ الْمَعِينِ ٣٩ فِي جَنَّت يَتَسَآ عَلُونَ ٤٠ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٤١ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ٤٤ وَكُنَّا الْمُصَلِّينَ ٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْجَنِينِ ٥٤ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ نَخُوضُ مَعَ ٱلْجَائِضِينَ ٥٤ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَائِضِينَ ٥٤ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٢٤ حَتَّى أَتَنَا ٱلْيَقِينُ ٤٧ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ أَلْشُفِعِينَ ٤٨ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ٤٩ ﴾ [المدثر: ٤٨ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ٤٩ ﴾ [المدثر: ٤٨ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ٤٩ ﴾

"প্রতটি প্রাণ নজি অর্জনরে কারণে দায়বদ্ধ; কন্তু ডান দকিরে ল েকরো নয়, জান্নাতসমূহরে মধ্যতোরা এক অপরক জেজ্ঞাসা করব অপরাধীদরে সম্পর্ক: কসি তেনিমাদরেক জোহান্নামরে আগুন প্রবশে করালনে? তারা বলব, আমরা সালাত আদায়কারীদরে মধ্য অন্তর্ভুক্ত ছলাম না। আর আমরা অভাবগ্রস্তক খাদ্য দান করতাম না। আর আমরা অনর্থক গল্প-গুজবকারীদরে সাথে (বহুেদা আলাপ)ে মগ্ন থাকতাম। আর আমরা প্রতিদান দবিসক অবিশ্বাস করতাম। অবশ্যে আমাদরে কাছ মৃত্যু আগমন কর।ে অতএব সুপারশিকারীদরে সুপারশি তাদরে কোনাে উপকার করবাে না। আর তাদরে কী হয়ছে যে, তারা উপদশে বাণী থকে বেমুখ?" [সূরা আল-মুদ্দাসসরি, আয়াত: ৩৮-৪৯]

সমাপ্ত

কিয়ামতরে আলামত, কবররে আযাব, মরণরে পর েইত্যাদি নাম অনকে বই-পুস্তক বাজার পোওয়া যায়; কন্তু কোনোটিই কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর মানদণ্ড একশ ভাগ উন্নীত বল দোবী করা যায় না। সখোন যেমেন আছ দূর্বল হাদীসরে ছড়াছড়, তমেন আছ সেনদ-সুত্রবহীন কথার ফুলঝুড় আর সপ্নরে বর্ণনা ও অলীক কল্প-কাহনী। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ কেয়িমত দবিস, কয়িমতরে দৃশ্যাবল ও ভয়াবহতা, কয়িমতপরবর্তী শঙ্কাবদূর ঘটনাসমূহ আলাচেতি হয়ছে।

<u>১</u>] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৮৭।

মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৮৫৩৪, আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৫৩, মুসতাদরাক হাকমে, হাদীস নং ১০৭। আলবানী রহ. আহকামুল জানায়যি কতাবে এ হাদীসটকি সহীহ বলছেনে।

- ত] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৭৪,সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮৭০।
- [8] তরিমজী, হাদীস নং ১০৭১, তনি বিলছেনে, হাদীসটা হাসান গরীব। আলবানী রহ. বলছে হোদীসটার সুত্র হাসান। হাদীসটা ইমাম মুসলমিরে বিশুদ্ধতার শর্ত উত্তীর্ণ।
- 🕑 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭০৪৭।
- 😉 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৪৩।
- [৭] মুসনাদ েআহমাদ, আলবানীহাদীসটকি সেহীহ আল জাম েআস সগীরকতািব সেহীহ বলছেনে।

- 🕝 সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৯৪০।
- [৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯৩৫, ও সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৯৫৫।
- [১০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৪২; সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৭৮৭।
- <u>[১১]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৭৮৮।
- [১২] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৭৯০।
- <u>[১৩]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮৫৯।
- [১৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭৬০, সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮০৬।
- <u>[১৫]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৩২।
- <u>[১৬]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮৬৪।

- <u>[১৭]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৫৬৬।
- [১৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬০; সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১০৩১।
- <u>[১৯]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৩০২।
- <u>[২০]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫২৯।
- [২১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৩০, সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২২২।
- <u>[২২]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৫।
- <u>২৩</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ৯৮৭।
- [২৪] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ৯৮৮।
- [২৫] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৪৭।

- [<u>২৬]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৯৩, সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৭।
- [২৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৩০, সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১৮৪৫।
- [২৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৭৯; সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২২৯২।
- <u>[২৯]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১৯৫।
- [৩০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭১২; সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১৯৪।
- <u>[৩১]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৭৬, সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ৮৫৫।
- [৩২] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ৮৫৬।

[৩৩] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২৯০, আলবানী রহ. সহীহ আল জামে গ্রন্থ হোদীসটকি সহীহ বল উল্লখে করছেনে।

<u>[৩৪]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৪৯।

<u>৩৫</u>] মুসনাদ েআহমাদ, হাদীস নং ১১৫৫৮। আলবানী রহ. হাদীসটকি সহীহ বলছেনে।

[৩৬] তরিমিজী, হাদীস নং ২৪১৬, তনি হাদীসটকি গেরীব বলছেনে, আলবানী রহ. হাদীসটকি হোসান বলছেনে, দখুেন সহীহ আল জাম।ে

[৩৭] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৯৬৮।

<u>[৩৮]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৩৭।

- <u>[৩৯]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫১২।
- [80] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৯৪৯৪; আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৬৪। আলবানী রহ. হাদীসটকি সেহীহ বলছেনে।
- [<u>8১]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৪১।
- [<u>8২</u>] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১৬৭৮।
- [<mark>8৩]</mark> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৪৯।
- [88] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৫৮১।
- [<u>8৫</u>] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১৯০৫।
- [<u>8৬</u>] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৫৬৯।
- [89] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮০৭।

[8৮] মুসনাদ েআহমাদ, হাদীস নং ১৩১৬২, আলবানী রহ. হাদীসটকি সহীহ জাম েকতািব সেহীহ বল উেল্লখে করছেনে, হাদীস নং ৩১১/৬।

[8৯] তরিমজী, হাদীস নং ২৬৩৯, তনি হাদীসটকি হোসান গরীব বলছেনে, আলবানী রহ. হাদীসটকি সেহীহ বলছেনে। দখুেন সলিসলাতুল আহাদীস আস সহীহা নং ১৩৫।

[৫০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৯, সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১৮৩।

[৫১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৭৩।

[৫২] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১৯৯।

<u>[৫৩]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৯।

[৫৪] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১৮৫।

[৫৫] হাকমে, হাদীস নং ৩২৪৭, তনি বিলছেনে, হাদীসটি বুখারী ও মুসলমিরে শর্ত সেহীহ। ইমাম জাহাবী এ কথার সাথ একমত পণেষণ করছেনে।

<u>[৫৬]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৩৫।

[৫৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৫০, সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮৪৬।

<u>[৫৮]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৬৯।

<u>[৫৯]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৪৮; সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮৪৯।

<u>[৬০]</u> তরিমজী, হাদীস নং ২৫৮৫, তনি হাদীসটকি হোসান সহীহ বলছেনে। আলবানী রহ. হাদীসটকিে সহীহ বলছেনে।

<u>[৬১]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৯৮৯।

<u>[৬২]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২১৩।

<u>[৬৩]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮৪৫।

<u>[৬৪]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৯৬।

<u>ডি৫</u>] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ৭৯।

<u>ডিড</u>] সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১৯৭।

[<u>७</u>9] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭০৫; সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২২০।

<u>[৬৮]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১৮৯।

- <u>ডি৯</u>] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৪৪, সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮২৪।
- [<u>90</u>] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৭, সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১০২৭।
- <u>[৭১]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১০২৮।
- [৭২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৬, সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১১৫২।
- <u>[৭৩]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৯০।
- [98] তরিমিয়ী, হাদীস নং ২৯১৪, তরি হাদীসটকি হোসান সহীহ বলছেনে, আলবানী রহ. হাদীসটকি হোসান সহীহ বলছেনে।
- <u>[৭৫]</u> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৫৬।

- <u>[৭৬]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮৩৫।
- <u>[৭৭]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮৩৮।
- <u>[৭৮]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮৩৩।
- [৭৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫১৮; সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮২৯।
- <u>[৮০]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ২৮৩৭।
- <u>[৮১]</u> সহীহ মুসলমি, হাদীস নং ১৮১।